জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১২ # ১ জানুয়ারি ২০২৫ # ১৭ পৌষ ১৪৩১

বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশ

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক মূল্য ২০ টাকা

ক্রীড়াজগত

বর্ষ ৪৮ # সংখ্যা ১২ # ১ জানুয়ারি ২০২৪ # ১৭ পৌষ ১৪৩১

বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশ ২৬

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিভৃতে একটা পালাবদল ঘটেছে। দলে তরুণদের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি অনেক দিনের। ঘটনাচক্রে এবার দলটিতে সিনিয়রদের উপস্থিতি তেমন নেই। দলে তরুণদেরই প্রাধান্য। তারুণ্যনির্ভর দলটি প্রথম মিশনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্যারিবীয়দের তিন ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে। সংক্ষিপ্ততম এই সংস্করণে ক্রমাগত ব্যর্থতার অখ্যাতি কিছুটা হলেও ঘুচেছে।

সূচিপত্র

ইতিহাস গড়লেন নিগার সুলতানা ২
সম্পাদকীয় ৩
আমরা ক্রীড়ামোদী ৪
গহন আঁধার শেষে চোখধাঁধানো ৬
টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের জয়ের ৮
সব শঙ্কা দূর করে হামজা ৯
যেখানে সমানে সমান বাংলাদেশ ১০
সামর্থ্য ও বলবানদের বিপক্ষে স্মরণীয় ১১
অনেক প্রাপ্তির টুর্নামেন্টে রংপুরের ১২
গোলের লড়াইয়ে এগিয়ে স্থানীয়রা ১৪
উৎসবের আমেজে বিপিএল ১৬
তারকায় ঠাসা শক্তিশালী দল ১৭
সাফল্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ ১৮
সুনাম পুনরুদ্ধারের অভিযান ১৯
প্রত্যাবর্তন মিশনে দৌড় কতদূর? ২০
পারবে কি 'রাজত্ব' করতে? ২১
শোনা যাবে তো বাঘের গর্জন! ২২
আশা আছে, ভরসা নেই! ২৩
তামিমের 'বিধ্বংসী' ফেরা ২৪
একনজরে ক্রিকেটার জাহানারা ২৫
বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশ ২৬
ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ২৮
ইউনেক্স-সানরাইজ সিনিয়র ৩০
জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়াই ৩১
বিজয় দিবসের খেলাধুলা ৩২
বাংলাদেশের পেসারদের স্বর্ণালি বছর ৩৪
ফাইনালে পারল না জুনিয়র ৩৬
মেহেদী রাঙানো সিরিজ ৩৭
জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস ৩৮
স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড ৩৯
অভিষেকে নজর কাড়লেন অভি ৪০
চূড়ায় যিনি, তলানিতেও তিনি! ৪১
বিদায়ী বছরের ফিরে দেখা ক্রীড়াঙ্গন ৪২
ফুটবলে মেয়েদের সাফল্যের বছর ৪৪
একটা চ্যালেঞ্জ ৪৬
জুনিয়র এশিয়া কাপ নারী ৪৮
ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ড ৫০
এ ছবি কার ৫১
থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর আর ৫২
কুইজমালা ৫৩
ফুটবল উম্মাদনা ৫৪
শব্দজট ৫৫
ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে ৫৬
আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় ৫৮
নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ব্র্যান্ড ৫৯
ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা ৬০
ম্যানচেষ্টার সিটির শেষ পরিণতি ৬২
সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ৬৩
ক্রীড়াঙ্গনের তৃণমূলের নায়কেরা ৬৪

উৎসবের আমেজে বিপিএল ১৬

শুরু হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বিপিএল-এর একাদশ আসর। মাস্কট উন্মোচন, মনকাড়া থিম সং, আয়োজক শহর ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে বিপিএল কনসার্ট এবং টুর্নামেন্টের সাত ফ্র্যাঞ্চাইজির শহরে ট্রফি ও মাসকট ট্যুর মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে উৎসবের আমেজ।

ইউনেক্স-সানরাইজ ব্যাডমিন্টন ৩০

ঢাকায় ইউনেক্স-সানরাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জ উপলক্ষে সরগরম হয়ে উঠে ব্যাডমিন্টন অঙ্গন। সিনিয়র এবং জুনিয়র গ্রুপে দেশ-বিদেশের শাটলারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াই ছিল উপভোগ্য। তবে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা মোটেও সুবিধা করতে পারেননি। নতুন সিস্টেমের কারণে জুনিয়র গ্রুপে মিলেছে দুটি ব্রোঞ্জ।

ইতিহাস গড়লেন নিগার সুলতানা

মো. রেজাউল হক

নারীদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি করার অনন্য ইতিহাস গড়েছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। এরপর একদিন নিশ্চয় টেস্ট খেলবে বাংলাদেশের মেয়েরা, কেউ হাঁকাবেন শতক ও দ্বিশতক কিংবা দেখা মিলবে আরও বড় ইনিংস। কিন্তু সাদা পোশাকে লাল বলের ফাস্ট ক্লাশ নারী ক্রিকেটে দেশের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান হিসেবে রেকর্ডের পাতায় অমর, অক্ষয় থেকে যাবে নিগারের নাম। তাঁর ব্যাটে গড়া তিন অংকের ম্যাজিক্যাল ফিগারের 'প্রথম' কীর্তি কেউ ভাঙতে পারবে না কোনোদিন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ছেলেদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরির কীর্তিটা আল শাহরিয়ার রোকনের। জাতীয় দলের সাবেক এই ওপেনার ১৯৯৭ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে তিন দিনের ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন। তখনো টেস্ট মর্যাদা পায়নি বাংলাদেশ দল।

উত্তরাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল- এই চারটি দল নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এবারই প্রথম তিন দিনের ম্যাচের নারী বিসিএল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতবার হয়েছিল দুই দিনের ম্যাচ। এবারের ম্যাচগুলোকে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছে আইসিসি। নিগার সুলতানা খেলেছেন মধ্যাঞ্চলের হয়ে, করেছেন অধিনায়কত্বও। রাজশাহীর শহীদ এএইচএম কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিনশেষে ৮৫ রানে অপরাজিত থাকা জ্যোতি ম্যাচের শেষ দিনে ২৩ ডিসেম্বর শতক হাঁকান। জান্নাতুল ফেরদৌসের বলে সিঙ্গেল নিয়ে ইতিহাসগড়া সেঞ্চুরি পূর্ণ করতে তাঁর লেগেছে ২১৫ বল। ইনিংস ঘোষণার আগে শেষ পর্যন্ত ১৫৩ রানে অপরাজিত ছিলেন জ্যোতি, হয়েছেন প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ। তাঁর ২৫৩ বলের দর্শনীয় ইনিংসে ছিল ২০টি চার ও ২টি ছক্কার মার।

উত্তরাঞ্চল (৯ উইকেটে ২৪০ রানে ইনিংস ঘোষণা ও ১ উইকেটে ২০৪ রান) ও মধ্যাঞ্চলের (৮ উইকেটে ৩৮৭ রানে ইনিংস ঘোষণা) মধ্যকার ম্যাচটি নিস্প্রাণ ড্র হয়েছে। অন্যদিকে রাজশাহীর বাংলা ট্র্যাক একাডেমিতে বিসিএলের অপর ম্যাচে পূর্বাঞ্চলকে (১৯৩/১০ ও ১৬২/১০) ১০ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম জয়ের দেখা পায় দক্ষিণাঞ্চল (৩৪৭/১০ ও ১২/০)। দক্ষিণের অধিনায়ক রাবেয়া খান বল লেগস্পিনে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৭ উইকেট ও ব্যাটিংয়ে একমাত্র ইনিংসে ৭০ রান করার সুবাদে পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

নিগারের কীর্তির পর ফারজানা হক পিঙ্কিও তাঁকে অনুসরণ করতে দেরি করেননি। কয়েক ঘণ্টা পরেই একই ম্যাচের অন্তিম লগ্নে নিগারের মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে উত্তরাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসে ফারজানা খেলেন ২২৬ বলে ১২ বাউন্ডারিতে সাজানো অপরাজিত ১০২ রানের ইনিংস। এর আগে প্রথম ইনিংসে ৮৬ রানে আউট হয়ে 'প্রথম' সেঞ্চুরি করার সুযোগ হারিয়েছিলেন তিনি।

রাজশাহীর শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে যেন ফিরে আসে ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বরের স্মৃতি। সেদিন নেপালের পোখারা রঙ্গশালা মাঠে দক্ষিণ এশিয়ান গেমস নারী ক্রিকেটে মালদ্বীপের বিপক্ষে জোড়া সেঞ্চুরি করেছিলেন নিগার সুলতানা (৬৫ বলে অপরাজিত ১১৩) ও ফারজানা হক (৫৩ বলে অপরাজিত ১১০)। সেটি ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রথম সেঞ্চুরির নজীর। ওই দিনও প্রথম সেঞ্চুরি ছুঁয়েছিলেন নিগার, দুই ওভার পরই শতক পূর্ণ করে দ্বিতীয় হন ফারজানা।

এটা যেন 'নিয়তি নির্ধারিতই' ছিল যে, বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতির ব্যাটেই ধরা দেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরির রেকর্ড। প্রথম দুই দিনে একাধিক ব্যাটার সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগিয়েও তিন অংক ছুঁতে ব্যর্থ হয়েছেন। নিগারের চোখের সামনে ফারজানা হক যেমন প্রথম দিনে আউট হয়েছিলেন ৮৬ রান করে, রিতু মনি করেছিলেন ৫৭ রান। আবার নিগারের মধ্যাঞ্চলের দুই ওপেনার মুর্শিদা খাতুন (৬৬) ও ফারজানা আক্তার লিসা (৬০) হাফ সেঞ্চুরি করলেও বেশিদূর এগুতে পারেননি। অপর ম্যাচে পূর্বাঞ্চলের শারমিন আক্তার সুপ্তা শুরুর দিনে ৮৮ রান করে রুমানা আহমেদের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরেছিলেন। দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৬ রানের জন্য সবচেয়ে সুবর্ণ সুযোগ মিস করেছিলেন আয়েশা রহমান। দক্ষিণাঞ্চলের এই ওপেনার আউট হয়েছিলেন ৯৪ রান করে। কিছুক্ষণ পর একই দলের ঝিলিক হায়দার করেছিলেন ৮২ রান এবং অধিনায়ক রাবেয়া খান খেলেছিলেন ৭০ রানের ইনিংস। এ ছাড়া নিগারের পর দ্বিতীয় সেঞ্চুরি আসতে পারতো প্রতিপক্ষ উত্তরাঞ্চলের ওপেনার ইসমা তানজিমের ব্যাট থেকে। কিন্তু তিনি ৯০ রান করে আউট হওয়ার পর ঠিকই শতক তুলে নেন ফারজানা হক (অপরাজিত ১০২)।

অন্যদিকে নারীদের প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে 'ফাইফার' অর্জন করে রেকর্ডের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম লিখিয়েছেন নাহিদা আক্তার। মধ্যাঞ্চলের হয়ে খেলা এই বাঁহাতি স্পিনারের শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়ামে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে বোলিং ফিগার ছিল ২৭-১৫-৪৮-৭। উত্তরাঞ্চলের অফস্পিনার জান্নাতুল ফেরদৌস সুমনা একদিন পরই মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে নেন ৬ উইকেট (৩৭-৮-১১৩-৬)। এ ছাড়া বাংলা ট্র্যাক একাডেমি মাঠে পূর্বাঞ্চলের বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করেন দক্ষিণাঞ্চলের অধিনায়ক রাবেয়া খান (১৯-৯-১৮-৫)।

জাতীয় ক্রীড়া পাক্ষিক

ক্রীড়াজগত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং
চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

সম্পাদক

মাহমুদ হোসেন খান দুলাল

প্রোডাকশন ম্যানেজার

মো. মোশারফ হোসেন

উপ-সহকারী সম্পাদক

মো. মাহমুদুল হাসান খান ফাহাদ

রিপোর্টার

মোহাম্মদ আবদুল অদুদ চৌধুরী তুহিন
এটিএম শরিফুল ইসলাম রুবেল

অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

মো. শাহ্ জামাল
মো. ফরিদুল ইসলাম

প্রুফ রিডার

মো. সাজ্জাদ হোসেন সবুজ

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আবির মাহমুদ

সম্পাদকীয়

কার্যকর সংস্কারের মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করাই হোক নতুন বছরের অঙ্গীকার

সময়ের বহমানতায় বদলে যায় ক্যালেন্ডারের পাতা। ঝরা পাতা যেমন জানিয়ে দেয় বসন্ত আসছে, তেমনিভাবে নতুন ক্যালেন্ডার বরণ করে নেয় নতুন বছরকে। ফেলে আসা বছর খানিকটা আনমনা করে দিলেও নতুনের আবাহনে নতুন স্বপ্নে বিভোর হয় মন। আর নতুন মানেই তো প্রসারিত করে ভাবনার দিগন্তকে। তবে অতীত তো কেবল নস্টালজিয়া নয়, তারও একটা হিসাব-নিকাশ আছে। তাতে প্রাপ্তি আছে। আছে অপ্রাপ্তিও। এই চাওয়া-পাওয়ার যোগ-বিয়োগ করে মিলাতে হয় নতুন বছরের হিসাব। সে ক্ষেত্রে নতুন বছরে প্রাপ্তি যেন আগের চেয়ে বেশি হয়, সেটাই থাকে সামগ্রিক প্রত্যাশা। সার্বিক অর্থে সব ক্ষেত্রেই এমনটাই চাওয়া হয়। ক্রীড়াঙ্গনে বরাবরই প্রত্যাশা থাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন তো আরও দ্রুত ছুটছে। আরও উঁচুতে উঠছে। আরও শক্তিশালী হচ্ছে। অলিম্পিকের মূলমন্ত্রই হচ্ছে, সিটিয়াস, অল্টিয়াস, ফোরটিয়াস, অর্থাৎ দ্রুততর, উচ্চতর, শক্তিশালী। সেই আদর্শে বাংলাদেশ কতটা উজ্জীবিত হতে পেরেছে? তার সঙ্গে কতটা তাল মেলাতে পারছে? না পারলে কেন পারছে না, সেটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে ঝুলে আছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান মোটেও আশানুরূপ নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাফল্য নিয়ে মাতামাতি করা হলেও সত্যিকার অর্থেই কোনো ক্ষেত্রেই গর্ব করার মতো সাফল্য নেই। এত দিন যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচালিত হয়েছে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন, তাতে বড় ধরনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রত্যাশা ছিল না বললেই চলে। কার্যক্রম চালানো হয়েছে দিন আনি দিন খাই মনোভাব নিয়ে। কোনো দূরদর্শিতার প্রতিফলন দেখা যায়নি। আর যা-ই হোক, গতানুগতিক চিন্তাভাবনা দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনে বেশি দূর যাওয়া যায় না। যে কারণে অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় পেরিয়ে হিসাবটা মিলছে না। অলিম্পিক তো সুদূরের স্বপ্ন, বলতে গেলে এশিয়ান গেমসেরই যথাযথভাবে নাগাল পাওয়া যায় না। দক্ষিণ এশিয়ায়ই যেখানে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করা যাচ্ছে না, সেখানে এশিয়ান গেমস এবং অলিম্পিক গেমসে পৌঁছানো কতটা সম্ভব?

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রীড়াঙ্গনে সংস্কার তথা উৎকর্ষ সাধনের একটা সুযোগ এসেছে। হঠাৎ পাওয়া এই সুযোগকে হারিয়ে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, বিদ্যমান খোলনলচে পরিবর্তন করা ছাড়া ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাতে হবে দৃষ্টিভঙ্গির। ইতিবাচক ও সদর্থক মনোভাব ছাড়া ক্রীড়াঙ্গনে কার্যকর কিছু করা যাবে না। যে বিধিবিধান, নীতিমালা, গঠনতন্ত্র, নির্দেশাবলি রয়েছে, তাকে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।

আইনকানুনের যদি ত্রুটি বা দুর্বলতা থাকে, তাহলে যে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হোক না কেন, একটা ফারাক রয়ে যায়। সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই ফারাকটা নিরসন করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য কী, সবার আগে তা নির্ধারণ করা জরুরি। তা নির্ধারণ করা গেলে সেই আলোকে ক্রীড়াঙ্গনকে ঢেলে সাজানোর পথ সহজতর হবে। নীতিমালা, সিস্টেম, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার যথাযথ সমন্বয় না ঘটানো গেলে কোনো উদ্যোগই ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। কার্যকর সংস্কার করে ক্রীড়াঙ্গনকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করতে হবে, নতুন বছরে নেওয়া যেতে পারে এই অঙ্গীকার।

সম্পাদকীয় কার্যালয়

৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পক্ষে সচিব কর্তৃক ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদক কর্তৃক দি গুডলাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
রেজিঃ নং ডিএ-৪২২। ফোন : ৪১০৫০৫৩৭। ফ্যাক্স : ৪১০৫০৫৫৭।
e-mail : krirajagat@gmail.com এবং krirajagat@yahoo.com

সেরা চিঠি

বিজয় দিবসে বিজয় উল্লাস করল দেশবাসী

কিছুদিন আগে অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ টুর্নামেন্টে ২য় বারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স হওয়া গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল আমাদের যুবারা। সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাঠে ফাইনালে শক্তিশালী ভারতকে ৫৯ রানে হারিয়ে এ গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল আমাদের যুবারা। সে সঙ্গে ২০১৯ সালে ভারতের বিপক্ষে ফাইনালে হেরে যাওয়ায় মধুর প্রতিশোধও নিতে পারল আমাদের যুবারা এবার। বাংলাদেশ দল ২০০ রানের ভেতর অল আউট হওয়ার পরও যে ম্যাচ জিততে পারে, সেটা করে দেখিয়েছিল সেদিন। বোলাররা ভালো বল করার ফলে সেদিন ম্যাচটি ৫৯ রানে জিততে পেরেছিল আমাদের যুবারা। আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বে এবারও এশিয়া কাপটা জিততে পেরেছে। অবশ্য গত বছরও একই ভেন্যুতে আরব আমিরাতের বিপক্ষে এশিয়া কাপটি প্রথমবারের মতো জিততে পেরেছিল এই আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল। এবারও তিনি সামনের থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এবং তিনি নিজেও অসাধারণ পারফরম্যান্স করার ফলে হয়তোবা এ বিজয়টি আনতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর প্রমাণ হলো তিনি এবারের টুর্নামেন্টে ২য় সর্বোচ্চ রান করতে পারাটা। খুবই ভালো ব্যাটিং করেছিলেন এবার টুর্নামেন্টে তিনি। এখন দেখা যাচ্ছে এশিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ কাপ টুর্নামেন্ট মানেই বাংলাদেশ দলের নাম। ইমনও ভালো বোলিং করেছিলেন পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে। তারই প্রমাণ তিনি ফাইনালে অসাধারণ বোলিং করার ফলে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন। আর পুরো টুর্নামেন্টজুড়ে খুবই ভালো বোলিও পারফরম্যান্স করার ফলে তারই হাতে উঠেছে ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কারটিও। খুবই ভালো লাগল আমাদের যুবাদের এমন পারফরম্যান্স দেখে, পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে তাদের দাপট অব্যাহত ছিল। আরও ভালো লাগলো, বিজয় দিবস মাসে আরও একটি বিজয়ের আনন্দ-উল্লাস করতে দেওয়ার জন্য দেশবাসীকে। একটি দেশের জন্য বিজয়ের মাস মানে অনেক বিরাট কিছু। তাঁর ভেতর যদি হয় সেটি খেলাধুলার মাধ্যমেও, তাহলে তো কথাই নেই। কিছুদিন আগে আমাদের মহিলা ফুটবলারও সাফ গেমসে চ্যাম্পিয়ন্স হয়েছিল, যা দেখে খুবই ভালো লাগল। আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দলের কেন এমন অবস্থা হচ্ছে, সেটাই জানা নেই। আমাদের জাতীয় ফুটবল দলেরও চলতেছে খুবই বাজে অবস্থা। এদিক দিয়েও একটু নজর দিতে হবে এবার কর্তৃপক্ষকে। এ বছরটা তো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে ২০২৫ সালে পা রাখতেছে। নতুন বছরেও যেন ক্রীড়াঙ্গনের জন্য সেরা এক বছর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে সে জন্য এখন থেকেই যেন প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখতেছি বর্তমান সরকার এবং ক্রীড়া উপদেষ্টার প্রতি। আশা করি তারা তা করবেন। আর আমাদের অনুরোধ ক্রিকেট দলের প্রতি বিশেষ নজর দিতে এবং তাদের আরও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ রাখতেছি। যেখানে আমাদের জাতীয় দল এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট ও অন্যান্য টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন্স হতে পারেনি এখনো, সেখানে আমাদের যুবারা অত্যন্ত সাহসীকতার সহিত দুবার চ্যাম্পিয়ন্স হয়ে দেখিয়েছেন। তাই তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিলে হয়তোবা তারা আরও অনেক কিছু ভবিষ্যতে ক্রিকেটে দিতে পারবে, সেটা প্রত্যাশা রয়েছে।

খাদিজাতুল কোবরা (তারিন)
বায়তুল শরফ মাদরাসার পশ্চিমে, পূর্ব মনিয়া পুকুর ধলই, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সেরা চিঠি লেখককে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ক্রস চেক/ বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে। - সম্পাদক

নতুন বছরে নতুন কিছু প্রত্যাশা

বাংলাদেশ মানেই ক্রীড়াপাগল এক জাতিকে বোঝায় সম্ভবত। এ দেশের অধিকাংশ লোক সব ক্রীড়াঙ্গনকে খুবই ভালোবাসে। বিভিন্ন জায়গায়তে খেলাধুলা চললেই তা দেখতে ছুটে যেতে চায় এ দেশের ক্রীড়াপ্রিয় মানুষেরা। আর জাতীয় দল এর খেলা হলে তো কথাই নেই। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গার আনাচকানাচে মোবাইলের মাধ্যমে খেলার খবর নিয়ে থাকে আমাদের ক্রীড়াপ্রিয় পাবলিকেরা। এমনকি নেট এর এমবি খরচ করে হলেও খেলাধুলাকে উপভোগ করতে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় কখনো কখনো। ২০২৪ সাল দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সামনে চলবে ২০২৫ সাল। এ সালে আমাদের ক্রীড়াঙ্গন কতটুকু এগিয়ে যায় বা যেতে পারে, তা কারও জানা নেই আপাতত। তবে আমরা খেলাপ্রিয় মানুষেরা এটাই তো আশা করতে পারি, সবকিছু যেমন সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে বর্তমান সরকার। সেহেতু এই

বাংলাদেশের সব ক্রীড়াঙ্গনেও হাত বাড়িয়ে দেবে বলে বিশ্বাস আমাদের। বিশেষ করে ফুটবল, ক্রিকেটের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখছি বর্তমান সরকারের প্রতি। এ দুটো প্রধান খেলা আমাদের দেশের লোকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। আর বিভিন্ন সময় এ দুই খেলায় বেশ সুনামও অর্জন করতে পেরেছে সারা বিশ্বে। তাই এ দুই খেলায় একটু অন্যান্য খেলাধুলা থেকে বেশি নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখতেছি, যাতে এ বছরটিতে অভাবনীয় সাফল্য আসে। তবে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সব খেলাধুলাকেও মাথায় রাখতে হবে আমাদের। অনেক সময় অন্যান্য খেলাধুলাগুলোয়ও দেখা যায় আচমকা সাফল্য আসতে। সে জন্য সেগুলোর প্রতিও বিশেষ নজর রাখতে হবে কর্তৃপক্ষের। ২০২৪ সাল শেষ হলো সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। তাই ২০২৫ সাল যেন বাংলাদেশের সব ক্রীড়াঙ্গনে অভাবনীয় সাফল্য ধরা দিতে পারে, সে জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে কর্তৃপক্ষের। তাহলে হয়তোবা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ধরা দিতে বাধ্য হবে। তাই আমরা দেশবাসীরা আশা করব, যেন ২০২৫ সাল এ দেশের সব ক্রীড়াঙ্গনের জন্য সেরা এক বছর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, সেটাই আমরা কামনা করি। আশা রাখি, সরকার থেকে শুরু করে এদেশের বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে জড়িত সব সংশ্লিষ্টরা সবাই এ ব্যাপারে বেশ আন্তরিকতার সহিত কাজ করবে এবং ২০২৫ সালটা স্মরণীয় করে রাখতে সচেষ্ট হবেন।

মোহাম্মদ রাসেদুল আলম (রাসেল), প্রযত্নে- কালাম উল্লাহ বাড়ি, আলম মঞ্জিল, মাইজভান্ডার, আমতলী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম ৪৩৫২।

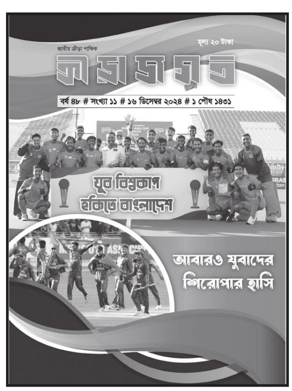

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যার প্রচ্ছদ

৪৮ বর্ষ ১১ সংখ্যার সেরা চিঠি লেখক তোহা বকর

বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা

২০১৭ সালে প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) ওয়ার্ড ক্রিকেট কমিটিতে সদস্যপদ লাভ করেন সাকিব আল হাসান। অস্ট্রেলিয়ার অনলাইন নিউজ পোর্টাল ফক্স স্পোর্টসের করা ২০১৬ সালে ক্রিকেটের বিশ্ব একাদশে স্থান পেয়েছিলেন সাকিব আল হাসান ও আল আমিন হোসেন। এর আগে ২০১৪ সালে সিইএটি বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছিলেন সাকিব। ২৮ মে ২০১০ প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পাঁচ উইকেট নিয়ে শাহাদত হোসেন লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নাম লেখান। ২০১৫ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ইংল্যান্ডকে হারানোর মুহূর্ত সেরা মুর্হূত হিসেবে আইসিসি নির্বাচন করে। ২০২০ সালে উইজডেন ও ক্রিকইনফোর দশক সেরা ওয়ানডে একাদশে আছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। এ ক্ষেত্রে উইজডেনে একমাত্র স্পিনার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন সাকিব। ক্রিকেট বিশ্বে রাজত্ব করবেন এমন ২০ জন ভবিষ্যৎ ক্রিকেটারের তালিকা প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের জনপ্রিয় পোর্টাল ইএসপিএন ক্রিকইনফো। সেই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক আকবর আলী। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার এবং তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) আজীবন সদস্যপদ পেয়েছেন বাংলাদেশের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা। বিসিবির সাবেক সহসভাপতি প্রয়াত রাইস উদ্দিন আহমেদ ছিলেন এমসিসির সদস্য পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি। এরপর সদস্যপদ পান সাবেক বিসিবি সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে প্রতি মাসের সেরা ক্রিকেটারকে পুরস্কৃত করার প্রক্রিয়া চালু করে আইসিসি। ১৪ জুন ২০২১ বাংলাদেশের হয়ে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) 'প্লেয়ার অব দ্য মান্থ' বা মাসের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেন বাংলাদেশের উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিম। বাংলাদেশের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে আইসিসি 'প্লেয়ার অব দ্য মান্থ' তথা মাসের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেন সাকিব আল হাসান। তিনি ২০২১ সালের জুলাই মাসের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ক্রিকেট ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো আইসিসির মাসসেরার পুরস্কার 'প্লেয়ার অব দ্য মান্থ' জিতেছেন সাকিব। ক্রিকেটারদের বাইরেও বাংলাদেশের আম্পায়াররা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন আম্পায়ারের আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকলেও আইসিসির কোন ইভেন্টে প্রথমবারের মতো সে অভিজ্ঞতা লাভ করেন শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও মাসুদুর রহমান মুকুল। ১৭ জানুয়ারি-৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে দায়িত্ব পালন করেন তারা। পরবর্তী সময়ে ২০২৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত। প্রথমবারের মতো আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করেন বাংলাদেশি কোন আম্পায়ার। আইসিসি টেস্ট ম্যাচেও প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আয়োজন করে থাকে। বাংলাদেশের অনেক ক্রিকেটার সে সব টুনামেন্টে খেলার জন্য ডাক পেয়ে থাকেন। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টগুলোয় বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ডাক পাওয়া তাদের যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ। আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলো ভালো খেলার কারণেই ক্রিকেটাররা এমন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ডাক পেয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ অনেক বছরই খেলছে। বাংলাদেশও অনেক শক্তিশালী দলকে হারাতে পেরেছে। দেশের ক্রিকেটাররা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ম্যাচে আন্তর্জাতিক রেকর্ড গড়েছেন। তাই আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে তাদের আন্তর্জাতিক মর্যাদার আসন দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের এমন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যেন তাদের ভালো খেলারই মূল্যায়ন।

তোহা বকর, প্রবাহ ভবন (টি এন্ড টি অফিসের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত)
উপজেলা: কাহালু, জেলা: বগুড়া।

রংপুর রাইডার্স বিশ্ব ক্রিকেটে উজ্জ্বল নক্ষত্র

বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এক উত্তেজনাপূর্ণ ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত হয়ে থাকবে ২০২৪ সালের জিএসএল টি-টোয়েন্টি ফাইনাল, যেখানে পরাজয়ের গ্লানি পেছনে ফেলে, সবার কাছে নতুন এক অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে রংপুর রাইডার্স। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হওয়া এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়ে রংপুর রাইডার্স নিজেদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেছে। এবারের শিরোপা তাদের এনে দিয়েছে শুধু মাঠের সাফল্য, বরং গোটা দেশের ক্রিকেট সমর্থকদের হৃদয়ে একটি অমর স্থানও। জিএসএল টি-টোয়েন্টির প্রথম সংস্করণে পরাজয়ের কাছে পরাজয় বরণ করেও রংপুর রাইডার্স তাদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিয়ে শিরোপার পথে এগিয়ে চলে। টুর্নামেন্টের শুরুতেই তাদের কিছু অপ্রত্যাশিত হার ছিল, তবে দলের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস ছিল, তা ধীরে ধীরে নিজেদের প্রমাণ দিতে শুরু করে। দলের তারকা খেলোয়াড়রা যেমন ছিলেন দৃঢ় মনোভাবী, তেমনি তাদের কোচিং স্টাফও যে পরিকল্পনার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের সুষ্ঠুভাবে মাঠে নামানোর কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল অপরিসীম।ফাইনাল ম্যাচটি ছিল এক ভিন্ন কাহিনী। প্রচুর দর্শক সমাগম, চমৎকার মাঠের পরিবেশ এবং উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিকেট মুহূর্তে প্রতিপক্ষ দলের কাছ থেকে শিরোপা ছিনিয়ে আনে রংপুর রাইডার্স। ফাইনাল ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলা এই সংগ্রামে রংপুর রাইডার্স প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে ২০ ওভারে লক্ষ্যকে অতিক্রম করে প্রথমবারের মতো জিএসএল টি-টোয়েন্টি শিরোপা নিজেদের করে নেয়। জয়ের পর রংপুর রাইডার্সের খেলোয়াড়রা আনন্দে আত্মহারা হয়ে দলের সেলিব্রেশন শুরু করেন। মাঠে হাজির হাজার হাজার দর্শকও তাঁদের সঙ্গে উদ্‌যাপনে মেতে ওঠে। এই শিরোপা জয় তাদের জন্য এক বৃহৎ অর্জন; কারণ, তারা বাংলাদেশের ক্রিকেটে নিজেদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে। রংপুরের শহর এবং তাদের সমর্থকরা এই বিজয়কে দারুণভাবে উদ্‌যাপন করেছে, যেখানে এলাকার সেলিব্রেশন, আতশবাজি এবং জয়ধ্বনির মধ্যে গেঁথে গেছে এই জয়। প্রোফেশনাল ক্রিকেটে এমন ধরনের একটি অপ্রত্যাশিত বিজয় দলের সবার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রংপুর রাইডার্সের ম্যানেজমেন্টও তাদের ভবিষ্যতের জন্য বেশ কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ, তরুণ ক্রিকেটারদের প্রতি মনোযোগ এবং আন্তর্জাতিক মানের সহায়ক সুবিধা প্রদান। টুর্নামেন্টের পর, রংপুর রাইডার্সের কোচিং স্টাফরা দলের প্রশিক্ষণ এবং কৌশলের উন্নতির জন্য বেশ কিছু মেধাবী এবং অভিজ্ঞ কোচের সঙ্গে কাজ করবেন। এটিই প্রমাণ করে যে, কষ্টের পরও কখনো হার না মানা মনোভাব এবং পরিশ্রমই পরিণতি দেয় সফলতার দিকে। রংপুর রাইডার্স তাদের জয় দিয়ে জানিয়ে দিল যে ক্রিকেটে সাফল্য চিরকালই সম্ভব, যদি দলের মধ্যে থাকে আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম। এই শিরোপা জয় তাদের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে, যা সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রাশেদ আহমেদ, গুলশান, ঢাকা-১২১২

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের অসাধারণ সাফল্য : টানা দ্বিতীয়বার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল এক অবিস্মরণীয় অর্জন নিয়ে ফিরে এসেছে। ভারতের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর ফাইনালে জয়লাভ করে তারা টানা দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই সাফল্য কেবল একটি টুর্নামেন্ট জয়ের গল্প নয়, বরং বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি, কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতার প্রমাণ।

ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে বাংলাদেশ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তা গোটা এশিয়ায় আমাদের ক্রিকেটের শক্তি এবং পরিপক্বতার একটি প্রতীক হয়ে থাকবে। যুবাদের এই জয়ের মাধ্যমে আবারও স্পষ্ট হলো, বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং তারা যে বিশ্বের শীর্ষ ক্রিকেট জাতিগুলোর মধ্যে স্থান পেতে সক্ষম, তা আজ প্রমাণিত। এটি শুধু একটি টুর্নামেন্টের জয় নয়, বরং একটি বার্তা যা বিশ্বের ক্রিকেট মহলে পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটাররা এখন শুধু দেশের গর্বই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের শক্তির জানান দিচ্ছে। আমাদের অনূর্ধ্ব-১৯ দল আবারও প্রমাণ করেছে, তারা শুধু দেশের জন্য নয়, গোটা এশিয়ার সেরা। অভিনন্দন জানাই বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলকে, তাঁদের কোচিং স্টাফ, সকল সমর্থকদের, যাঁরা এই সাফল্যের পেছনে অবদান রেখেছেন। আপনারা সত্যিই বাংলাদেশ ক্রিকেটের নতুন প্রেরণা।

রাশেদ আহমেদ , গুলশান, ঢাকা-১২১২।

গহন আঁধার শেষে চোখধাঁধানো আলোকচ্ছটা

আশরাফ উদ্দিন খান

আটলান্টিকের পশ্চিম কিনারায় ক্যারিবিয়ান সাগরের প্রায় গোটা এলাকায়ই খণ্ড খণ্ড দীপরাষ্ট্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রিস্টোফার কলম্বাস সাহেব ভেবেছিলেন এলাকাটা বোধ হয় ভারতের কাছাকাছি। তাই তাঁরই দেওয়া নাম আজও প্রচলিত। এই এলাকায় প্রায় এক ডজনেরও অধিক সার্বভৌম দ্বীপ রয়েছে। সংখ্যায় ব্রিটিশরাই এগিয়ে। আমেরিকা ও ফ্রান্সে অবস্থিত দ্বীপও রয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত দ্বীপগুলোই আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বলতে বিশ্ববাসীর কাছে ক্রিকেটীয় অঞ্চল বলে পরিচিত। ক্রিকেট বলতে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ'। এখানেও বেশ কয়েকটি সার্বভৌম দেশ রয়েছে। ব্রিটিশরা এলাকা ছেড়ে গেলেও তাদের উদ্ভাবিত ক্রিকেট খেলাটি উপহার হিসেবে এলাকায় রেখে গেছে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো কমনওয়েলথের তালিকাভুক্ত।

ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের নারী-পুরুষের অন্তরের সম্পদ। যুগে যুগে অসংখ্য চিরস্মরণীয় ক্রিকেট ব্যক্তিত্বের ধারক ও বাহক এই দেশগুলো। গত শতকের চল্লিশের দশক থেকেই এই সব মহান ক্রিকেটারদের আবির্ভাব ঘটে। সূচনা যুগে আলফ্ ভেলেন টাই (জ্যামাইকা), সনি রামাধীন (ত্রিনিদাদ) ও জর্জ হ্যাডলি (জ্যামাইকা) ছিলেন সবার মুখে মুখে উচ্চারিত ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ। ক্রমান্বয়ে এসব অঞ্চলে দেখা দেয়– ওয়েশলী হল (বার্বাডোজ), গারফিল্ড সোবার্স (বার্বাডোজ), রিচি রিচার্ডসন (এন্টিগা), রোহান বাবু লাল ডানহাই (ব্রিটিশ গায়ানা), আলভিন কালীচরণ (গায়ানা), শিবনারায়ন চন্দ্রপল (গায়ানা), মাইকেল হোল্ডিং (জ্যামাইকা), কোর্টনি ওয়ালশ (জ্যামাইকা), ক্রিস গেইল (জ্যামাইকা), ডিভিয়ান রিচার্ডসন (এন্টিগা), কার্টলি অ্যামব্রোস (এন্টিগা), এ্যান্ডি রবার্টস (এন্টিগা) ও উইকেটরক্ষক জেফরী ডুজনের (জ্যামাইকা) মতো প্রায় অর্ধশত ক্ষণজন্মা ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব। প্রবাদ পুরুষ ব্রায়ান লারা ত্রিনিদাদের অধিবাসী। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া যেসব দেশ এখনো ক্রিকেট খেলে তারা কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশের মতোই ক্রিকেটকে জড়িয়ে বেঁচে রয়েছে। ছোট ছোট দ্বীপরাষ্ট্র হলেও এখানে রয়েছে পাহাড়-পর্বতের সারি। মরু অঞ্চল নেই। শর্ষের মধ্যে নারীকে ইক্ষু বৃক্ষ ও কফি মোটামুটি সেগুলোর নাম উল্লেখ করা যায়। বেশির ভাগ ক্রিকেট রত্নের দেশ জ্যামাইকা, বার্বাডোজ ও ত্রিনিদাদের সঙ্গে রয়েছে এন্টিগা ও বারবুডা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, সেন্ট কিটস্ ও নেভিস, সেন্ট ভিন্সেন্ট ও গ্রানা ডাইনস এবং ব্রিটিশ গায়ানা ক্রিকেটের সেই প্রবাদপুরুষরা আজ আর ক্রিকেট খেলেন না। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইয়ান বিশপ এমব্রন, কার্টলি অ্যামব্রোস, স্যামুয়েল বদ্রী, ব্রায়ান লারা, কোর্টনি ওয়ালস প্রমুখ চিরস্মরণীয় খেলোয়াড়দের উপস্থিতি আজও আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়।

আইসিসির নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী আমাদের টাইগার বাহিনীকে প্রায় ১০ হাজার মাইল দূরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে দুটি টেস্ট ও তিনটি করে ওডিআই ও টি-২০ ম্যাচ খেলার তারিখ পরে। পৃথিবীর অপর প্রান্তের অঞ্চল সময়ের ব্যবধান ১০ ঘণ্টা। প্রকৃতি ও আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাগতিক অঞ্চলের নাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যদিও আগের সেই পিলে কাঁপানো বোলার ব্যাটসম্যানরা নেই। তবু নদী শুকিয়ে গেলেও তার রেখা থাকে। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে নভেম্বরের ২২ থেকে ডিসেম্বরের ২০ তারিখ পর্যন্ত তিন ফরমেটের আটটি ম্যাচ খেলার জন্য আমাদের টাইগার বাহিনীকে সেখানকার মাঠে নামতে হয়।

বলাবাহুল্য যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটে সেই সুদিন আজ আর নেই। তাদের উদ্বোধনী ব্যাটাররা ছিলেন বিপক্ষের বোলারদের জন্য ভয়ংকর পরীক্ষার বিষয়। ওপেনার ডেসমন্ড হাইনস, গর্ডন গ্রিনিজ, কনরাড হান্টে কিংবা ক্রিস গেইলের সেই মাঠে নামুন না কেন, তাঁদের তাঁবুতে ফেরানো ছিল বোলারদের জন্য অপরিসীম চিন্তার বিষয়।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুটো খেলার কিছু কথা আগের সংখ্যায় ছাপা হয়েছে। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় তিনটি করে ওডিআই এবং টি-টোয়েন্টির আসরের সংক্ষিপ্ত রূপ। আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমাদের টাইগার বাহিনীর শক্তি প্রায় সমান সমান। উনিশ/বিশ আরকি। তাই বলে আগের মতো বিশ/পঞ্চাশ নয়। দুই দল এই সিরিজের আগপর্যন্ত ওডিআইয়ে ৪২ বার সাক্ষাৎ করেছে। জয়-পরাজয় সমান সমান। অর্থাৎ একুশ-একুশ। এবারের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ওরা স্বাগতিক আমরা সফরকারী। মাঠ ও মাটি ওদের। যারাই জিতবে, রীতিমতো লড়াই করে জিততে হবে। এই ফরমেটে অর্থাৎ ওডিআইয়ে আমাদের সুনাম আছে। টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি এই দিকটায় আমরা অনেকটা অগ্রসরমান। তাই প্রত্যাশাও কম ছিল না। তবু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমরা তিন ম্যাচ হেরে সোজা বাংলায় ধবলধোলাই আমাদের ভাগ্যে জুটল। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। এক কথায় এর জবাব দিলে বলতে হয়, আমাদের দৈন্য ছিল বোলিংয়ে। ব্যথিত মন নিয়েই বোলারদের ওপর দায় চাপাচ্ছি। আমাদের ব্যাঘ্র বাহিনী প্রথম ও তৃতীয় ওডিআইয়ে দলকে জয়ের প্রান্তে তুলেছিলেন– এ ক্ষেত্রে পরাজয় মেনে নেওয়া কঠিন। প্রথমটিতে প্রায় তিনশত (২৯৪/৬) এবং শেষটিতে ৫ উইকেটে ৩২১ রান করার পরও কোন দলের হারার কথা নয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তা জুটেছে। দ্বিতীয়টিতে চার ওভার আগেই ২২৭ রানের সবাই আউট হয়ে ফিরে আসেন– এ পরিমাণ রান করে ওডিআইতে জেতা যায় না। ওরা মাত্র তিনজনের বিনিময়ে রান তুলেন ৩৩০। এটা নিয়ে তেমন কিছু বলার নেই। তবু ধন্যবাদ দিতে হয় মাহমুদুল্লাহ, তানজীদ ও তানজিমকে। তাঁরা যথাসাধ্য লড়াই করেছেন। এই দিন যেইডেনকে রোখার মতো আমাদের কাউকে দেখা যায়নি। তিনি ২২ রানের বিনিময়ে চারজনকে বিদায় করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাচে এই অনাকাঙ্ক্ষিত হারের কারণ কি। যা-ই হোক, আসন্ন চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এবারের ব্যর্থতা ঢেকে যাবে বলে আশা রাখি। কারণ, ব্যর্থতায় সাফল্যের দিকনির্দেশক। ক্রিকেটে ব্যাটিং-বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে সমান নিপুণতা প্রদর্শন দরকার। একটিতে ব্যত্যয় ঘটলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এই দুটি খেলায় ব্যাটিংয়ে গড়পরতায় আমাদের বাহিনী উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথমদিকে কারও কারও ত্রুটি দেখা গেলেও তানজিদ (৬০), মিরাজ (৭৪) এবং বর্ষিয়ান মাহমুদুল্লাহ (৫০*) ভালো ব্যাট করেছেন। জবাবে স্বাগতিকরা পাঁচ উইকেট খরচ করে আমাদের ছাড়িয়ে যান (২৯৫)। এই দিন ওদের অনেকটা অখ্যাত রাদার ফোর্ড ১১৩ রানে অপরাজিত থাকেন। সাথে দলনেতা শাইহোপ রান তুলেন ৮৬। হোপের ক্ষেত্রে এটি অসাধারণ কিছু নয়।

শেষ ওডিআইতে আমাদের অধিনায়ক মেহেদী মিরাজ রান আউট হওয়ার আগে ৫৭ রান পর্যন্ত পৌঁছান। মাহমুদুল্লাহর হান না মানা ৮৪ ও জাকের আলী ৫৭ বলে ৬২* রান ছিল স্মরণ রাখার মতো ঘটনা। কোনোভাবেই এ পর্যন্ত এসে হেরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবু ঘটনা ঘটে গেল। ওদের নবাগত আমির জাংগো অবলীলাক্রমে অপরাজিত ১০৪ রান করলেন। যা আমাদের শার্দুল বাহিনীর চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের শেষ ওডিআইয়ে রান উঠে ৩২৫/৬।

এইভাবেই আমাদের হোয়াইটওয়াস হতে হয়। গহন আঁধারে অনেকটাই ঢেকে যায় আমাদের ওডিআইয়ের ইতিহাস। এই ফলাফল সার্বিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত। কী কারণে, কিসের ভুলে এমনটা ঘটল এটা কর্তৃপক্ষকে কারণ খুঁজে বের করে তার সমাধান দিতে হবে। সে ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলে পরবর্তী বৃহৎ প্রতিযোগিতায় এই হীন ঘটনা বারবার ঘটতেই থাকবে। অধিনায়ক মিরাজ ব্যাটিংয়ে ভালো করেছেন সন্দেহ নাই। তবে দুজন অতিঅখ্যাত ক্যারিবিয়ান কীভাবে শতরানের কোটা পার করলেন তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। এরপর আমাদের সামনে আসে টি-টোয়েন্টির পালা। প্রতিপক্ষ একই দেশ, একই দল। সেইন্ট কীর্টসের বাসেটেরের পরিবর্তে সেন্ট ভিনসেন্টের আরনস ভ্যালি স্পোর্টস কমপ্লেক্স। ওডিয়াইয়ের ফলাফল পাওয়ার পর এ

ক্ষেত্রে বড় কিছু আশা করা খুব কঠিন। কারণ, আমাদের রেকর্ড খুব ভালো নয়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ১৬ বার মাঠে নেমে আমরা ৯ বার হেরেছি, জিতেছি মাত্র ৫টিতে, দুটিতে ফলাফল আসেনি।

অতি মনোহর ছোট ছোট দ্বীপ। সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিনসেন্ট ও সেন্ট কীটসের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি প্রায় একই রকম। চারদিকে সাগর ভেতরে পাহাড় ও বনাঞ্চল। অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান।

এইখানে আমাদের তিনটি টি-টোয়েন্টির আসরের নির্ধারিত স্থান। ওদের তারিখ অনুযায়ী ১৫, ১৭ ও ১৯ ডিসেম্বর রাত ৮টা থেকে খেলা। আমাদের সময় প্রত্যেকটির পর ১০ ঘণ্টা যোগ করে ভোর ছয়টা থেকে। প্রথম খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ টসে জিতে আমাদেরকে ব্যাট করতে পাঠায়। আমাদের অধিনায়ক হলেন লিটন কুমার দাস। সৌম্য সরকার

৪৩, জাকির আলী ৩০ ও শামীম হোসেন ৩০। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও দলকে ১৪৭ রানের গণ্ডি পার করতে পারলেন না। টপ অর্ডারের ব্যর্থতা এবারও পরিলক্ষিত হয়। এটা জেতার রান নয়, ওদের স্পিনার আকিল হোসেন মাত্র ১৩ রান দিয়ে নেন তামজিদ ও লিটনের উইকেট। আমাদের ব্যাটারগণ ওদের কাউকেই ৩০-৩১ রানের বেশি খরচ করতে দেননি। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে বল হাতে অস্বাভাবিক নৈপুণ্য দেখান মাহেদী, তাসকিন ও হাসান মাহমুদ। রিশাদ ও খারাপ করেননি। ওরা থেমে গেলেন ১৪০ রানের মাথায়। রভম্যান পাওয়েল একা করেন ৬০ রান। নতুবা ওদের ইনিংস শেষ হতো শত রানের আগেই। লিটন ব্যাট হাতে পুরো ব্যর্থ হলেও সফল অধিনায়কের সঙ্গে পাঁচজন ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। চারটি ক্যাচ এবং একটি স্ট্যাম্পট আউট। মাহেদী ১৩ রানের চার উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার হাতে নেয়। এলো অনেক চাওয়া সম্পদ বিদেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিজয়। ১-০ তে এগিয়ে গেল আমাদের দল।

আরনস ভ্যালিতে আমাদের পরবর্তী খেলা হয় দুই দিন পর। দুই দলই প্রায় অপরিবর্তিত। আমাদের দল প্রথমে ব্যাট হাতে নামে। এরপরও ব্যর্থ। ২০ ওভারে ১২৯/৭। ভাগ্যিস ৮ নম্বরে শামীম হোসেন ৩৫* রান করেন। নতুবা যা হতো তা সহজেই অনুমেয়। দুইবার বিশ্বকাপ জেতা দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের কাছে এই সীমানা পার হওয়া কঠিন কিছু নয়। তবু কঠিন হয়ে গেল। ১০২ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়। আকিল হোসেন মূলত বোলার। তিনি করলেন সর্বোচ্চ রান। আকিল বল হাতে ভালো করেছেন। ১৬ রানে ১ উইকেট। ক্যারিবীয়দের ব্যাটে ধস নামে তাসকিন ১৬/৩, মেহেদী ২০/২ , তানজিন ২২/২, রিশাদ ১২/২ এবং হাসান মাহমুদের ২৩/১ এর কল্যাণে। আমাদের জয় হলো ২৭ রানে। অবিশ্বাস্য বিজয়। শুধু একটি নয়, সিরিজ বিজয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও পৌঁছাতে পারেনি। এবার সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা আমাদের কাছে ধরাসায়ী হলো তাদের নিজেদেরই মাটিতে। এই সিরিজ বিজয় আমাদের জন্য বিশেষ গৌরবের দাবি রাখে।

শেষ অর্থাৎ তৃতীয় টি-টোয়েন্টির আসর বসে একই স্থানে। তাদের ১৯ আর আমাদের ২০ ডিসেম্বর। এবার লিটন ট্রসে জিতলেন। যথারীতি দলকে ব্যাটিংয়ে নামার সিদ্ধান্ত নেন। আহত সৌম্য সরকারের স্থানের সুযোগ পান পারভেজ ইমন। এই তরুণ তাঁর নিপুণতায় রানের আতশবাজি ফোটাতে থাকেন। ২১ বলে ৩৯ রান করে জয়ের ভীত গড়ে দেন। সঙ্গে দলনেতা লিটনও আগের চেয়ে ভালো করেন। মিরাজও মাঝারি মানের খেলা খেলেন। ২৩ বলে ২৯। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাট চালান জাকের আলী। ৪১ বলে ৭২ রান করেন ৬টি ছয়ের সাহায্যে। সংগত কারণেই তাঁকে ম্যান অব দ্য ম্যাচে পুরস্কার দেয়া হয়। মেহেতি শেখের দারুণ ঘূর্ণিতে দিশেহারা হয়ে একে একে ঘরে ফেরেন দীপাঞ্চলের যোদ্ধারা। শেখ মেহেদী জিতেন ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার।

অধিনায়ক লিটন কি এক অজ্ঞাত কারণে অনেক দিন ধরে ভালো ব্যাট চালাতে পারছেন না। ক্রিকেটে জোয়ার-ভাটা আছে। মাঝেমধ্যে কিংবদন্তি ব্যাটারেরও এমনটা হয়ে থাকে। তাঁর কিপিং ভালো, নেতৃত্ব অনেকটাই নিখুঁত। তাঁরই নেতৃত্ব বাংলাদেশের কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমবারের মতো হোয়াইটওয়াস হলো এটা কম কথা নয়। আমার মনে হয় তাঁর অসুবিধাটা মানসিক। প্রয়োজন বোধ করলে তিনি পাঁচ থেকে আট নম্বরে এসে ব্যাট হাতে ক্রিজে দাঁড়ালে ফল ভালো হতে পারে। অবশ্য এটা তিনি ভালো বুঝবেন।

কথা হলো নিয়মিত ক্যাপ্টেন শান্ত ছাড়া সাকিব, মুশফিক, তামিম ইকবাল ও মাহমুদুল্লাহ ছাড়া ক্যারিবীয় অঞ্চলের মাঠে তাদের ৩-০ তে পরাজিত করা চারটিখানা কথা নয়। এভাবে খেললে কল্পনার অতীত ফলাফলও পাওয়া যেতে পারে। ওডিআইয়ের আঁধারাবৃত পরিবেশ থেকে টি-টোয়েন্টির আলোকিত অঞ্চলে প্রবেশের জন্য এই দেশে স্বর্ণ সন্তানদের জন্য সারা দেশবাসী গর্ব অনুভব করছি। ওডিআইয়ের পরাজয়ের ব্যথা অনেকটা দূরীভূত হয়েছে।

এই সিরিজে অনেক সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়ের সন্ধান মিলেছে। তাদের যথাযথ কাজে লাগালে অধিকতর সাফল্যের মুখ দেখা যেতে পারে। জানি না, ২০২৫ সালে আমাদের ক্রিকেটারদের কোথায় কার সঙ্গে কী ধরনের খেলা খেলতে হবে। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, এবারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে। চাই কি বড় বড় রুই-কাতলার দলও নতিস্বীকারে বাধ্য হতে পারে। বিজয় দিবসে বিজয় দিয়ে শুরু হয়েছে–আশা করি, এই বিজয়রথ দূর থেকে দূরে, আরও দূরে পৌঁছতে পারবে

‘ক্রীড়াজগত’-এর ৪৮ বর্ষ ১১ সংখ্যার (১৬ ডিসেম্বর ২০২৪) ৬০ পৃষ্ঠায় ‘প্রগতি সেবা সংঘ চ্যাম্পিয়ন’ শিরোনামের প্রতিবেদনটি ভুলক্রমে ওমর ফারুক রুবেল-এর নামে ছাপা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেদনটির **লেখক মো. রেজাউল হক।**

টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের জয়ের রেকর্ড

মো. মাহবুবুর রশিদ

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বরাবরের মতো বছর শেষের 'হালখাতা' মেলাতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, তিন সংস্করণে ভালো-মন্দ মিলিয়ে অন্যরকম একটা বছর কাটিয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে টাইগারদের দুর্দান্ত কিছু পারফরম্যান্স যেমন দেখা গেছে, তেমনি ছিল চরম লজ্জাজনক সব পরাজয়ও। টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টিতে দারুণ সাফল্য পেয়েছে লাল-সবুজ বাহিনী, কিন্তু নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের ফরম্যাট ওয়ানডেতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সব মিলিয়ে বলা চলে আশা-নিরাশার যুগলবন্দী।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ১২ জয় পেয়েছে ২০২৪ সালে, ২৪ ম্যাচের মধ্যে হেরেছে অন্য ১২টিতে। ইতিপূর্বে এক বছরে বাংলাদেশের সর্বাধিক ১১ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ছিল ২০২১ সালে, ওই বছর আবার সবচেয়ে বেশি ১৬ ম্যাচও হেরেছিল টাইগাররা। মূলত ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদেরই মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে অবিশ্বাস্যভাবে ৩-০ তে হোয়াইটওয়াশ করার কারণে এই সংস্করণে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নইলে তার আগে ভারত সফরেই তো ৩-০ ব্যবধানে গোহারা হয়েছিল বাংলাদেশ, এমনকি গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে তাদেরই দেশে সাকিব-মাহমুদউল্লাহরা সিরিজে পরাজিত হয়েছিল ২-১ ব্যবধানে। এর আগে মার্চে ঘরের মাঠে সফরকারী শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ২-১ এ সিরিজ হারা বাংলাদেশ মে মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে হোম সিরিজ জিতে ৪-১ ব্যবধানে। জুন মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচের মধ্যে ৩টিতে জিতেছিল বাংলাদেশ (হার ৪) এবং মিস করেছে সুপার এইটে আফগানিস্তানকে 'হিসেবমতো' হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ।

টেস্টেও এক বছরে নিজেদের সর্বোচ্চ জয়ের রেকর্ড ছুঁয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৩ সালে বাংলাদেশ জিতেছিল ৩টি করে ম্যাচ, ২০২৪ সালেও তাই। এর আগে ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি ১০টি টেস্ট (জয় ১, হার ৯, ড্র ১) খেলার রেকর্ডও স্পর্শ করেছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে ৫ সিরিজের ১০ টেস্টে মাঠে নেমে বাংলাদেশ জয় নিয়ে ফিরেছে ৩ ম্যাচে এবং অন্য ৭ খেলায় হেরেছে। মজার ব্যাপার হলো, প্রত্যেকটি জয়ই এসেছে দেশের বাইরে। মার্চ-এপ্রিলে নিজেদের আঙিনায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-০ তে হোয়াইটওয়াশ হওয়া টাইগাররা আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান সফরে গিয়ে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করে পুরো ক্রিকেট বিশ্বকেই চমকে দিয়েছিল। রাওয়ালপিন্ডি স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটে জেতা বাংলাদেশ একই মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে জয় তুলে নেয় ৬ উইকেটে। অথচ এর মাসখানেক পর উত্তুঙ্গ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারত সফরে গিয়ে বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে করেছিল অসহায় আত্মসমর্পণ। সবচেয়ে হতাশাজনক ছিল বাংলাদেশ সফরে আসা অনভিজ্ঞ দক্ষিণ আফ্রিকাকে বাগে পেয়েও হারাতে না পারা, শান্ত বাহিনীর উল্টো ২-০ তে গোহারা হওয়া! কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে অ্যান্টিগায় ২০১ রানে হারলেও ঘুরে দাঁড়িয়ে কিংস্টনে দ্বিতীয় টেস্টে ১০১ রানের দুর্দান্ত এক জয়ে ১-১ এ সিরিজ ড্র করা বাংলাদেশের জন্য বিরাট অর্জন।

অন্যদিকে পঞ্চাশ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে অর্জিত সুনাম ২০২৪ সালে চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে বাংলাদেশের। এ বছর ৯ ওয়ানডের মধ্যে ৬টিতেই কপালে পরাজয় জুটেছে টাইগারদের, জয় এসেছে কেবল ৩ ম্যাচে। মার্চে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতলেও নভেম্বরে শারজায় আফগানিস্তানের সঙ্গে একই ব্যবধানে সিরিজ হার ছিল বাংলাদেশের জন্য চরম লজ্জাজনক ঘটনা। আর ডিসেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ হওয়াকে বলা চলে ব্যর্থতার কফিনে 'শেষ পেরেক' ঠোকা! দীর্ঘ দশ বছর পর ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের প্রধান কোচের পদ থেকে চন্ডিকা হাথুরুসিংহেকে বিতর্কিতভাবে সরিয়ে দেওয়া ও পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল সিমন্সের নিয়োগ, মাহমুদউল্লাহর টি-টোয়েন্টিকে বিদায় জানানো, টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি থেকে সাকিবের অবসর, পেস বোলিংয়ে বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় বছরজুড়ে তাসকিন-হাসানদের দাপট, নাজমুল হোসেন শান্তর ইনজুরির সুবাদে মেহেদী হাসান মিরাজের অধিনায়কত্ব পাওয়া এবং টি-টোয়েন্টিতে নেতৃত্বের সুযোগে লিটন দাসের চমক... নানা ঘটনায় আলোচিত ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেট। সব কিছু ছাপিয়ে ২০২৪ সালের সেরা 'আবিষ্কার' ডরভয়হীন ব্যাটিংয়ের প্রতীক জাকের আলী অনিক ও লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। অবশ্য রিশাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ২০২৩ সালে, তবে সত্যিকার অর্থে নিজের জাত চিনিয়েছেন এ বছরই।

সব শঙ্কা দূর করে হামজা এখন বাংলাদেশের

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

অনেক আলোচনা, নাটকীয়তা আর অপেক্ষার পর অবশেষে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে পড়ার অনুমতি পেয়েছেন হামজা দেওয়ান চৌধুরী। ইংল্যান্ডে জন্ম ও বয়সভিত্তিক দলে খেলার কারণে যে সংকট তৈরি হয়েছিল, সেটা অবশেষে কেটে গেছে। ডেনমার্ক প্রবাসী জামাল ভূঁইয়া ও ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিক কাজীর পর লাল-সবুজ জার্সি গায়ে মাঠ মাতাবেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ইংল্যান্ড প্রবাসী এই ফুটবলার। ১৯ ডিসেম্বর তাকে সবুজ সংকেত দিয়েছে আন্তর্জাতিক ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।

নিয়ম মেনে আগেই হামজা বাংলাদেশি পাসপোর্ট হাতে পেয়েছেন। এরপর গত ২৪ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ) তাকে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার জন্য অনাপত্তিপত্র দেয়। পরের পদক্ষেপ হিসাবে বাফুফে ফিফার প্লেয়ার স্ট্যাটাস কমিটির কাছে আবেদন করে। যাচাই-বাছাই শেষে এ কমিটির কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পেয়েছে বাফুফে। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে আগামী বছরের ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশি জার্সি গায়ে খেলতে আর কোনো আইনত বাধা রইল না হামজার। বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিস্টার সিটির হয়ে খেলছেন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। বাংলাদেশি পরিবার ও নিজের ইচ্ছায় বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চাওয়ার কারণেই তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিয়েছিল। সেই প্রত্যাশা এবার নানা ধাপ পেরিয়ে পূরণ হলো। এর আগে ইংল্যান্ড যুব দলের হয়ে খেলেছেন হামজা।

জামাল ভূঁইয়া ও তারিক কাজীর ক্ষেত্রে যা হয়নি, হামজাকে জাতীয় দলে খেলানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরেই বাফুফের প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিল। প্রথম প্রক্রিয়া হিসেবে চলতি বছরের জুন মাসে বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন হামজা চৌধুরী। আগস্ট মাসে তিনি পাসপোর্ট হাতে পান এবং তারপরই ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে ছাড়পত্র মেলে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলারদের জাতীয় দলে খেলার ইতিহাস অবশ্য নতুন নয়। ২০১৩ সালে জামাল ভূঁইয়ার মাধ্যমে সেই যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ২০১৯ সালে তারিক কাজী বাংলাদেশের হয়ে খেলার ছাড়পত্র পান। তবে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে শীর্ষ পর্যায়ে খেলা কোনো ফুটবলার আগে কখনো বাংলাদেশের হয়ে খেলেননি। হাই প্রোফাইলের কারণে হামজা চৌধুরীকে নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনা একটু বেশি ছিল। ইংল্যান্ডে জন্ম ও বেড়ে ওঠার পর ২০১৫ সাল থেকে হামজা খেলছেন লিস্টার সিটির হয়ে। মাঝে দুই মৌসুম বার্টন আলবিওন এবং এক মৌসুমে ওয়াটফোর্ডে ধারে খেলেছেন। এর ফাকে ২০১৮ সালে ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় দলে অভিষেক হয় তাঁর। দেশটির সিনিয়র দলে খেলার স্বপ্নে এগোলেও চেষ্টা করে সেটি পূরণ করতে পারেননি। এরপর একটা সময় নিজে থেকেই বাংলাদেশের হয়ে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে ৩২১ রানের বিশাল স্কোর গড়েও পরাজিত হয়েছে বাংলাদেশ। এই সংস্করণে টাইগাররা প্রথমে স্কোরবোর্ডে তিন শর বেশি রান জমা করে ৫টি ম্যাচ হেরেছে এবং ৩০০-ঊর্ধ্ব ইনিংস তাড়া করে জিতেছেও ৫ ম্যাচে...

যেখানে সমানে সমান বাংলাদেশ

মো. মনির উদ্দিন

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে মাহমুদউল্লাহ (৮৪*), মেহেদী হাসান মিরাজ (৭৭), সৌম্য সরকার (৭৩) ও জাকের আলীর (৬২*) চার হাফ সেঞ্চুরিতে ৫ উইকেটে ৩২১ রানের বিশাল স্কোর গড়েও শেষরক্ষা হয়নি বাংলাদেশের। ডেবুট্যান্ট আমির জাঙ্গুর সেঞ্চুরি (১০৪*) ও কেসি কার্টির ৯৫ রানের সুবাদে ক্যারিবীয়রা ম্যাচ জিতে যায় ৪ উইকেট ও ২৫ বল হাতে রেখে। ফলে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা কপালে জোটে টাইগারদের। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে- পঞ্চাশ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমে স্কোর বোর্ডে ৩০০-ঊর্ধ্ব রান জমা করেও বাংলাদেশ এই নিয়ে ৫টি ম্যাচ হারল।

এ ক্ষেত্রে লাল-সবুজ দলের বোলারদের হতাশার শীর্ষে রয়েছে ২০১৪ সালের এশিয়া কাপে মিরপুরের ম্যাচটি। সেবার তামিম ইকবাল (১৩২) ও মুশফিকুর রহিমের (১০৬) জোড়া সেঞ্চুরিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ উইকেটে ৩২৬ রানের ‘পাহাড়’ গড়ার পর জেতার জায়গা থেকে মূলত শহীদ আফ্রিদির ঝড়ে (২৫ বলে ৫৯) এক বল আগে বাংলাদেশ পরাজিত হয়েছিল ৩ উইকেটে। প্রথমে তিন শ বা তার বেশি রান করে বাংলাদেশের ম্যাচ হারের প্রথম নজির ছিল সেটি।

এরপর ২০১৭ সালের আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে স্বাগতিক ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ওভালে তামিম ইকবালের সেঞ্চুরি (১২৮) ও মুশফিকুর রহিমের ফিফটিতে (৭৯) ৬ উইকেটে ৩০৫ রান করার পর জো রুট (১৩৩*), অ্যালেক্স হেলস (৯৫) ও এউইন মরগানের (৭৫) দাপটে ৮ উইকেটে পরাজয়বরণ করেছিল বাংলাদেশ।

২০২২ সালের আগস্টে হারারে মাঠে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ করতে পেরেছিল ২ উইকেটে ৩০৩ রান। যেখানে লিটন দাসের ৮১, এনামুল হক বিজয়ের ৭৩, তামিম ইকবালের ৬২ ও মুশফিকুর রহিমের অপরাজিত ৫২ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। জবাবে সিকান্দার রাজা (১৩৫*) ও ইনোসেন্ট কাইয়ার (১১০) জোড়া সেঞ্চুরিতে ৪৮.২ ওভারে ৫ উইকেটের জয় তুলে নিয়েছিল জিম্বাবুয়ে।

সবশেষ গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ ৮ উইকেটে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। পুনে স্টেডিয়ামে তাওহিদ হৃদয়ের ৭৪ রানের ওপর ভর করে বাংলাদেশের করা ৮ উইকেটে ৩০৬ রান মিচেল মার্শের সেঞ্চুরি (অপরাজিত ১৭৭) এবং স্টিভেন স্মিথ (অপরাজিত ৬৩) ও ডেভিড ওয়ার্নারের (৫৩) দুই হাফ সেঞ্চুরিতে অজিরা পেরিয়ে গিয়েছিল কেবল ২ উইকেট হারিয়ে এবং ৩২ বল বাকি রেখে।

কাকতালীয়ভাবে একটা জায়গায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতার পাল্লা একেবারে সমানে সমান! ওয়ানডেতে তিন শর বেশি রানের টার্গেট দিয়ে নিজেরা যেমন ৫টি ম্যাচ হেরেছে বাংলাদেশ, ঠিক তেমনি ৩০০-ঊর্ধ্ব স্কোর তাড়া করতে নেমেও বাংলাদেশ জয়ের মুখ দেখেছে ঠিক ৫ ম্যাচেই। সেগুলো হলো- ২০০৯ সালের আগস্টে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বুলাওয়েতে ৩১৩ তাড়া করে ৪ উইকেটে, ২০১৩ সালের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ফতুল্লায় ৩০৮ রান তাড়া করে ৪ উইকেটে, ২০১৫ সালের মার্চে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে নেলসনে ৩১৯ রান তাড়া করে ৬ উইকেটে, ২০১৯ সালের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টনটন মাঠে ৩২২ রান তাড়া করে ৭ উইকেটে এবং ২০২৩ সালের মে মাসে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চেমসফোর্ডে ৩২০ রান তাড়া করে ৩ উইকেটে।

রেকর্ডের পাতা থেকে...

এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩২১ রান করার মাধ্যমে নিজেদের ৪৪৪ ওয়ানডেতে সব মিলিয়ে ২৯তম বার ৩০০ ছাড়ানো ইনিংসের মুখ দেখল বাংলাদেশ। এর মধ্যে টাইগাররা জিতেছে ২২ ম্যাচে এবং হেরেছে ৬ ম্যাচে (প্রথমে তিন শর বেশি করে ৫ ম্যাচ হারার পাশাপাশি ২০১৯ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার ৩৮১ রানের জবাবে ৩৩৩ রান করে ৪৮ রানের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছিল বাংলাদেশ)। এ ছাড়া বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে অন্য সেই ম্যাচটি, ২০২৩ সালের মার্চে সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে যে ম্যাচে নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৩৪৯ রানের (৫০ ওভারে ৬ উইকেটে) রেকর্ড গড়েছিল বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালের ৩১ মার্চ এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার মোরাতুয়ায় পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষিক্ত বাংলাদেশ প্রায় ২০ বছর অপেক্ষার পর নিজেদের ১১৯তম ম্যাচে এসে এই সংস্করণে প্রথমবার ৩০০ রানের স্কোর (৭ উইকেটে ৩০১) গড়ে কেনিয়ার বিপক্ষে, ২০০৬ সালের ১৭ মার্চ, বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ৭ বার ৩০০ পেরিয়েছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে, ৩ বার করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে, ২ বার করে দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে এবং একবার করে কেনিয়া, স্কটল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ভারত, ইংল্যান্ড ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। বাংলাদেশের ২৯টি থ্রি হানড্রেড প্লাস স্কোরের মধ্যে ১২ বার দেশের মাঠে এবং ১৭ বার বিদেশের মাটিতে। দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ বার তিন শ পেরিয়েছে টাইগাররা, অন্য ২৩ বারই প্রথমে ব্যাটিং করে।

সামর্থ্য ও বলবানদের বিপক্ষে স্মরণীয় সিরিজ জয়

ইকরামউজ্জামান

ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত ক্রিকেটের কথা ভাবলেই মনের মধ্যে একধরনের উত্তেজনা এবং আনন্দের রিনিঝিনি বেজে ওঠে। দুনিয়ার অনেক মাঠে খেলা দেখেছি কিন্তু এই সত্তর-উর্ধ্ব বয়সে এখনো সুযোগ হয়নি কৃত্রিমতা মুক্ত পরিবেশে গা এলিয়ে দিয়ে ক্রিকেট উপভোগ করার। ইংরেজি ক্রিকেট সাহিত্যের পাতায় পাতায় তো সেখানকার মাঠগুলোর লোভনীয় ক্রিকেট পরিবেশের ছবি নিখুঁতভাবে আঁকা আছে। সব ইচ্ছা তো আর পূরণ হওয়ার নয়। আর তাই সাহিত্য আর সরাসরি আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়া আর তো উপায় নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট মানেই উপভোগ্য অপরূপ ক্রিকেট। এই ক্রিকেটের মাদকতাই আলাদা। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের ক্রিকেট দর্শন এবং মূল্যবোধের সঙ্গে অন্যদের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কোথায় পাবেন প্রতিপক্ষের কাছে (বাংলাদেশ) টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ 'হোয়াইট ওয়াস' হওয়ার পর খেলার শেষে বিজেতা দলের কোচ বিজয়ী দলের সাজঘরে এসে হাসিমুখে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলছেন তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে ভালো ক্রিকেট উপহার দেওয়ার জন্য। ওরা বিশ্বাস করে খেলাটা যুদ্ধ নয়। খেলা আনন্দের জন্য, আনন্দ বিতরণের। ওদের জীবন বেগবান। আর তাই ওদের অনুভূতিটা অন্যরকম। ওরা সবকিছুকে সহজভাবে নেয়। ওদের ব্যাটে বিপ্লবের বীণা বাজে। আর বলে আছে বিষাক্ত ছোবল।

দুইবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটাররা প্রথম থেকেই। ওরাই এই ক্রিকেটে আনন্দের 'ডানাটাকে' প্রথম দিকে সাজিয়েছেন। টি-টোয়েন্টি সংস্করণকে জনপ্রিয় করে তোলার পেছনে ওদের অবদান সবচেয়ে বেশি। স্ট্রাইক রেট, পাওয়ার হিটার, দ্রুত গতির বল এবং বিভিন্ন ধরনের সাহসী উদ্ভাবন সর্ব ক্ষেত্রেই তো দ্বীপপুঞ্জের ক্রিকেটাররা এগিয়ে আছেন। ওরা টি-টোয়েন্টির পুরোহিত।

টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্ককিংয়ে চার নম্বর দলের অবস্থান ৩-০ তে পরাজয়ের পর কোথায় যাবে সহজেই এটি অনুমেয়। ইতিমধ্যেই টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হারার ক্ষেত্রে (২১৬টি ম্যাচের মধ্যে ৯৩টিতে জিতেছে, হেরেছে ১০৯টিতে বাদ বাকি ১৪টি খেলায় টাই বা ফল হয়নি) ওয়েস্ট ইন্ডিজ নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। খাদের কিনারায় চলে গেছে ওদের টি-টোয়েন্টি! স্বভাবজাত প্রতিভা আর সামর্থ্যের অধিকারী দ্বীপপুঞ্জের অধিকারী ক্রিকেটাররা কিন্তু এতে ভেঙে পড়েননি। ওরা জানে ওরা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। এখানে একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি সেটি হলো ত্রিনিদাদ বার্বাডোজ, জ্যামাইকারসহ অন্যান্য সব দ্বীপপুঞ্জ কিন্তু এখন কিশোর তরুণ ও যুবকরা ভীষণভাবে বাস্কেট বল খেলার প্রতি ঝুঁকেছে। এর পেছনে অর্থনীতি একটি বড় কারণ। ক্রিকেটে থেকে বাস্কেট বলে বেশি উপার্জন।

পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ। দুটি টেস্টের সিরিজ ১-১ ড্র হয়েছে। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। যেটি বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বড় শক্তি প্রদর্শনের জায়গায়। তিন ম্যাচের সিরিজে লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ হোয়াইটওয়াশ হয়েছে। সংক্ষেপে এর কারণ হলো ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে সমানভাবে পারফর্ম করতে পারেনি দল। তিনশতেরও বেশি রান করেও ডিফেন্ড করা সম্ভব হয়নি। ক্রিকেট খেলাটা দলীয়। সব বিভাগে পারফর্ম করা ছাড়া উপায় নেই। ইতিহাস কখনোই তার অস্থির অতীত ভুলে যাবে না। ওয়ানডে ক্রিকেটে এগিয়ে যাওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো অস্থির অতীত থেকে বোঝা এবং শিক্ষা নেওয়া।

ওয়ানডে ক্রিকেটে হোয়াইটওয়াশ। এর পর টি-টোয়েন্টি দলে নেই সাকিব আল হাসান, মাহমুদ উল্লাহ, মুস্তাফিজুর রহমান এবং নাজমুল হাসান শান্ত। বাংলাদেশ এমনিতেই টি-টোয়েন্টি গুছিয়ে খেলতে পারে না। ক্রিকেটের তিন সংস্করণের মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি দুর্বল টি-টোয়েন্টিতে। এমতাবস্থায় দলের অধিনায়ক বলেছেন আমাদের লক্ষ্য সিরিজ জয়। ২০১৮ সালের পর বাংলাদেশ দল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জয় পায়নি। এবার নতুন দিন এবং সময়ে লক্ষ্য হলো ভালো খেলে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়। ঘটনাবহুল ২০২৪-এর শেষ পর্যায়ে এসে যদি সিরিজ জয় সম্ভব হয় এটি হবে স্মরণীয় জয়ের একটি। বাংলাদেশ জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পুরোপুরি পাল্টে গেছে। মানুষের এখন নতুন চিন্তাভাবনা। নতুন ধ্যান-ধারণা। মানুষ চাইছে ইতিবাচক পরিবর্তন। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস প্রথম থেকেই যুবসমাজের বলছেন নতুন প্রজন্মের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রাখার জন্য। তাঁর বড় স্বপ্ন নতুন প্রজন্ম ঘিরে। তিনি বিশ্বাস করেন নতুন ঐক্যবদ্ধ প্রজন্ম পারবে সবকিছু বদলে দিয়ে নতুন সময় আনতে। ওরা পেছনের দিকে আর তাকাবে না।

আগেই লিখেছি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই দুইবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ দল কখনো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও খেলতে পারেনি। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ১৮২ টি-টোয়েন্টি খেলেছে। এর মধ্যে জিতেছে ৭১টি ম্যাচে। হেরেছে ১০৭টিতে। আর ফল হয়নি ৪টি ম্যাচে। এবারের সিরিজে বাংলাদেশ জিতেছে যথাক্রমে ৭, ২৭ ও ৮০ রানে। প্রতি ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলকে 'অলআউট' করেছে। তিন ম্যাচে সংগ্রহ ছিল যথাক্রমে ১৪৭, ১২৯ এবং ১৮৯ রান। বাংলাদেশ দলের বোলিং ইউনিটের পারফরম্যান্স ছিল অসাধারণ। স্পিন এবং পেস আক্রমণ দুটোতেই বাংলাদেশ দল সমষ্টিগতভাবে কামিয়াব হয়েছে। প্রথম ম্যাচে ম্যাচ সেরা খেলোয়াড় মেহেদি। দ্বিতীয় ম্যাচে শামীম আর শেষ ম্যাচে জাকের আলী অনিক। আর সিরিজ সেরা হয়েছে মেহেদি হাসান। অসাধারণ বোলিং করেছেন।

এবারের সিরিজ জয় পুরোপুরি সম্মিলিত অবদানের (ব্যাটিং ও বোলিং) ফলে। তিন ম্যাচের সিরিজে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কতগুলো নাম ভীষণ উজ্জ্বল তাঁরা হলেন জাকের আলী, শামীম হোসেন, সৌম্য সরকার, মিরাজ, মাহমুদ হাসান, তাসকিন, তানজিম, মেহেদী, রিসাদ প্রমুখ। টি-টোয়েন্টিতে এখন প্রয়োজন অবিলম্বে অসঙ্গতিগুলো সংশোধিত করে ভবিষ্যতের দিকে নজর দেওয়া।

ক্রীড়াঙ্গনের অংশীজন সম্মিলন

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডির মাধ্যমে 'গতিতেই সুস্বাস্থ্য' ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে ২১ ডিসেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ টাওয়ার অডিটরিয়ামে ক্রীড়াঙ্গনের অংশীজন সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা, সংগঠক উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ) এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেছে।

খেলাধুলায় নারী ও তরুণদের নানা সমস্যা ও অগ্রসরতার বাধা নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'সকালসন্ধ্যা ডট কম'-এর সিনিয়র রিপোর্টার বদিউজ্জামান মিলন। তার প্রবন্ধের ভিত্তিতে ভারোত্তোলক মাবিয়া আক্তার সীমান্ত, নারী ফুটবল কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন, সাবেক শুটার সাবরিনা সুলতানা, শারমিন আক্তার রত্না, ক্রীড়া সংগঠক ডালিয়া আক্তার, মাহমুদা অনন্যা, স্কোয়াশ কোচ মারজান আক্তার, সাংবাদিক নিলা হাসান ও খেলবেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও গতিতেই সুস্বাস্থ্য প্রচারণার বাস্তবায়ন সহযোগী কাজী সাবির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএসপিএ সভাপতি রেজওয়ান উজ জামান। স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক মো. সামন হোসেন।

এরপর ক্রীড়াঙ্গনের অংশীজন সম্মিলন থেকে সামিট ডিক্লারেশন উপস্থাপন করেন সাবেক বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন্নাহার ডানা। সবশেষে সবাই মিলে ক্রীড়াবিদদের জন্য, খেলার পরিবেশ ও খেলার সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে শপথ পাঠ করান বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল দলের অধিনায়ক আফিদা খন্দকার, দাবার নারী জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ওয়ালিজা আহমেদ ও জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন সাদিয়া রহমান মৌ।

এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উৎফুল্ল রংপুর বিভাগের খেলোয়াড়রা

অনেক প্রাপ্তির টুর্নামেন্টে রংপুরের বাজিমাত

মো. মুলতানুর রহমান

ফ্র্যাঞ্চাইজি আসর বিপিএলের বাইরে শুধু স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে আলাদা একটা টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট নিয়মিত আয়োজনের দাবি ছিল দীর্ঘদিন থেকেই। নানা কারণে বিসিবি সেটি উপেক্ষা করে গেছে। এবার এনসিএল টি-টোয়েন্টি মাঠে গড়ানোর পর এমন আসরের প্রয়োজনীয়তা আরও জোরালোভাবে ফুটে উঠেছে। সিলেটের দুটি মাঠে অনুষ্ঠিত আসরটি দারুণ সাড়া জাগিয়েছে, পাশাপাশি ব্যাট-বলের রোমাঞ্চও ছড়িয়েছে বেশ। ঢাকা মহানগরকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত শিরোপা পেয়েছে রংপুর বিভাগ, কিন্তু অনেক কিছুই পেয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররাও যে টি-টোয়েন্টিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন, হতে পারেন ম্যাচ উইনার; সেটিই দেখা গেছে সংক্ষিপ্ত সংস্করণের জাতীয় ক্রিকেট লিগে। পেসারদের দাপট, স্পিনারদের ধারাবাহিকতা, ব্যাটসম্যানদের ঝড়ো ব্যাটিং- এক কথায় বলা চলে টুর্নামেন্টটিকে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা বানিয়েছেন নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণের মঞ্চ। জিসান আলম, আজিজুল হাকিম তামিম, আরিফুল ইসলাম ও ইফতেখার হোসেনের মতো তরুণরা যেমন ব্যাট হাতে দাপট দেখিয়েছেন; তেমনি আহমেদ শরীফ, শেখ পারভেজ জীবন, রাকিবুল হাসান, মেহেদী হাসান, চৌধুরী রিজওয়ান ও জায়েদ উল্লাহর মতো তরুণরা বল হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। অন্যদিকে শিরোপাও উঠেছে কিন্তু তরুণ এক অধিনায়কেই হাতেই। ২০২০ সালে যাঁর নেতৃত্বে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল বাংলাদেশ, সেই আকবর আলী ক্যাপ্টেন্সি করেছেন রংপুরের। দক্ষ উইকেটরক্ষক ও কার্যকর ব্যাটসম্যানের পাশাপাশি 'স্বভাবসুলভ নেতা' হওয়ায় আকবরের অধিনায়কত্বে অন্য রকম একটা ব্যাপার আছে, যা দলকে ভীষণ উজ্জীবিত করে।

এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে কেবল 'তারুণ্যের জয়গান'ই নয়। মুদ্রার অন্যপিঠে আবার দেখা মিলেছে 'বুড়ো হাড়ের ভেল্কি'ও! ব্যাটিংয়ে তামিম ইকবাল, শামসুর রহমান শুভ, ফজলে মাহমুদ রাব্বি, আবদুল মজিদ ফরহাদ রেজা ও নাঈম ইসলামরা কিছু ঝড়ো ইনিংস খেলে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। বোলিংয়ে কামরুল ইসলাম রাব্বি, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, আল-আমিন হোসেন ও আরফাত সানিরা মনে করিয়েছেন 'ওল্ড ইজ গোল্ড'! ঠিক সিনিয়রও নয়, আবার তরুণও নয়; এ রকম 'মাঝারি টাইপের' কয়েকজন যেমন ইমরানউজ্জামান, তোফায়েল আহমেদ, হাবিবুর রহমান সোহান, ফাহাদ হোসেন ও তৌফিক খানরা টুর্নামেন্টে পারফর্ম করে ছায়া থেকে চলে এসেছেন আলোয়। খুলনার হয়ে খেলা তরুণ ব্যাটসম্যান আজিজুল হাকিম তামিম ও পেস বোলার মেহেদী হাসান রানা শেষ মুহূর্তে বিপিএলে দল পেয়েছেন। বিপিএলের প্লেয়ার্স ড্রাফটের আগে যদি মাঠে গড়াতো এই আসর, তবে হয়তো পারফরম্যান্সের সুবাদে বাংলাদেশের একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার স্বপ্নপূরণ হতে পারতো আরও কয়েকজনের। অবশ্য এবার না হলেও ভবিষ্যতে বিপিএলের দলগঠনে ফ্র্যাঞ্চাইজি অফিশিয়ালরা নিশ্চয় তাঁদের দিকে নজর রাখবেন।

সবচেয়ে বেশি রান করেছেন ঢাকা মহানগরের নাঈম শেখ

রান-বন্যায় শুরু, ফাইনালে রানখরা

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী দিনে এনসিএল টি-টোয়েন্টির প্রথম ম্যাচেই দেখা গেছে রান-বন্যা! নিজেদের আঙিনায় সিলেট বিভাগের করা ২০৫ রান একেবারে শেষ বলে টপকে রুদ্ধশ্বাসভাবে ৬ উইকেটে জিতেছিল ঢাকা বিভাগ। এরপর অবশ্য আর কোনো দুই শ ছাড়ানো দলীয় ইনিংসের দেখা মেলেনি। তারপরও টুর্নামেন্টের শুরুর দিকে বেশ ভালোই রান উঠেছিল, এরপর আস্তে আস্তে কমতে থাকে রানের প্রবাহ। যার অর্থ, রান-প্রসবা ভালো উইকেট তৈরি করা গেলেও সম্ভবত পরে মান ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। যে কারণে পরের দিকে ব্যাটসম্যানরা সেভাবে আর সুবিধা করতে পারেননি। উল্টো বোলাররা দাপট দেখিয়েছেন। এমনিতেই বাংলাদেশে টি-টোয়েন্টির উপযোগী মারকুটে ব্যাটসম্যানের অনেক সংকট। এই

সংস্করণে ডরভয়হীন বিগ হিটার পেতে হলে সহায়ক উইকেট তৈরির বিকল্প নেই। ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আসর ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে আয়োজিত হলে ব্যাটসম্যানরা যেমন বড় ও বিস্ফোরক ইনিংস খেলার অভ্যাস রপ্ত করতে পারবেন, তেমনি বোলাররাও কঠিন পরীক্ষার সামলে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।

কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! টুর্নামেন্টের সূচনা ম্যাচে উঠেছিল ৪১২ রান (সিলেট ২০৫, ঢাকা ২০৭)। অথচ সমাপনী পর্বে দু'দল মিলে করেছে সাকুল্যে ১২৭ রান! একেবারে ম্যাড়মেড়ে ম্যাচটাই ফাইনালের জন্য 'জমা' রেখেছিল ক্রিকেট-নিয়তি। অধিনায়ক আকবর আলী টস জিতে ফিল্ডিং বেছে নেওয়ার পর রংপুর বিভাগের বোলাররা শুরু থেকে তাণ্ডব চালিয়ে ঢাকা মহানগরকে ১৬.৩ ওভারে গুঁড়িয়ে দেন ৬২ রানে। দুই পেসার মুকিদুল ইসলাম ও আলাউদ্দিন বাবু নেন ৩টি করে উইকেট। দুই অংকের কোটায় যেতে পারেন কেবল শামসুর রহমান শুভ (১৪) ও আবু হায়দার রনি (১৩)। জবাব দিতে নেমে ১৮ রান তুলতে ৪ উইকেট হারিয়ে রংপুরও কাঁপতে শুরু করে। একেবারে নতুন উইকেটে খেলা হয়েছে ফাইনাল, ফলে উইকেটে সমস্যা ছিলই বলা যায়। যদিও ঢাকা মহানগরের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা তাতে 'জায়েজ' হয়ে যায় না। শেষ পর্যন্ত ১১.২ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে নোঙর করে রংপুর। ৪ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়ে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ ৩ উইকেট শিকার করার সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল বিবেচিত হন রংপুরের তরুণ ডানহাতি পেসার মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ।

এমনিতে সেরা দুই দলই উঠেছিল ফাইনালে। লিগ পর্বে দুর্দান্ত খেলে টানা ৭ ম্যাচ জিতে অপরাজিতভাবে প্লে-অফে আসার পর ব্যাটিং ব্যর্থতায় আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ঢাকা মহানগরকে। প্রথম কোয়ালিফায়ারে ১০৭ রান করে রংপুরের কাছে ৪ উইকেটে হারা দলটি দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মাত্র ১১৯ রানের পুঁজি নিয়েও বোলারদের নৈপুণ্যে খুলনা বিভাগকে ৩৮ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে। কিন্তু শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে আবারও রংপুরের সামনে পড়ে পাত্তাই পায়নি ঢাকা মহানগর। অন্যদিকে শুরু থেকে টানা ৫ ম্যাচ জেতার পর রংপুর বিভাগ লিগ পর্বের শেষ দুই ম্যাচে হেরে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ৪ ম্যাচ জিতে (হার ৩) পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় হয় খুলনা বিভাগ এবং ৩ জয় (হার ৪) নিয়ে রানরেটে এগিয়ে থেকে ঢাকা বিভাগকে টপকে চতুর্থ স্থান পায় চট্টগ্রাম বিভাগ। পরে এলিমিনেটরে চট্টগ্রামকে বিদায় করে দেওয়া খুলনা দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ঢাকা মহানগরের কাছে হেরে নিজেরা বিদায় নেয়। ২টি করে জয় ও ৫টি করে হার নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শেষ তিনটি জায়গায় নাম লেখায় সিলেট বিভাগ, রাজশাহী বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ।

ব্যাটে-বলে আসর মাতিয়েছেন যাঁরা...

টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান সংগ্রাহক হয়েছেন নাঈম শেখ। ঢাকা বিভাগকে নেতৃত্ব দেওয়া এই ডানহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান ১০ ম্যাচে

ব্যাটে-বলে নৈপুণ্যে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট ঢাকা মহানগরের আবু হায়দার রনি

করেছেন ৩১.৬০ গড়ে ৩১৬ রান, হাফ সেঞ্চুরি ৩টি, সর্বোচ্চ ৬৯। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে কথা বলেনি নাঈমের ব্যাট, মেরে বসেছেন 'ডাক' এবং প্রথম কোয়ালিফায়ারেও রান পাননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮১ রান (ম্যাচ ৭, গড় ৪০.১৪, সেঞ্চুরি ১টি, হাফ সেঞ্চুরি ২টি, স্ট্রাইকরেট ১৫৮.৭৫) করেছেন সিলেট বিভাগের হয়ে খেলা মারকুটে তরুণ ওপেনার জিসান আলম। বেশি রান করাদের সেরা '৫' এর তালিকার পরের তিনটি নাম- খুলনার নুরুল হাসান সোহান (৮ ইনিংসে ৫৩.২০ গড়ে ২৬৬ রান, হাফ সেঞ্চুরি ১টি, সর্বোচ্চ ৫২), রাজশাহীর হাবিবুর রহমান সোহান (৭ ইনিংসে ৩৭.০০ গড়ে ২৫৯ রান, হাফ সেঞ্চুরি ১টি, সর্বোচ্চ ৬৬) এবং খুলনার আজিজুল হাকিম তামিম (৯ ইনিংসে ২৬.৩৩ গড়ে ২৩৭ রান, হাফ সেঞ্চুরি ২টি, সর্বোচ্চ ৬৬)। আসরে সেঞ্চুরি হয়েছে ২টি। উদ্বোধনী ম্যাচে ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে ৫৩ বলে ১০০ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন সিলেটের 'ইয়াং সেনসেশন' জিসান আলম। এ ছাড়া খুলনা দলের এনামুল হক বিজয়ের ব্যাট থেকে ঢাকা বিভাগের বিপক্ষে এসেছিল ৬৭ বলে অপরাজিত ১০১ রানের ইনিংস।

বল হাতে সর্বাধিক ১৯ উইকেট (৯ ইনিংসে ৯.৮৪ গড়ে) শিকার করেছেন রংপুরের ৩৩ বছর বয়সী পেসার আলাউদ্দিন বাবু। চট্টগ্রাম বিভাগের ২০ বছর বয়সী আনকোরা ডানহাতি তরুণ পেসার আহমেদ শরীফ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট (ইনিংস ৮, গড় ১১.৮৮, সেরা ৪/২৬) নিয়ে চমকে দিয়েছেন। রানার্সআপ ঢাকা মহানগরের তরুণ বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান পেয়েছেন ১৫ উইকেট (১০ ইনিংসে ১৫.৫৩ গড়ে)। ১৪ উইকেট (ইনিংস ১০, গড় ১৫.২১) পকেটে পুরেছেন একই দলের ডানহাতি অফস্পিনার আলিস আল ইসলাম। পঞ্চম সর্বোচ্চ ১৩ উইকেট (১০ ইনিংসে ১৬.৩০ গড়ে) পেয়েছেন আবু হায়দার রনি। ঢাকা মহানগরের এই বাঁহাতি পেসার একই সঙ্গে ব্যাট হাতে কিছু ঝড়ো ব্যাটিংয়ের সাহায্যে ৯ ইনিংসে ১৫.৩৭ গড়ে করেছেন ১২৩ রান। অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখানোর সুবাদে রনির হাতে উঠেছে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কার।

সর্বাধিক উইকেট শিকারি রংপুরের পেসার আলাউদ্দিন বাবু

ফেডারেশন কাপে গোলের লড়াইয়ে এগিয়ে স্থানীয়রা

মো.সামীম সরদার

বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে রাজত্ব করেন বিদেশিরা। এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে অনেক দিন ধরেই। যে ক্লাবগুলো একটু ভালো মানের বিদেশি ফুটবলার আনতে পারে মাঠে শ্রেষ্ঠত্ব তাদেরই থাকে। লিগ হোক কিংবা কোনো টুর্নামেন্ট-গোলের হিসাবের খাতায় এগিয়ে থাকেন বিদেশিরা। গোল করে, গোল করিয়ে ম্যাচ জয়ের নায়ক হয়ে যান তাঁরা। গোল করার দক্ষতায় বিদেশিরা একটু এগিয়ে থাকায় ক্লাব কোচরা ভরসা রাখেন তাদের ওপরই। আক্রমণভাগে স্থানীয়দের চেয়ে বিদেশিদেরই বেশি প্রাধান্য দেয় টিম ম্যানেজমেন্ট। যার ফল স্থানীয় ফুটবলারদের ম্যাচটাইম কম পাওয়া। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে জাতীয় দলে। ঘরোয়া ফুটবলে সাইডলাইনে বসে থাকা ফরোয়ার্ডদের নিয়েই জাতীয় দলের একাদশ সাজাতে হয় কোচকে। বিদেশি নির্ভরতা কমবে কবে? এমন প্রশ্ন লেগেই থাকে মৌসুমের পর মৌসুম। সমাধান আসে না। ক্লাবগুলো বিদেশি ফুটবলার সংগ্রহের ক্ষেত্রে বেশি নজর দেয় আক্রমণভাগে।

এই মৌসুমের ফেডারেশন কাপের শুরুর দিকের ম্যাচগুলো জাতীয় দলের কোচের মুখে কিঞ্চিত হলেও হাসি ফুটিয়েছে। কারণ, আগে কখনো গোলের পাল্লায় বিদেশিদের পেছনে ফেলতে পারেননি স্থানীয়রা। এই যেমন গত মৌসুমের ফেডারেশন কাপের শীর্ষ তিনজন গোলদাতাই ছিলেন বিদেশি। শীর্ষ ১২ গোলদাতার মধ্যে বাংলাদেশের ছিলেন মাত্র চারজন। স্থানীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ৩ গোল করেছিলেন মোহামেডানের জাফর ইকবাল (এবার তিনি আবাহনীতে)। ২ গোলের তালিকায় নাম লেখাতে পেরেছিলেন মাত্র ৩ জন।

গত ৩ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এবারের ফেডারেশন কাপের ম্যাচ হয়েছে মাত্র ৮টি। দুই গ্রুপের এই ৮ ম্যাচে গোল হয়েছে ২৭টি। এর মধ্যে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের গোলই ২০টি। শুরুর দিকের গোলের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে ফেডারেশন কাপ শেষে গোলের খাতায় শাসন করবেন স্থানীয় ফুটবলাররা। ফেডারেশন কাপের প্রথম ৮ ম্যাচে হ্যাটট্রিক হয়েছে তিনটি। এর দুটিই স্থানীয় খেলোয়াড়দের। অনেক দিন পর দর্শক বেশি বেশি গোল দেখছেন স্থানীয় খেলোয়াড়দের পায়ে।

নাবিব নেওয়াজ জীবন লম্বা একটা সময় অপরিহার্য ছিলেন জাতীয় দলের আক্রমণভাগে। একই অবস্থা ছিল নিজ দল আবাহনীতেও। গত মৌসুমে আবাহনীর জার্সিতে ফেডারেশন কাপে মাত্র একটি গোল ছিল তাঁর। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে গোলের খাতা ছিল শূন্য। সেই নাবিব নেওয়াজ জীবন এবার পাল্লা দিয়ে গোল করছেন প্রিমিয়ার লিগ ও ফেডারেশন কাপে। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ফেডারেশন কাপে হওয়া ৩ হ্যাটট্রিকের দুটিই করেছেন স্থানীয় ফুটবলার। সেই দুইজনের একজন নাবিব নেওয়াজ জীবন। গত মৌসুম ভালো কাটেনি বলে আবাহনীকে রাখেনি। জীবন নাম লিখয়েছেন পুরোনো ঢাকার ক্লাব রহমতগঞ্জে। নতুন জার্সিতে মাঠে অপ্রতিরোধ্য জীবন; ফেডারেশন কাপে হ্যাটট্রিক করে নিজের জাতটা চিনিয়ে দিচ্ছেন নাবিব নেওয়াজ জীবন। আবাহনীতে শেষ কয়েক বছর প্রত্যাশামতো গোল করতে না পারার কারণ হিসেবে নাবিব নেওয়াজ জীবন নিয়মিত খেলতে না পারার কারণকেই বড় করে দেখছেন। এবার ধারাবাহিকভাবে গোল করতে পেরে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরার বিতর্কিত সিদ্ধান্তে জাতীয় দল থেকে ছিটকে পড়া এই অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার।

অন্য হ্যাটট্রিক করা স্থানীয় ফুটবলার হচ্ছেন ব্রাদার্সের সাজ্জাদ হোসেন। তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে ব্রাদার্সের ৮-০ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে। আরেক হ্যাটট্রিকম্যান ব্রাদার্সের গাম্বিয়ান ফুটবলার মুস্তাফা দ্রামেহ। তিনিও হ্যাটট্রিক করেছে ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে।

ম্যাচের হিসেবে ফেডারেশন কাপ এখনো মাঝপথে যায়নি। লম্বা একটা পথ বাকি। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায়, সেটা সময়ই বলে দেবে। শুরুর ইঙ্গিতটা খুবই ইতিবাচক। বিদেশিদের পেছনে ঠেলে শীর্ষে জায়গা করে নেওয়া কম কৃতিত্বের নয়। গোলের এই ধারা ধরে রাখতে পারলে নতুন বছরে জাতীয় দলের জন্য খেলোয়াড় ডাকতে মধুর সমস্যায় পড়তে হতে পারে জাতীয় দলের কোচকে।

রহমতগঞ্জের নাবিব নেওয়াজ জীবন আর ব্রাদার্সের সাজ্জাদ হোসেনের হ্যাটট্রিক ছাড়া গোলের খাতা খোলা অন্য স্থানীয় ফুটবলাররা হলেন-বসুন্ধরা কিংসের তপু বর্মন, মোহামেডানের আরিফ হোসেন, রাজু আহমেদ, সৌরভ দেওয়ান, মুজাফফরভ, জুয়েল রানা, সুলেমান দিয়াবাতে, রহমতগঞ্জের রাজন হাওলাদার, মারাজ হোসেন, মোহাম্মদ তোহা, আর্নেস্ট বোয়েটেং, আবাহনীর সুমন রেজা, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, ইয়াসিন খান, ফর্টিস এফসির মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, জাসুর

জামায়েভ, ব্রাদার্সের কাওয়ার আলী রাব্বি ও এলিটা কিংসলে।

গোল পাচ্ছেন নাবিব নেওয়াজ জীবন, বীরদর্পে এগিয়ে চলছে রহমতগঞ্জ। ফেডারেশন কাপে প্রথম ৮ ম্যাচে দুটি জয় একমাত্র রহমতগঞ্জেরই। মোহামেডান-আবাহনীর সঙ্গে এক গ্রুপে পড়ায় কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ওঠার স্বপ্ন হয়তো ছিল না পুরোনো ঢাকার দলটি। তবে প্রথম ম্যাচে মোহামেডানকে হারিয়ে দিলে আত্মবিশ্বাস চাঙ্গা করেছেন কামাল বাবুর দল। সেই জোসে তারা পরের ম্যাচে গুনে গুনে ৬ গোল দিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে। দুই ম্যাচ জিতে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে 'বি' গ্রুপের টেবিলের শীর্ষে রহমতগঞ্জ। নাবিব নেওয়াজ জীবনদের এই পারফরম্যান্স চিন্তায় ফেলেছে আবাহনী ও মোহামেডানের সমর্থকদের। দুই সাবেক চ্যাম্পিয়নদের যে কোনো একটি দলকে ছিটকে পড়তেও হতে পারে গ্রুপ পর্ব থেকে।

প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডান দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চললেও ফেডারেশন কাপের শুরুতেই হোঁচট খেয়েছিল রহমতগঞ্জে কাছে হেরে। তারা সেই ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে দ্বিতীয় ম্যাচে চট্টগ্রাম আবাহনীকে ৬-০ গোলে হারিয়ে। এই গ্রুপে আছে মোহামেডান ও আবাহনী। নতুন বছরে গিয়ে দুই দল মুখোমুখি হবে ফেডারেশন কাপে। ৭ জানুয়ারির ওই ম্যাচের ফল পরিষ্কার করে দেবে 'বি' গ্রুপে কোন দলের ভাগ্য কোন দিকে গড়াচ্ছে। গ্রুপের ৫ দলের মধ্যে পয়েন্ট পেয়েছে কেবল রহমতগঞ্জ, মোহামেডান ও আবাহনী। ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব ও চট্টগ্রাম আবাহনী জয়ের মুখ দেখেনি এখনো।

অন্য গ্রুপে লড়াই আরও বেশি জমে উঠেছে। চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই হেরে গেছে ফর্টিস এফসির কাছে। এই হার 'এ' গ্রুপের সমীকরণও কঠিন করে দিয়েছে। পুলিশের বিপক্ষে ড্রয়ের পর কিংসের বিপক্ষে জয় ফর্টিসকে কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে ওঠার আশা দেখাচ্ছে। গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলোর ওপর ফল নির্ধারণ করে দেবে কোন কোন দল কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে যাবে আর কোন কোন দলের বিদায়ঘণ্টা বেজে উঠবে।

ফেডারেশন কাপের গ্রুপ পর্যায়ের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মোহামেডান-আবাহনীর লড়াই। ৭ জানুয়ারি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দেশের দুই জনপ্রিয় ক্লাব। এই ম্যাচের ফল ঠিক করে দিতে পারে 'বি' গ্রুপের ভাগ্য। এই ম্যাচের পর মোহামেডানের খেলা থাকবে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবের বিপক্ষে এবং আবাহনীর খেলা থাকবে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে। দুই ম্যাচের একটি হারায় মোহামেডানের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ আবাহনীর বিপক্ষে খেলাটি।

এবারের ফেডারেশন কাপে অঘটন হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসের দ্বিতীয় ও রানার্সআপ মোহামেডানের প্রথম ম্যাচে। মোহামেডান নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ার পর বসুন্ধরা কিংস দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে যায় ফর্টিস এফসির বিপক্ষে। ঘরের মাঠে ২-০ গোলের হারটি বড় ধাক্কা দিয়েছিল তাদের। শেষ দুটি ম্যাচ অপেক্ষাকৃত কম শক্তির দলের বিরুদ্ধে থাকায় কিংসের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ওঠার সম্ভানা ভালোভাবেই টিকে আছে। বাংলাদেশ পুলিশ এফসি ও ঢাকা ওয়ান্ডারার্সের বিপক্ষে দুই ম্যাচের ফল লিখে দেবে কিংসের ভাগ্য। চ্যাম্পিয়ন কিংসের চেয়ে এই গ্রুপে ভালো অবস্থানে আছে ফর্টিস এফসি। দুই ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে অবস্থান করছে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ও ব্রাদার্সের বিপক্ষে ম্যাচ বাকি থাকায় ফর্টিসের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে ওঠার সম্ভাবা উজ্জ্বল।

গত আসরে ট্রফিশূন্য থাকা আবাহনী এবার ফেডারেশন কাপের শিরোপা উদ্ধার করতে মরিয়া। এই টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ১২ বার চ্যাম্পিয়ন দলটির ছন্দপতন হয় ২০১৮ সালে দ্বিতীয়বার হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর। এর পর ৫ আসরে দুইবার ফাইনালে উঠে একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আকাশি-নীলরা। এই দলটিই টুর্নামেন্টে ২০ বার ফাইনাল খেলে ১২ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবার শুরুটা ভালো করলেও কোন পর্যন্ত যাবে তা নিয়ে ফুটবল মহলে আছে নানা আলোচনা। কারণ, আবাহনীতে যেকোনো বিদেশি নেই। চলতি ফেডারেশন কাপের ট্রফি ঘরে তুলতে পারলে আবাহনী আরো পেছনে ফেলতে পারবে তাদের চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহামেডানকে। সাদা-কালোরা ১১ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আবাহনীর ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে।

ফেডারেশন কাপের যাত্রা ১৯৮০ সালে। দীর্ঘ এই ৪৪ বছরে ফেডারেশন কাপের আসর বসেছিল ৩৬টি। শিরোপা অন্য দলগুলোর মধ্যে রয়েছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব, ব্রাদার্স ইউনিয়ন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। শিরোপা ঘরে নেওয়া ৩ ক্লাবই নেই এবারের আসরে। ৩ বারের চ্যাম্পিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্র নেমে গেছে শীর্ষ লিগ থেকে। অর্থ ও সাংগঠনিক সংকটে নাম প্রত্যাহার করেছে ৩ বারের চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও একবারের চ্যাম্পিয়ন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র।

ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে ফিরে আসা ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ও ফকিরেরপুল ভালো কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। জয়ের মুখ দেখেনি এই দুই দল। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব হেরেছে ব্রাদার্সের কাছে এবং ইয়ংমেন্স হেরেছে রহমতগঞ্জের কাছে। ওয়ান্ডারার্সের একবার ফাইনাল খেলার অভিজ্ঞতা আছে। ১৯৮৭ সালে ফাইনালে উঠে তারা হেরেছিল মোহামেডানের কাছে।

একনজরে ফলাফল

'এ' গ্রুপ

০৩.১২.২০২৪ : বসুন্ধরা কিংস-১ (তপু বর্মন) : ব্রাদার্স ইউনিয়ন-০

০৩.১২.২০২৪ : পুলিশ এফসি-০ : ফর্টিস এফসি-০

১৭.১২.২০২৪ : ফর্টিস এফসি-২ (জাসুর জুমায়েভ, আব্দুল্লাহ) : বসুন্ধরা কিংস-০

১৭.১২.২০২৪ : ব্রাদার্স-৮ (মুস্তাফা-৩,সাজ্জাদ-৩,কাওসার রাব্বি, কিংসলে) : ঢাকা ওয়ান্ডারার্স-০

'বি' গ্রুপ

১০.১২.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-১ (রাজন) : মোহামেডান-০

১০.১২.২০২৪ : আবাহনী-৩ (সুমন রেজা, ইব্রাহিম, ইয়াসিন) : চট্ট. আবাহনী-০

২৪.১২.২০২৪ : মোহামেডান-৬ (মোজাফফর, দিয়াবাতে, আরিফ, রাজু, সৌরভ, জুয়েল) : চট্টগ্রাম আবাহনী-০

২৪.১২.২০২৪ : রহমতগঞ্জ-৬ (জীবন-৩, স্যামুয়েল, তোহা) : ইয়ংমেন্স ক্লাব-০

উৎসবের আমেজে বিপিএল

মো. মাহবুবুর রশিদ

এবারেরটি বিপিএলের একাদশ আসর। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) সেই ২০১২ সাল থেকে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আগের ১০ বিপিএলের তুলনায় নানা কারণে ব্যতিক্রমী এবারের আসর। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতার পালাবদলে বিসিবির তখনকার সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পর ক্রিকেট বোর্ডপ্রধানের দায়িত্ব নিয়েছেন সাবেক অধিনায়ক ফারুক আহমেদ। নতুন নেতৃত্বে নতুনভাবে জেগে উঠা বিসিবি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বিপিএলের দিকে, জমজমাট ও আকর্ষণীয় করতে নিয়েছে বেশ কিছু উদ্যোগ। টুর্নামেন্টকে সাধারণ মানুষের আরও কাছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল আগে থেকেই। সে কারণে জোর দেওয়া হয় এর প্রচার-প্রচারণাতে। সব মিলিয়ে ব্যাট-বলের লড়াই মাঠে গড়ানোর আগ থেকেই উত্তাপ ছড়াতে শুরু করে বিপিএল। বিশেষ করে অনলাইনে ব্যাপক প্রচারণায় দারুণভাবে একাত্ম হতে শুরু করেন ক্রিকেপ্রেমীরা। তারুণ্যের উৎসবে নান্দনিক মাস্কট উন্মোচন এবং পরবর্তী সময়ে মনকাড়া থিম সং প্রকাশের পর তো চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এরপর তিন আয়োজক শহর ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রামে আলাদা আলাদা বিপিএল কনসার্টে দেশি-বিদেশি জনপ্রিয় সব কণ্ঠশিল্পীর পারফরম্যান্স, জায়ান্ট বেলুন প্রদর্শন, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইন, টুর্নামেন্টের সাত ফ্র্যাঞ্চাইজির শহরে ট্রফি ও মাসকট ট্যুর মিলিয়ে রীতিমতো উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে।

ফরচুন বরিশাল, রংপুর রাইডার্স, ঢাকা ক্যাপিটালস, দুর্বার রাজশাহী, চিটাগং কিংস, খুলনা টাইগার্স, সিলেট স্ট্রাইকার্স- ৭ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নিয়ে স্রেফ একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট তো নয়, এ যেন দেশ মাতানো উৎসব! অবশ্য বিপিএলের থিম সংয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস নিজ হাতে যে দুটি লাইন 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' সংযোজন করেছেন, সেটির তাৎপর্যও তো এমনই। এবারের আসরে উন্নতমানের ডিআরএস, হকআই, স্পাই ক্যামেরাসহ আধুনিকসব প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটবে বলে জানানো হয়েছে। দর্শকদের জন্যও থাকছে নানা আয়োজন। একাদশ বিপিএলের অনেক কিছুতেই জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে স্মরণ করা হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। দর্শকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ই-টিকিটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে 'বিপিএল মিউজিক ফেস্টে' উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (বাঁয়ে) ও বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ (মাঝে), ডানে বিসিবি পরিচালক মাহবুব আনাম

নতুন বাংলাদেশে নতুন বিপিএলের আশা

২৩ ডিসেম্বর দর্শকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিপিএল মিউজিক ফেস্টে দেশি অনেক জনপ্রিয় ব্যান্ড ও তারকার পাশাপাশি প্রধান আকর্ষণ হিসেবে সদলবল নিয়ে সংগীত পরিবেশন করেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী পাকিস্তানের রাহাত ফতেহ আলি খান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বিপিএলের উদ্বোধন ঘোষণা করে আসিফ মাহমুদ অভিনব সব উদ্যোগে এবারের আসরকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার কথা বলেন, 'একটা দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজকের এই বাংলাদেশে আছি, নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছি। সেই নতুন বাংলাদেশের অংশ হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। তারই অংশ হিসেবে বিপিএলটাকেও নতুন করে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারের বিপিএলে থিম সং, মাস্কটসহ কিছু নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাঠের খেলাও উপভোগ্য করতে বিসিবি অনেক কাজ করছে। এই উদ্যোগে প্রধান উপদেষ্টাও সরাসরি যুক্ত ছিলেন। সর্বোপরি আশা করি, এবারের বিপিএল নতুন বাংলাদেশে একটি নতুন বিপিএল হিসেবে সবার নিকট উপভোগ্য হবে।' উদ্বোধন ঘোষণার পর জুলাই গণ-আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের কয়েকজনকে মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয়। এ সময় গণ-আন্দোলনে প্রাণ হারানো সবার প্রতি শ্রদ্ধা জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা।

একই অনুষ্ঠানে পরে স্বাগত বক্তব্যে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদও মাঠের খেলায় ভালো কিছু দেখার আশা ব্যক্ত করেন, 'বিপিএলের জন্য এরই মধ্যে অনেক কাজ করেছি। প্রধান ও ক্রীড়া উপদেষ্টার নির্দেশনায় থিম সং, গ্রাফিতি উন্মোচন করেছি। অনেক ইভেন্ট হয়েছে। আমি সবচেয়ে বেশি আশা করব, তাঁরা (ক্রিকেটাররা) যেন খুব ভালোভাবে অংশ নেয়।'

একনজরে একাদশ বিপিএল...

উদ্বোধন : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪

ফাইনাল : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ভেন্যু : ৩টি- মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম (২২ ম্যাচ), চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম (১২ ম্যাচ), সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম (১২ ম্যাচ)

অংশগ্রহণকারী দল : ৭টি- ফরচুন বরিশাল, রংপুর রাইডার্স, ঢাকা ক্যাপিটালস, দুর্বার রাজশাহী, চিটাগং কিংস, খুলনা টাইগার্স, সিলেট স্ট্রাইকার্স

মোট ম্যাচ : ৪৬টি

ফরম্যাট : ডাবল রাউন্ড রবিন লিগ, প্লে-অফ ও ফাইনাল।

তারকায় ঠাসা শক্তিশালী দল

মো. মনির উদ্দিন

কাগজে-কলমে গড়া সেরা দলকে আগাম শিরোপা দিয়ে দেওয়ার কোনো 'নিয়ম' থাকলে সেটি পেয়ে যেত ফরচুন বরিশাল! ওহ-হো, দলটি তো এমনিতেই বিপিএলের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন, নতুন করে ট্রফি দেওয়ার কি আছে! বর্তমানের শিরোপাধারীরা এবারও শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে তো?

অনেক অপেক্ষার পর ২০২৪ বিপিএলে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল ফরচুন বরিশাল। গত আসর মাতানো বেশির ভাগ খেলোয়াড়কেই ধরে রেখেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি, সঙ্গে যোগ করেছে আরও নতুন কিছু তারকাও। সব মিলিয়ে কাকে রেখে কাকে খেলাব, এমন মধুর সমস্যায় পড়তে হতে পারে তাদের টিম ম্যানেজমেন্টকে। অবশ্য যে ১১ জন বিদেশি খেলোয়াড়কে দলে নিয়েছে বরিশাল, সবাই তো আর একসঙ্গে আসবেন না। বিপিএলের সময় বিশ্বের নানা জায়গায় চলবে আরও চার-পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট, থাকছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ব্যস্ততাও। ওসব সমীকরণ মাথায় রেখেছে দলটি। বিদেশি খেলোয়াড়রা এভেইলেবেল হলে পর্যায়ক্রমে আসবেন, আবার কেউ বা কিছু ম্যাচ খেলে চলে যাবেন; এভাবেই সাজাতে হবে পরিকল্পনা। এটা অবশ্য কেবল বরিশালের জন্যই নয়, সব দলের জন্যই প্রযোজ্য। তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ–বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত 'তিন পান্ডব' এবারও একত্রে আছেন বরিশালের ডেরায়। তিনজনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করেছেন। যোগ হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত, যিনি অফিশিয়ালি তিন সংস্করণেই বাংলাদেশের নিয়মিত অধিনায়ক। জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে 'চার নেতার' মধ্যে তামিমের কাঁধেই বর্তেছে নেতৃত্বের ভার। তবে ব্যাটিংয়ের জোয়াল বহন করতে হবে চারজনকেই, সঙ্গে থাকছেন তাওহিদ হৃদয়। বিদেশিদের মধ্যে ইংল্যান্ডের দাভিদ মালান, শ্রীলঙ্কার পাথুম নিশাঙ্কা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাইল মেয়ার্স টি-টোয়েন্টির পারফেক্ট উইলোবাজ। স্থানীয় পেসারদের মধ্যে আছেন ইবাদত হোসেন, রিপন মণ্ডল ও শহীদুল ইসলামের মতো নির্ভরযোগ্যরা। এ ক্ষেত্রে বরিশালের 'বিগ ফিশ' হবেন শাহীনশাহ আফ্রিদি! পাকিস্তানের এই খ্যাতিমান ফাস্ট বোলারকে অন্তর্ভুক্ত করে চমক দেখিয়েছে বরিশাল। একই দেশের মোহাম্মদ ইমরান ও মোহাম্মদ আলী তো আছেনই। এ ছাড়া ইংল্যান্ডের জেমস ফুলার ও পাকিস্তানের ফাহিম আশরাফ পেস বোলিংয়ের পাশাপাশি রান করতেও সিদ্ধহস্ত। আবার ক্যারিবীয় ব্যাটার কাইল মেয়ার্সের স্লো মিডিয়াম পেস বোলিংও রাখতে পারে কার্যকর ভূমিকা।

স্পিন বিভাগে বরিশালে বড় বড় নামের সিরিয়াল! জাতীয় দলের আলোচিত লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন বিপিএলেও হতে পারেন তুরুপের তাস। আছেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও তানভীর ইসলাম, সঙ্গে তরুণ অফস্পিনার নাঈম হাসান। আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবী তো খেলবেন স্পিন অলরাউন্ডার হিসেবেই। হাতে প্রচুর অপশন থাকায় প্রতিপক্ষ ও উইকেট দেখে পছন্দমতো একাদশ সাজানোর সুযোগ পাবে বরিশাল।

ফিরে দেখা...

বিপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ৩ বার রানার্সআপ হওয়ার রেকর্ড বরিশালের ফ্র্যাঞ্চাইজির। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২ বার রানার্সআপ হয়েছে ঢাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি, আর কোনো দল একবারের বেশি ফাইনালে হারেনি। প্রথম আসরে ২০১২ সালে খেলতে এসে ফাইনালে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল বরিশাল বার্নাস। পরেরবার (২০১৩) দলটি ষষ্ঠ স্থানে ছিটকে পড়েছিল। ২০১৫ আসরে নতুন নামে 'বরিশাল বুলস' খেলতে এলেও ভাগ্য বদলায়নি বরিশালের, ফাইনালে তাদরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস। সেই 'দুঃখেই' কিনা কে জানে, ২০১৬ বিপিএলে বরিশাল বুলস নেমে যায় পয়েন্ট তালিকার ৭ নম্বরে! এরপর তো বরিশালের ফ্র্যাঞ্চাইজি একেবারে 'নাই' হয়ে যায়। টানা তিন আসর (২০১৭, ২০১৯, ২০১৯-২০) অনুপস্থিত থাকার পর ২০২২ সালে আবারো নতুন নামে ফিরে বরিশাল। কিন্তু ফরচুন বরিশাল পড়ে যায় রানার্সআপের চক্করে! ২০২৩ আসরে এলিমিনেটরে বিদায় নেওয়ার পর গতবার কুমিল্লাকে হারিয়ে আকাঙ্ক্ষিত শিরোপার দেখা পায় ফরচুন বরিশাল।

তামিম ইকবাল

ফরচুন বরিশাল স্কোয়াড

দেশি খেলোয়াড় : তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, রিশাদ হোসেন, তানভীর ইসলাম, রিপন মন্ডল, ইবাদত হোসেন, নাঈম হাসান, তাইজুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম জনি, প্রীতম কুমার।

বিদেশি খেলোয়াড় : শাহীন শাহ আফ্রিদি (পাকিস্তান), কাইল মেয়ার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), দাভিদ মালান (ইংল্যান্ড), মোহাম্মদ নবী (আফগানিস্তান), ফাহিম আশরাফ (পাকিস্তান), মোহাম্মদ আলি (পাকিস্তান), জাহান্দাদ খান (পাকিস্তান), জেমস ফুলার (ইংল্যান্ড), পাথুম নিশাঙ্কা (শ্রীলঙ্কা), নান্দ্রে বার্গার (দক্ষিণ আফ্রিকা), মোহাম্মদ ইমরান (পাকিস্তান)।

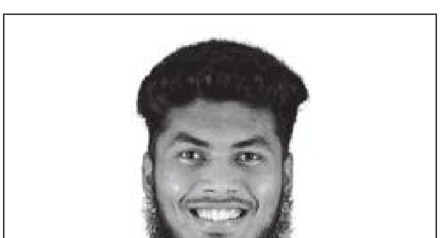

রিশাদ হোসেন

ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার কাইল মেয়ার্স

সাফল্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ

মো. রেজাউল হক

সম্প্রতি গ্লোবাল সুপার লিগের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিক্টোরিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে রংপুর রাইডার্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গায়ানায় অনুষ্ঠিত ৫ দলের ওই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে বাদ পড়ার একেবারে দ্বারপ্রান্ত থেকে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে টানা তিন জয়ের সুবাদে ট্রফি ছিনিয়ে এনে দলটি রয়েছে ফরফুরে মেজাজে। বাংলাদেশের প্রথম কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে বৈশ্বিক আসরের শিরোপা জেতার স্মৃতি তরতাজা থাকতে থাকতে রংপুর নিশ্চয় চাইবে বিপিএলেও সাফল্য ধরে রাখতে, তা ছাড়া ২০১৭ বিপিএলের চ্যাম্পিয়নদের রয়েছে শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পাওয়ার তাড়নাও।

নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বে রংপুর রাইডার্স দেশি ও বিদেশি খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে সাজিয়েছে দারুণ ভারসাম্যপূর্ণ দল। বুদ্ধিমান অধিনায়ক, দুর্দান্ত উইকেটকিপার ও মারকুটে ব্যাটসম্যান- সোহান যেন 'একের ভেতর তিন'। দলটির ব্যাটিং লাইনআপের দিকে তাকানো যাক। নুরুল হাসানের পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে সৌম্য সরকার হতে পারতেন দারুণ কার্যকর, যদিও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ইনজুরিতে পড়ায় বিপিএলের শুরুর দিকে খেলা হবে না তাঁর। সিলেট বিভাগের হয়ে সম্প্রতি এনসিএল টি-টোয়েন্টি মাতানো 'আনকোরা' তৌফিক খান তুষারের ব্যাটের দিকে নজর থাকবে সবার। ওপেনার সাইফ হাসান ও উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ইরফান শুক্কুর, যখন যাঁকে দরকার, কাজে লাগাতে পারবে রংপুর। বিদেশিদের মধ্যে ইংল্যান্ডের অ্যালেক হেলস, যুক্তরাষ্ট্রের স্টিভেন টেইলর, পাকিস্তানের খুশদিল শাহ ও ইফতিখার আহমেদের পাশাপাশি আফগানিস্তানের তরুণ বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান সেদিকউল্লাহ অটলকেও নিয়েছে দলটি। তার মানে ব্যাটিংয়ে অনেক বিকল্প রয়েছে রংপুরের হাতে।

বোলিংয়েও নেই তেমন কোনো ঘাটতি। বাংলাদেশের তরুণ পেস সেনসেশন নাহিদ রানা, রেজাউর রহমান রাজা ও কামরুল ইসলাম রাব্বির সঙ্গে আছেন পাকিস্তানের আকিফ জাভেদ ও যুক্তরাষ্ট্রের সৌরভ নেত্রাভাল্কার। এ ছাড়া পেস অলরাউন্ডার মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও আয়ারল্যান্ডের কার্টিস ক্যাম্ফারের কাছ থেকে ব্যাটিং ও বোলিং উভয় সার্ভিসই পাবে রংপুর। দলটির স্পিন বোলিং বিভাগও বেশ বৈচিত্র্যময়। বাংলাদেশ জাতীয় দলের 'তুরুপের তাস' শেখ মেহেদী হাসান তো কেবল অফস্পিনার নন, সঙ্গে কার্যকর ব্যাটসম্যানও। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করার পথে যিনি পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার।

ফিরে দেখা...

২০১২ সালে শুরু হওয়া প্রথম বিপিএলে রংপুরের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজির উপস্থিতি ছিল না। একইভাবে ২০২২ আসরও ছিল রংপুর বিহীন। এর বাইরে অন্য আট বিপিএলেই দেখা গেছে উত্তরাঞ্চলের দলটিকে। ২০১৩ সালে দ্বিতীয় বিপিএলে সেই যে রংপুর রাইডার্স নামে অংশগ্রহণ করেছিল ফ্র্যাঞ্চাইজিটি, পরবর্তী সময়ে মালিকানা অদল-বদল হলেও দলের নামে পরিবর্তন আসেনি। ব্যতিক্রম বলতে ২০১৯-২০ বিপিএলে দলটি খেলেছিল 'রংপুর রেঞ্জার্স' নামে এবং পয়েন্ট টেবিলে হয়েছিল ষষ্ঠ। উল্লেখ্য, সেবার কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি সিস্টেম ছিল না; বিসিবি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দল সাজিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছিল। যা-ই হোক, ২০১৩ সালে অভিষেক আসরে রংপুর রাইডার্স পঞ্চম হয়ে শেষ করেছিল, পরেরবার (২০১৫) একধাপ এগিয়ে খেলেছিল কোয়ালিফায়ারে। ২০১৬ বিপিএলে পয়েন্ট তালিকার ৫ নম্বরে পড়ে থাকা রংপুর ২০১৭ সালে বিগ বাজেটের দল গড়ে মাশরাফি মুর্তজার নেতৃত্বে 'ক্যারিবীয় দানব' ক্রিস গেইলের উন্মত্ত ব্যাটে জিতে নিয়েছিল শিরোপা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে নেমে ২০১৯ আসরে কোয়ালিফায়ারে বিদায় নেয় রাইডার্স। ২০১৯-২০ 'বিশেষ বিপিএলে' রংপুর রেঞ্জার্সের ৬ নম্বরে ছিটকে যাওয়ার কথা তো বলা হয়েছে আগেই। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে শেষ দুই বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের বিদায়ঘণ্টা বেজেছে একইভাবে, দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে।

নুরুল হাসান সোহান

শেখ মেহেদীর সঙ্গে আছেন তরুণ বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ও আফগানিস্তানের 'বিস্ময় বালক' অফস্পিনার আল্লাহ গজনফার। প্রয়োজনের সময় পাকিস্তানের খুশদিল শাহ ও ইফতিখার আহমেদের অফস্পিন সাপোর্টও কাজে লাগাতে পারবে রংপুর, দরকার হলে হাত ঘোরাতে পারবেন সাইফ হাসান ও স্টিভেন টেইলরও।

রংপুর রাইডার্স স্কোয়াড

দেশি খেলোয়াড় : নুরুল হাসান সোহান, শেখ মেহেদী হাসান, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, নাহিদ রানা, সাইফ হাসান, রাকিবুল হাসান, রেজাউর রহমান রাজা, ইরফান শুক্কুর, কামরুল ইসলাম রাব্বি, তৌফিক খান তুষার।

বিদেশি খেলোয়াড় : অ্যালেক্স হেলস (ইংল্যান্ড), খুশদিল শাহ (পাকিস্তান), ইফতিখার আহমেদ (পাকিস্তান), আল্লাহ গজনফার (আফগানিস্তান), স্টিভেন টেলর (যুক্তরাষ্ট্র), সৌরভ নেত্রাভাল্কার (যুক্তরাষ্ট্র), আকিফ জাভেদ (পাকিস্তান), কার্টিস ক্যাম্পার (আয়ারল্যান্ড), সেদিকউল্লাহ অটল (আফগানিস্তান)।

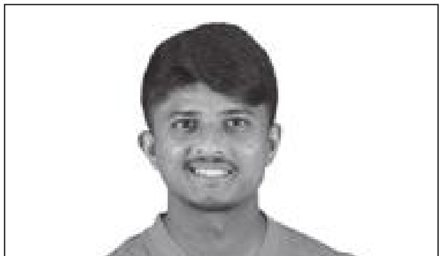

শেখ মেহেদী হাসান

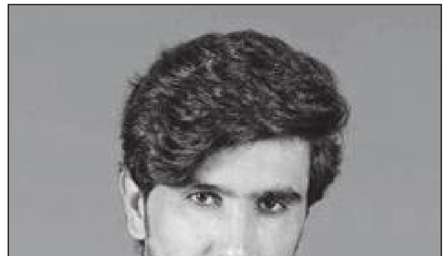

আফগানিস্তানের ব্যাটসম্যান সেদিকউল্লাহ অটল

সুনাম পুনরুদ্ধারের অভিযান

মো. মনির উদ্দিন

গত বিপিএলে শেষ থেকে ‘প্রথম’ হয়েছিল ঢাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি! যদিও নাম ছিল বেশ বাহারি- ‘দুর্দান্ত ঢাকা’। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে হারিয়ে জয়ে রাঙানো শুরুর পর টানা ১১ ম্যাচ হেরে পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে থেকে লজ্জাজনকভাবে আসর শেষ করেছিল দলটি। এবার নতুন মালিকানা আর নতুন নামে এসেছে রাজধানীর ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। তারা কী পারবে হতাশা ভুলে পুরোনো সুনাম ফিরে পেতে?

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের সুপারস্টার সাকিব খান যৌথ মালিকানায় যুক্ত হয়েছেন ঢাকার সঙ্গে, ফ্র্যাঞ্চাইজিটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘ঢাকা ক্যাপিটালস’। প্লেয়ার্স ড্রাফটে মোটামুটি মানের দল সাজিয়েছে তারা। সময় বাংলাদেশের সাদা বলের ক্রিকেটের ‘অটোমেটিক চয়েস’ হিসেবে খেলতেন যে দুজন, সেই লিটন দাস ও মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েছে ঢাকা। স্লেফ কাটারের ওপর নির্ভর করায় উইকেট অনুকূল না হলে অনেকটাই বিবর্ণ মোস্তাফিজ, আগের মতো তেমন ক্ষুরধার নয় তাঁর বোলিং। অন্যদিকে সাদা বলের ক্রিকেটে ভয়াবহ বাজে অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন লিটন দাস। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজে অবিস্মরণীয় সাফল্য পেলেও চরম রানখরায় ভুগছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। বিপিএলে নিজেকে ফিরে পেতে চাইবেন লিটন, দলও তাকিয়ে থাকবে তাঁর ব্যাটের দিকে।

আছেন তানজিদ হাসান তামিম। তরুণ এই বাঁহাতি ওপেনারের ব্যাটিং অ্যাপ্রোচ ঠিক টি-টোয়েন্টির সঙ্গে যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। হাবিবুর রহমান সোহান ‘বিগ হিটার’ হিসেবে ঢাকার ক্রিকেটে বেশ পরিচিত, সমস্যা বলতে ধারাবাহিকতা নেই একদমই। জাতীয় দলের এক সময়ের মারকুটে ব্যাটসম্যান সাব্বির রহমানকে নিয়েছে ঢাকা, যিনি অনেকটাই হারিয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সম্প্রতি লঙ্কান টি-টেন লিগে ভালো কিছু ইনিংস খেলে হাম্বানটোটা বাংলা টাইগার্সকে চ্যাম্পিয়ন হতে সহায়তা করেছেন। ব্যাটিংয়ে মুনিম শাহরিয়ার ও শাহাদাত হোসেন দীপুকে কাজে লাগাতে পারবে দলটি। ঢাকার পেস বোলিং আক্রমণে অভিজ্ঞ মোস্তাফিজুর রহমান ও আবু জায়েদ চৌধুরী রাহির সঙ্গে থাকছেন তরুণ মুশফিক হাসান ও মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ। স্পিন বিভাগে আসিফ হাসানের পাশাপাশি নাজমুল ইসলাম অপুকে শেষ মুহূর্তে নেওয়া হয়েছে।

বিদেশি খেলোয়াড় সাইনিংয়ে ঢাকা ক্যাপিটালস গুরুত্ব দিয়েছে অলরাউন্ডারদের দিকে। শ্রীলঙ্কার থিসারা পেরেরা ও চতুরঙ্গ ডি সিলভা, আফগানিস্তানের ফরমানউল্লাহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের শুভম রানজানি ব্যাটে-বলে সার্ভিস দিতে পারবেন। এ ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের জনসন চার্লস, ইংল্যান্ডের স্টিফেন এসকিনাজি ও পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব যে যখন এভেইলেবল থাকেন, একাদশে যোগ হলে ঢাকার ব্যাটিং লাইনআপের শক্তি বেড়ে যাবে অনেকখানি। সব মিলিয়ে বিপিএলে ক্রিকেট ও সিনেমার মেলবন্ধনে যে ‘বিস্ফোরণ’ আশা করছেন শাকিব খান, সেটি কতটা মেটাতে পারে ঢাকা ক্যাপিটালস, সেটাই দেখার বিষয়।

ফিরে দেখা...

বিপিএলের প্রথম আসর থেকেই নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে ঢাকার ফ্র্যাঞ্চাইজি। সর্বাধিক চার বারের শিরোপাজয়ী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ক্ষমতার পালাবদলে এবার ‘লাপাত্তা’ হয়ে গেছে! কুমিল্লার পর বিপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি ঢাকা, যারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৩ বার। ২০১২ ও ২০১৩ সালে বিপিএলের প্রথম দুই আসরেই উপর্যুপরি শিরোপা জিতেছিল ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্স। ২০১৫ সালে নতুন মালিকানায় খেলতে আসা ঢাকা ডায়নামাইটস বিদায় নিয়েছিল এলিমিনেটরে। পরের আসরে (২০১৬) একই দলটি চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। ২০১৭ ও ২০১৯, পরপর দুই বিপিএলের ফাইনালে উঠলেও শেষ পর্যন্ত দুবারই রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ঢাকা ডায়নামাইটসকে। ২০১৯-২০ মৌসুমে বিসিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত বিপিএলে ঢাকা প্লাটুন এলিমিনেটর পর্যন্ত যেতে পেরেছিল। এর পর থেকেই ঢাকার ফ্র্যাঞ্চাইজির চরম অবনমন শুরু! ২০২২ সালে মিনিস্টার ঢাকা পঞ্চম, ২০২৩ বিপিএলে ঢাকা ডমিনেটর্স ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ ২০২৪ আসরে দুর্দান্ত ঢাকা হয় সপ্তম!

লিটন কুমার দাস

ঢাকা ক্যাপিটালস স্কোয়াড...

দেশি খেলোয়াড় : লিটন কুমার দাস, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিদ হাসান তামিম, হাবিবুর রহমান সোহান, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, আবু জায়েদ চৌধুরী রাহী, সাব্বির রহমান, মুনিম শাহরিয়ার, আসিফ হাসান, শাহাদাত হোসেন দীপু, মুশফিক হাসান, রহমাতুল্লাহ আলী, নাজমুল ইসলাম অপু।

বিদেশি খেলোয়াড় : থিসারা পেরেরা (শ্রীলঙ্কা), জনসন চার্লস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), আমির হামজা (আফগানিস্তান), শাহনাওয়াজ দাহানি (পাকিস্তান), স্টিফেন এসকিনাজি (ইংল্যান্ড), সাইম আইয়ুব (পাকিস্তান), ফরমানউল্লাহ (আফগানিস্তান), জহুর খান (যুক্তরাষ্ট্র), চতুরঙ্গ ডি সিলভা (শ্রীলঙ্কা), রিয়াজ হাসান (আফগানিস্তান), শুভম রানজানি (যুক্তরাষ্ট্র)।

মোস্তাফিজুর রহমান

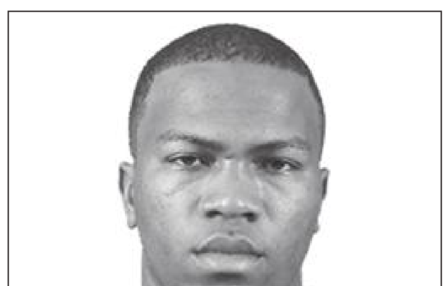

ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান জনসন চার্লস

প্রত্যাবর্তন মিশনে দৌড় কতদূর?

মো. মনির উদ্দিন

সেই ২০১৯-২০ মৌসুমে বিসিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাজানো দল নিয়ে অনুষ্ঠিত 'বিশেষ বিপিএলে' চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাজশাহী রয়্যালস। অথচ শিরোপা জয়ের পর কি না, বিপিএল থেকেই 'গায়েব' হয়ে যায় রাজশাহীর ফ্র্যাঞ্চাইজি! তিন আসর (২০২২, ২০২৩, ২০২৪) বিরতি দিয়ে অতঃপর জমজমাট এই টুর্নামেন্টে আবারও ফিরেছে রাজশাহী, 'দুর্বার রাজশাহী' নামে। প্রত্যাবর্তন মিশনে কতদূর যাবে পদ্মাপারের দলটি?

ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম দেওয়া হয়েছে বেশ সুন্দর- 'দুর্বার রাজশাহী'। অথচ প্লেয়ার্স ড্রাফটের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দলটিকে নিয়ে ব্যাপক মজা করা হয় 'দুর্বল রাজশাহী' বলে! ঘটনা হলো, তখন মনে হয়েছিল তেমন একটা শক্তিশালী দল সাজাতে পারেনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি, এ জন্যই সমর্থকরা সমালোচনায় মেতে ওঠে। বিশেষ করে কেন যেন বিদেশি খেলোয়াড় সংগ্রহে প্রচণ্ড অনীহা দেখায় রাজশাহী, যদিও শেষ মুহূর্তে ঠিকই মাঠে নেমেছে। বলা চলে, তারুণ্য-নির্ভর দলই গড়েছে দুর্বার রাজশাহী। যদিও প্রথমদিকে তাদের কেউ 'গোনায় ধরার' প্রয়োজন মনে করেনি। কিন্তু আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করে দৃশ্যপট। সদ্য সমাপ্ত এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে দুর্বার রাজশাহীর খেলোয়াড়রা বিভিন্ন বিভাগীয় দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করায় এখন অনেকেই মনে করছেন, এরা যদি বিপিএলেও এই ফর্ম ধরে রেখে সমন্বিতভাবে ঝলসে ওঠে, তবে চমক দেখানো সম্ভব রাজশাহীর। সে ক্ষেত্রে অবশ্য যথাসম্ভব বিদেশি খেলোয়াড় এনে ঘাটতি মেটাতে হবে।

এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি হয়েছে ২টি, করেছেন জিসান আলম ও এনামুল হক বিজয়। তাঁরা দুজনই দুর্বার রাজশাহীর খেলোয়াড়। বিজয় তো অনেক বছর ধরেই ঘরোয়া ক্রিকেটের 'রান মেশিন'। এজন্য তাঁকে 'লোকাল লিগ লিজেন্ড' বলে উপাধি দেওয়া হয়েছে। মারকুটে ব্যাটিং সামর্থ্যের কারণে সাম্প্রতিক সময় প্রচুর আলোচনা হচ্ছিল জিসানকে নিয়ে। তরুণ এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান এনসিএলে বিস্ফোরক ব্যাটিং করে অপেক্ষায় আছেন বিপিএল মাতানোর। রাজশাহীর

ফিরে দেখা...

এবারসহ মোট চারটি নামে বিপিএলে অংশ নিয়েছে রাজশাহীর ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২০১২ আসরে প্রথমবার খেলতে এসে সেমিফাইনালে বরিশাল বার্নার্সের কাছে হেরে বিদায় নেয় দুরন্ত রাজশাহী। একই দল পরেরবার (২০১৩) এলিমিনেটরে পরাজিত হয় চিটাগং কিংসের কাছে। ২০১৫ বিপিএলে রাজশাহীর প্রতিনিধিত্ব ছিল না। ২০১৬ সালে 'রাজশাহী কিংস' নামে ফিরে দলটি ফাইনালে ঢাকা ডায়নামাইটসের কাছে হেরে রানার্সআপ হয়। ২০১৭ ও ২০১৯ আসরে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও পঞ্চম হয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করে পদ্মাপারের দলটি। ২০১৯-২০ বিপিএলের ফাইনালে খুলনা টাইগার্সকে হারিয়ে শিরোপা জয় করে রাজশাহী রয়্যালস। সেই শেষ। তারপর ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ বিপিএলে অংশগ্রহণ করেনি রাজশাহীর কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি।

ব্যাটিংয়ের প্রাণভোমরা হতে পারেন উপরোক্ত দুজন। এ ছাড়া ইয়াসির আলি রাব্বি, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক আকবর আলী, যুবদল থেকে উঠে আসা এসএম মেহেরব হাসান, অভিজ্ঞ মিজানুর রহমান ও সাব্বির হোসেন মিলে রাজশাহীর ব্যাটিং লাইনআপ বেশ সমৃদ্ধ। সবচেয়ে বড় কথা সবাই বেশ ফর্মেই আছেন। বোলিংয়ের সবচেয়ে বড় তারকা তাসকিন আহমেদ। ডানহাতি এই অভিজ্ঞ পেসার বাংলাদেশের জার্সি গায়ে ২০২৪ সালে তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৬৩ উইকেট শিকার করে রেকর্ড গড়েছেন। পেস বোলিংয়ে আরও আছেন শফিউল ইসলাম, মোহর শেখ অন্তর ও আসাদুজ্জামান পায়েল। স্পিন ডিপার্টমেন্ট সামলাবেন বাঁহাতি স্পিনার সানজামুল ইসলাম ও হাসান মুরাদ। এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত কেবল ৪ জন বিদেশি খেলোয়াড় চূড়ান্ত করার কথা জানিয়েছিল রাজশাহী। তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার সাদ নাসিম ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি লেগ স্পিনও করতে পারেন।

তাসকিন আহমেদ

একই দেশের মোহাম্মদ হ্যারিস অতটা পরিচিত না হলেও ব্যাটসম্যান হিসেবে যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। পাকিস্তানে জন্ম নেওয়া বাঁহাতি পেসার বিলাল খান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওমানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁকেও দেখা যাবে রাজশাহীর জার্সি গায়ে। এ ছাড়া শ্রীলঙ্কার পেস অলরাউন্ডার লাহিরু সামারাকুন ব্যাটে-বলে সমান দক্ষ। জানা গেছে, বিপিএল চলাকালীন আরও বিদেশি খেলোয়াড় যোগ হতে পারে রাজশাহীর স্কোয়াডে।

দুর্বার রাজশাহী স্কোয়াড

দেশি খেলোয়াড় : তাসকিন আহমেদ, এনামুল হক বিজয়, জিসান আলম, ইয়াসির আলি চৌধুরী রাব্বি, সাব্বির হোসেন, সানজামুল ইসলাম, এসএম মেহেরব হাসান, আকবর আলি, হাসান মুরাদ, শফিউল ইসলাম, মোহর শেখ অন্তর, মিজানুর রহমান, জাহিদউজ্জামান, আসাদুজ্জামান পায়েল।

বিদেশি খেলোয়াড় : সাদ নাসিম (পাকিস্তান), লাহিরু সামারাকুন (শ্রীলঙ্কা), বিলাল খান (ওমান), মোহাম্মদ হ্যারিস (পাকিস্তান)।

জিসান আলম

ওমানের পেসার বিলাল খান

পারবে কি 'রাজত্ব' করতে?

মো. মুলতানুর রহমান

এবার নতুন মালিকানা আর নতুন নামে বিপিএলে খেলছে চট্টগ্রাম। বন্দরনগরীর ফ্র্যাঞ্চাইজির নাম দেওয়া হয়েছে 'চিটাগং কিংস'। এটা অবশ্য বেশ পুরোনো নাম। এই নাম ও মালিকপক্ষের অধীনেই দলটি বিপিএলের প্রথম দুই (২০১২ ও ২০১৩) আসরে অংশ নিয়েছিল। এবার প্লেয়ার্স ড্রাফটের আগে সাকিব আল হাসানকে সরাসরি চুক্তিতে দলভুক্ত করে আলোচনায় আসা চট্টগ্রাম মোটামুটি মানের দল গড়েছে। একেবারে ফেভারিট নয়, আবার ফেলে দেওয়ার মতো দলও নয়।

নানা জটিলতায় সাকিব আল হাসানের দেশে ফেরা এবং বিপিএল খেলা অনিশ্চিত। বাঁহাতি এই স্পিন অলরাউন্ডারকে হিসেবের বাইরে রেখেই পরিকল্পনা সাজাতে হচ্ছে চট্টগ্রামকে। একে তো অনেক দিন ধরে চোখে সমস্যার কারণে ব্যাটিং স্ট্যান্স ঠিকঠাক নিতে পারেন না, তার ওপর সম্প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ বোলিং অ্যাকশানের কারণে বল করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তাঁর। সব মিলিয়ে মহাকাকতালীয় কিছু না ঘটলে বিপিএলের সবচেয়ে সফল পারফরমারদের একজন সাকিবের অধ্যায় সম্ভবত: শেষ!

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসলে রানের খেলা। চিটাগং কিংসের ব্যাটিংয়ে 'এক্স ফ্যাক্টর' হতে পারেন শামীম হোসেন পাটোয়ারি। এমনিতেই তিনি বিগ হিটার হিসেবে সুপরিচিত, তার ওপর সম্প্রতি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলেছেনও দুর্দান্ত। শামীমের জন্য এবারের বিপিএল হতে পারে তাঁর ক্যারিয়ারকে পরের স্তরে নিয়ে যাওয়ার আদর্শ মঞ্চ। ওপেনিংয়ে তরুণ মারকুটে ব্যাটসম্যান পারভেজ হোসেন ইমনও থাকবেন অনেকের নজরে। অভিজ্ঞতায় হৃদ্য মোহাম্মদ মিঠুনের ব্যাটিং সামর্থ্য পরীক্ষিত। নাঈম ইসলাম ও মার্শাল আইয়ুব মূলত লম্বা দৈর্ঘ্যের ক্রিকেটের উপযোগী ব্যাটসম্যান। অবশ্য সিনিয়র এই দুই খেলোয়াড় সম্প্রতি এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে একটি করে ঝড়ো হাফ সেঞ্চুরি ইনিংস খেলে ফুরিয়ে না যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন। স্থানীয় বোলারদের মধ্যে পেসার শরীফুল ইসলাম ও খালেদ আহমেদের পাশাপাশি তরুণ মারুফ মৃধা প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের ভালোই পরীক্ষা নেবেন। স্পিন আক্রমণে 'রহস্য স্পিনার' আলিস আল ইসলাম, যুবদল থেকে উঠে আসা তরুণ অফস্পিনার শেখ পারভেজ জীবন ছাড়াও রয়েছেন বাঁহাতি স্পিনার রাহাতুল ফেরদৌস।

চট্টগ্রামের বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্তত তিনজন রয়েছেন অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের মঈন আলী ও অস্ট্রেলিয়ার টম ও'কনেল স্পিন অলরাউন্ডার, আর পেস অলরাউন্ডার শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজ। তবে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তানের হায়দার আলী, খাওয়াজা নাফাই ও উসমান খান, ইংল্যান্ডের গ্রাহাম ক্লার্ক এবং আফগানিস্তানের জুবাইদ আকবারির মধ্যে কেউই সেই অর্থে পরীক্ষিত নন বলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত কেমন করতে পারবেন, তা অবশ্য প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্যদিকে পেসার হিসেবে পাকিস্তানের মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র ও শ্রীলঙ্কার বিনুরা ফার্নান্দো আস্থার রাখার মতোই। সব মিলিয়ে অন্তত প্লে-অফে খেলার আশা করতেই পারে চট্টগ্রাম কিংস।

ফিরে দেখা...

বিপিএলের একেবারে নিয়মিত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর একটি চট্টগ্রাম। এবারের আগে অনুষ্ঠিত ১০ আসরেই ছিল বন্দরনগরীর দলের উপস্থিতি। ২০১২ সালে প্রথম বিপিএলে চিটাগং কিংস পয়েন্ট টেবিলে পঞ্চম হয়েছিল। পরের বার (২০১৩) ফাইনালে উঠলেও ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হেরে রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় চিটাগং কিংসকে। ২০১৫ সালে নতুন নাম 'চিটাগং ভাইকিংস' নামে খেলে তারা এবং ছয় দলের মধ্যে সবার শেষে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করে। চট্টগ্রামের ফ্র্যাঞ্চাইজি একই নামে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৯- পরপর তিন আসরে খেলে মাঝেরটিতে পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে (সাত নম্বরে) থাকলেও অন্য দু'বার এলিমিনেটর থেকে বিদায় নেয়। ২০১৯-২০ বিপিএলে খেলে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এবং দলটির বিদায়ঘণ্টা বাজে কোয়ালিফায়ারে।

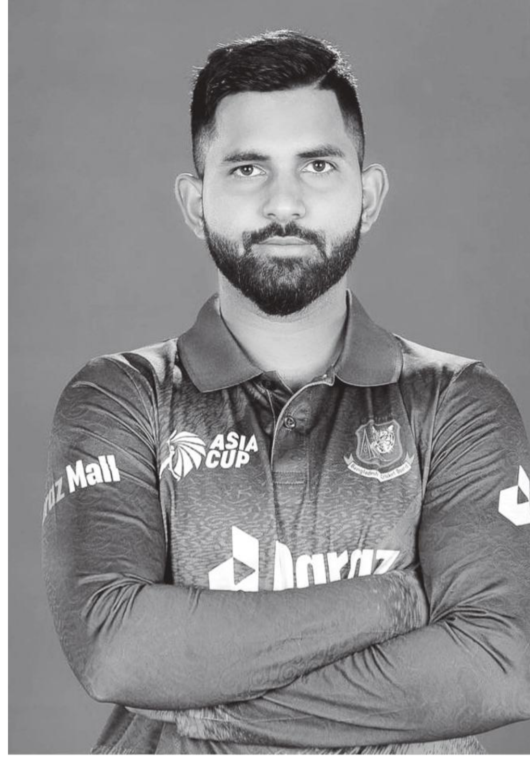

শামীম হোসেন পাটোয়ারি

চিটাগং কিংস স্কোয়াড

দেশি খেলোয়াড় : শামীম হোসেন পাটোয়ারি, সাকিব আল হাসান, শরীফুল ইসলাম, পারভেজ হোসেন ইমন, সৈয়দ খালেদ আহমেদ, আলিস আল ইসলাম, মোহাম্মদ মিঠুন, নাঈম ইসলাম, মারুফ মৃধা, রাহাতুল ফেরদৌস জাভেদ, শেখ পারভেজ জীবন, মার্শাল আইয়ুব।

বিদেশি খেলোয়াড় : মঈন আলী (ইংল্যান্ড), উসমান খান (পাকিস্তান), হায়দার আলি (পাকিস্তান), অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস (শ্রীলঙ্কা), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র (পাকিস্তান), বিনুরা ফার্নান্দো (শ্রীলঙ্কা), গ্রাহাম ক্লার্ক (ইংল্যান্ড), টম ও'কনেল (অস্ট্রেলিয়া), খাওয়াজা নাফাই (পাকিস্তান), লাহিরু মিলান্থা (যুক্তরাষ্ট্র), জুবাইদ আকবারি (আফগানিস্তান)।

শরীফুল ইসলাম

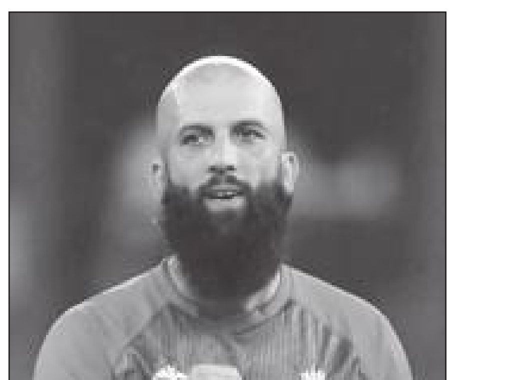

মঈন আলী (ইংল্যান্ড)

শোনা যাবে তো বাঘের গর্জন!

মো. রেজাউল হক

ফিরে দেখা...

এবারের আগ পর্যন্ত বিপিএলের দশ আসরের মধ্যে নয় বারই অংশগ্রহণ করেছে খুলনা, কেবল ২০১৫ আসরে ছিল না খুলনার কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি। ২০১২ সালে খুলনা রয়্যাল বেঙ্গলস নামে খেলতে এসে ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বিপক্ষে সেমিফাইনালে হেরেছিল দলটি। ২০১৩ আসরে তারা খুব বাজে মৌসুম কাটায়, যার প্রমাণ সাত দলের মধ্যে রয়্যাল বেঙ্গলসের সপ্তম হওয়া। এক মৌসুম অনুপস্থিত থাকার পর ২০১৬ সালে 'খুলনা টাইটানস' নামে ফিরে এসে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি কোয়ালিফায়ারে বিদায় নেয়। পরেরবার (২০১৭) আবার চরম বিপর্যয়ে পড়ে দলটি, পয়েন্ট তালিকার একেবারে তলানিতে (সাত নম্বরে) থেকে শেষ করে টুর্নামেন্ট। ২০১৯-২০ মৌসুমে বিসিবির ব্যবস্থাপনায় সাজানো দল নিয়ে বিশেষ বিপিএলের ফাইনালে রাজশাহী রয়্যালসের বিপক্ষে হেরে রানার্সআপ হয় খুলনা টাইগার্স যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে তাদের সেরা সাফল্য। ওখান থেকেই 'খুলনা টাইগার্স' নামটি স্থায়ী হয়ে যায়। ২০২২ আসরে এলিমিনেটরে ছিটকে যাওয়া খুলনা শেষ দুই বিপিএলে (২০২৩ ও ২০২৪) বেশ খারাপ করে পঞ্চম স্থান পায়।

'খুলনা রয়্যাল বেঙ্গলস' নামে যাত্রা শুরু করে এখন 'খুলনা টাইগার্স'। নামের মাঝে রয়েছে একটা আভিজাত্য ভাব। কিন্তু বিপিএলে মাঝে একবার রানার্সআপ হওয়া (২০১৯-২০) বাদে সেই অর্থে কখনোই খুলনার কাছ থেকে দুর্দান্ত নৈপুণ্যের সৌজন্যে শোনা যায়নি বাঘের গর্জন! এবার যাবে তো?

গত আসরে বরিশাল বুলসে খেলা মেহেদী হাসান মিরাজকে এনে মোটামুটি একটা স্কোয়াড দাঁড় করিয়েছে খুলনা টাইগার্স। কাগজে-কলমের হিসেবে একদমই শিরোপা জেতার মতো দল নয়। কিন্তু খেলাটা যেহেতু টি-টোয়েন্টি, কখন যে কী হয় কে জানে! নিজেরা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও অন্য দলগুলোর মাথাব্যথার কারণ হতেই পারে খুলনা।

অফস্পিন অলরাউন্ডার মিরাজ সবশেষ সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বাংলাদেশকে টেস্ট এবং ওয়ানডে উভয় সংস্করণেই নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই দুই ফরম্যাটে ব্যাটে-বলে অপরিহার্য হলেও স্পোর্টিং উইকেটে তাঁর টি-টোয়েন্টি সামর্থ্য নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আছে। অবশ্য বিপিএলে এবারের আগেও নিজের ক্যারিশমা দেখানো মিরাজ এবার আরও ঝলসে উঠতে পারেন। অফস্পিনে বলুন কিংবা ব্যাটিংয়ে, আছেন তো তিনি দারুণ ছন্দে। মিরাজের দলে আছেন আরেক বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার মাহফুজুর রহমান রাব্বি। যিনি মিরাজের মতোই বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মারকুটে ব্যাটসম্যান ও দক্ষ বাঁহাতি স্পিনার, পাকিস্তানের মোহাম্মদ নাওয়াজও অলরাউন্ডার। আছেন ইংল্যান্ডের পেস অলরাউন্ডার লুইস গ্রেগোরি। এই চার অলরাউন্ডারের উপস্থিতি খুলনাকে ভারসাম্যপূর্ণ একাদশ সাজাতে দারুণ সাহায্য করবে। তাছাড়া বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদও ইদানিং ঝড়ো ইনিংস খেলা আয়ত্ত করেছেন।

দৃষ্টিপাত করা যাক খুলনা টাইগার্সের ব্যাটিংয়ের দিকে। সেখানে ঢাকা মহানগরের হয়ে এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত খেলা ইনফর্ম নাঈম শেখ, মাহমুদুল হাসান জয়, আফিফ হোসেন, জিয়াউর রহমান ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনের পাশাপাশি রয়েছেন 'কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের ঘরের ছেলে' হয়ে ওঠা অভিজ্ঞ ইমরুল কায়েস। বিদেশিদের মধ্যে আফগানিস্তানের ওপেনার ইবরাহিম জাদরান ও দারবিশ রাসুলি এসে ব্যাটিং শক্তি বাড়াবেন। তাহলে আর বাকি থাকলো কি? ওহ-হো, পেস ডিপার্টমেন্ট। গতির বলে খুলনার একাদশের প্রথম নাম অবশ্যই হাসান মাহমুদ। ডানহাতি এই পেসার বাংলাদেশ দলের হয়ে চমৎকার একটা বছর কাটিয়ে নিজেকে অন্যভাবে মেলে ধরেছেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে দুর্ধর্ষ বোলিং করা আবু হায়দার রনি বিপিএলেও যদি তেমন ফর্ম অব্যাহত রাখতে পারেন, তাহলে প্রতিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের খবর আছে! অভিজ্ঞ পেসার রুবেল

হাসান মাহমুদ

মেহেদী হাসান মিরাজ

হোসেন তো সেভাবে খেলার মধ্যে নেই। তাই তিনি কতটা কী করতে পারবেন কি না পারবেন তা আগাম বলা যাচ্ছে না। উইকেট উপযোগী হলে দরকার মতো দু'চারটা ওভার করে দিতে পারবেন বিগ হিটার জিয়াউর রহমানও। বিদেশি পেসারদের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওশেইন টমাস ও পাকিস্তানের মোহাম্মদ হাসনাইনের গতি, সুইং ও অ্যাকোরেসি দারুণ।

খুলনা টাইগার্স স্কোয়াড

দেশি খেলোয়াড় : মেহেদী হাসান মিরাজ, আফিফ হোসেন, নাসুম আহমেদ, হাসান মাহমুদ, নাঈম শেখ, ইমরুল কায়েস, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, আবু হায়দার রনি, জিয়াউর রহমান, মাহফুজুর রহমান রাব্বি, মাহমুদুল হাসান জয়, রুবেল হোসেন।

বিদেশি খেলোয়াড় : ওশেইন টমাস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), মোহাম্মদ নাওয়াজ (পাকিস্তান), মোহাম্মদ হাসনাইন (পাকিস্তান), লুইস গ্রেগোরি (ইংল্যান্ড), দারবিশ রাসুলি (আফগানিস্তান), ইব্রাহিম জাদরান (আফগানিস্তান)।

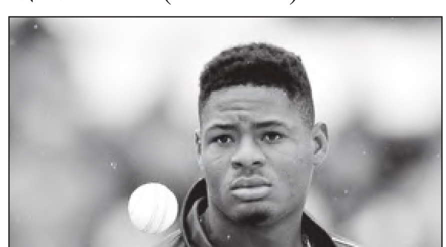

ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার ওশেইন টমাস

আশা আছে, ভরসা নেই!

মো. মুলতানুর রহমান

ফিরে দেখা...

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, বিপিএলে সবসময়ই 'নিচের সারির ফ্র্যাঞ্চাইজি' সিলেট! বেশির ভাগ আসরেই দলটির কপালে জুটেছে পয়েন্ট তালিকার তলানির দিকের জায়গা! ২০১২ সালে প্রথম বিপিএলে ষষ্ঠ হওয়া সিলেট রয়্যালস পরেরবার (২০১৩) কোয়ালিফায়ারে উঠেছিল। ২০১৫ আসরে নতুন নামে খেলতে আসা সিলেট সুপার স্টার্স হয়েছিল পঞ্চম। সিলেট ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশগ্রহণ ছিল না ২০১৬ বিপিএলে। এক আসরের বিরতির পর তারা ফিরে আসে 'সিলেট সিক্সার্স' নামে এবং ২০১৭ ও ২০১৯ সালে দলটি যথাক্রমে পাঁচ ও ছয় নম্বরে থেকে শেষ করে। ২০১৯-২০ আসরে 'সিলেট থান্ডার' পায় পয়েন্ট তালিকার সপ্তম স্থান! ২০২২ বিপিএলে ষষ্ঠ হয় সিলেট সানরাইজার্স। চমক দেখিয়ে ২০২৩ আসরের ফাইনালে উঠে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের কাছে হেরে রানার্সআপ হয় সিলেট স্ট্রাইকার্স। ২০২৪ সালে দলটি নেমে গিয়েছিল ৬ নম্বরে। এবার?

দুই মৌসুম আগে রানার্সআপ হওয়া একটা দল এবার তো শিরোপার আশা করতেই পারে, নাকি? তা করাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বপ্নপূরণের মিশন বাস্তবায়নের জন্য নিশ্চয় স্কোয়াডে তুখোড় সৈন্য-সামন্ত থাকা লাগে। প্লেয়ার ড্রাফটে এবার যে দল সাজিয়েছে সিলেট স্ট্রাইকার্স, তাতে ভালো কিছুর ভরসার জায়গা নেই বললেই চলে! এই দল নিয়ে কোনোভাবে প্লে-অফে নাম লেখাতে পারাই হবে বিরাট ব্যাপার।

গত দুই আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সকে নেতৃত্ব দেওয়া মাশরাফি মুর্তজা এবার খেলবেন কি না, কিংবা কিছু ম্যাচ খেললেও অধিনায়কত্ব করবেন কি না, তার ঠিকঠিকানা নেই। অনেক দিন ধরেই পেশাদার ক্রিকেটের বাইরে তিনি, নেই কোনো রকম প্রস্তুতিও। তার ওপর আবার পেস বোলার, অবশ্য কয়েকটা কদম দৌড়ে এসে বল তো করেন স্পিনারদের মতোই! স্রেফ নামের ভার আর তারকাখ্যাতির ওপর নির্ভর করে বড় আসরে মাঠে নামিয়ে দেওয়ার মতো হাস্যকর ঘটনা বিশ্বের অন্য কোনো টেস্টখেলুড়ে দেশে ঘটে কি না, কে জানে!

এবার সিলেটের দিকে ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখ থাকবে মূলত দুজনের কারণে- তানজিম হাসান সাকিব ও জাকের আলী অনিক। ডানহাতি পেসার সাকিব গতবারও খেলেছিলেন দলটিতে। আগের চেয়ে অনেক পরিণত তিনি, আছেনও বেশ ছন্দে। অন্যদিকে 'নিজের দল' সিলেটের হয়ে এবারই প্রথম বিপিএল খেলবেন জাকের আলী। ২৭ বছর বয়সী এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের বাংলাদেশ দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ২০২৪ সালে। গত বছর ওয়ানডে, টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি; তিন সংস্করণের ক্রিকেটেই মাতিয়েছেন জাকের। তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিং দেখা গেছে লাল ও সাদা উভয় বলের খেলায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও পেয়েছেন নজরকাড়া সাফল্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দুর্ধর্ষ ফর্ম যদি বিপিএলেও টেনে আনতে পারেন জাকের, তা হবে দারুণ ব্যাপার। জাকের আলী ও তানজিম সাকিবের পারফরম্যান্সের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে সিলেটের সাফল্য-ব্যর্থতা।

আলোচিত ওই দুজনকে একপাশে সরিয়ে রাখলে সিলেট স্ট্রাইকার্স দলটা একেবারেই সাদামাঠা। ব্যাটিংয়ে জাকির হাসান ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ সফল, যদিও তা টি-টোয়েন্টিতে নয়। রনি তালুকদার মারকুটে, তবে চরম অধারাবাহিক; সাম্প্রতিক সময়ে তেমন ফর্মেও নেই। অভিজ্ঞ আরিফুল হকের দিনকালও ভালো যাচ্ছে না, এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে একটি ইনিংস বাদে বলার মতো রান পাননি। ব্যাটিং নিয়ে বড় সমস্যায় পড়তে পারে সিলেট। সে ক্ষেত্রে তাকিয়ে থাকতে হবে বিদেশিদের দিকে। আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিং, স্কটল্যান্ডের জর্জ মানজি, যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারন জোন্স ও আফগানিস্তানের সামিউল্লাহ শেনওয়ারি- এরা সবাই 'ছোট দলের বড় তারকা'। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দীর্ঘকায় স্পিনার রাকিম কর্নওয়ালও সময় সময় ব্যাট হাতে ঝড় তুলতে সক্ষম। অবশ্য বোলিংয়ে কিছুটা ভালো অবস্থা সিলেটের। পেস অ্যাটাকে তানজিম সাকিবের সঙ্গে অভিজ্ঞ আল-আমিন হোসেন ও তরুণ রুয়েল মিয়া আছেন। ইংল্যান্ডের রিস টিপলিও হতে পারেন একটা বিকল্প। নাহিদুল ইসলাম, আরাফাত সানি ও নিহাদুজ্জামানের স্পিন সামর্থ্যের ওপর কিছুটা আস্থা রাখা যায়। প্রয়োজনবোধে মানজি, সামিউল্লাহ ও কর্নওয়ালও হাত ঘোরাতে পারবেন।

জাকের আলী অনিক

তানজিম হাসান সাকিব

সিলেট স্ট্রাইকার্স স্কোয়াড

দেশি খেলোয়াড় : জাকের আলী অনিক, তানজিম হাসান সাকিব, জাকির হাসান, রনি তালুকদার, মাশরাফি বিন মুর্তজা, আল-আমিন হোসেন, আরাফাত সানি, রুয়েল মিয়া, আরিফুল হক, নিহাদউজ্জামান, নাহিদুল ইসলাম, মেহেদী হাসান সোহাগ।

বিদেশি খেলোয়াড় : পল স্টার্লিং (আয়ারল্যান্ড), জর্জ মানজি (স্কটল্যান্ড), রাকিম কর্নওয়াল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), সামিউল্লাহ শেনওয়ারি (আফগানিস্তান), রিস টপলি (ইংল্যান্ড), অ্যারন জোন্স (যুক্তরাষ্ট্র)।

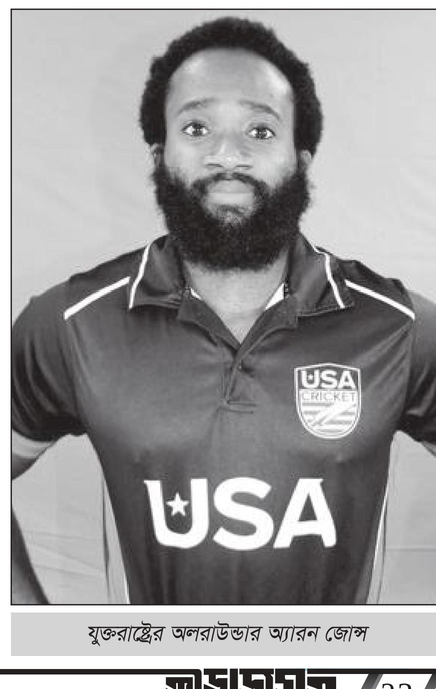

যুক্তরাষ্ট্রের অলরাউন্ডার অ্যারন জোন্স

তামিমের ‘বিধ্বংসী’ ফেরা, তবে...

রফিকুল ইসলাম কামাল

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর থেকেই তামিম ইকবাল বাংলাদেশ ক্রিকেটের এক আলোচিত চরিত্র। কখনো দুরন্ত সাহসে ডাউন দ্য উইকেটে ছক্কা হাঁকিয়ে, কখনো দারুণ ইনিংস খেলে, কখনোবা ব্যর্থতায় থেকেছেন আলোচনা-সমালোচনায়। তবে গেল প্রায় বছর দেড়েক ধরে এই বাঁহাতি মাঠের বাইরের নানা ঘটনাতেই মূলত আলোচিত। হুট করে অবসর, এরপর অবসর ভাঙার ঘোষণা, অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া–সব মিলিয়ে চট্টগ্রামের ছেলে আলোচনার রসদ জোগাতে কমতি রাখেননি! সময়ের সঙ্গে এসব ছাপিয়ে অপেক্ষা ছিল, তামিম ইকবাল আদৌ কি ব্যাট হাতে ক্রিকেটের ২২ গজে ফিরবেন, ফিরলে কখন। সেই অপেক্ষা ফুরিয়েছে। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাত মাসের প্রহর শেষে তামিম ফিরেছেন ক্রিজে। এনসিএল টি-টোয়েন্টি দিয়ে তার ফেরাও হয়েছে রীতিমতো ‘বিধ্বংসী’। কিন্তু তামিম কি জাতীয় দলে ফিরবেন?

বাংলাদেশ জাতীয় দলে তামিম ইকবাল ক্রমেই ব্যাটিং নির্ভরতা হিসেবে নিজেকে পরিচয় করিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না, তার মতো একজনের অবসর অবশ্যই সাড়ম্বরে হবে এমনটাই প্রত্যাশা করেন ক্রীড়ামোদিরা। কিন্তু ২০২৩-এর ৬ জুলাই সবাইকে অবাক করে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে বসেন তামিম ইকবাল! তিনি মূলত আগের বছরের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং সেটার মধ্যে ‘অস্বাভাবিক’ কিছু অন্তত প্রকাশ্যে ছিল না। সেদিন (৬ জুলাই) যখন তিনি ওয়ানডে ও টেস্ট থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে অবসরের ঘোষণা জানিয়ে দেন, তখন ‘অস্বাভাবিকতার’ ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পুরো বঙ্গে। তামিম প্রকাশ্যে কিছু বলেননি, কিন্তু দলের অভ্যন্তরে যে নানা ‘কূটচাল’ চলছিল, এমনকি ‘গ্রুপিং, উপগ্রুপিংয়ের’ কথাও শোনা যায়–এ সবকিছু যে তামিমের ওই সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করেছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ ক্ষেত্রে বোর্ড তথা বিসিবির তৎকালীন নেতৃত্বের ভূমিকা যে মোটেও সন্তোষজনক ছিল না, এটা টের পেতেও পণ্ডিত হওয়ার দরকার পড়েনি।

তবে নাটকীয়তার পর তামিম ইকবালের ‘অবসরক্ষণ’ বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। অবসর ঘোষণার পরদিনই মাশরাফি বিন মুর্তজার মধ্যস্থতায় তামিমের ডাক পড়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। সেখান থেকে বেরিয়ে তামিম জানান, তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছেন। দেড় মাসের বিশ্রাম শেষে তিনি ক্রিকেটে ফিরবেন। ‘নাটকের’ রেশ তখনো শেষ হয়নি। ওই বছরের আগস্টের শুরুতে তামিমের সঙ্গে বৈঠকে বসেন বিসিবির তৎকালীন সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। প্রায় দুই ঘণ্টার বৈঠক শেষে তামিম জানান, তিনি অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এরপর এশিয়া কাপ খেলেননি, নিউজিল্যান্ড সিরিজে দুটি ম্যাচ খেলেন। বিশ্বকাপের আগে আচমকা সরে দাঁড়ান দল থেকে। পরবর্তী সময়ে পদ্মা-যমুনায় বহু জল গড়িয়ে গেলেও বিসিবির সঙ্গে বনিবনা না হওয়া, মতপার্থক্য থাকাসহ নানা কারণে জাতীয় দলে আর ফেরা হয়নি তামিমের। তবে ঘরোয়া

ক্রিকেটে খেলায় ফিরেন এই বাঁহাতি। তিনি সর্বশেষ খেলেন লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে; চলতি বছরের ৬ মে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে প্রাইম ব্যাংকের হয়ে। এরপর প্রায় সাড়ে সাত মাসের বিরতি। এই লম্বা সময়ে তামিমকে ঘিরে ছিল নানা ধোঁয়াশা, নানা অনুচ্চারিত প্রশ্ন। গেল ৫ আগস্টের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের পর থেকে খোলনলচে বদলে যায় বিসিবি, সক্রিয় হতে শুরু করেন তামিম ইকবাল। ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে একাধিকবার তাঁকে দেখা গেছে। এতে গুঞ্জন ছড়ায় তিনি হতে যাচ্ছেন বিসিবির পরিচালক। তবে সম্প্রতি অনুশীলনে ফিরেন তামিম। বিপিএলকে সামনে রেখে প্রস্তুত করতে থাকেন নিজেকে। এরমধ্যে এনসিএল টি-টোয়েন্টি সামনে

অপরাজিত ছিলেন তামিম। ১৫ ডিসেম্বর এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে নিজের শেষ ম্যাচ খেলেন তিনি। বরিশালের বিপক্ষে সে ম্যাচে তামিমের ব্যাট যেন ছিল খাপছাড়া তলোয়ার! অবশ্য শুরুতে এমন আভাস মেলেনি। ম্যাচে শুরুর ১৮ বলে তামিমের রান ছিল ১৫। সেখান থেকে শেষমেশ ৫৪ বলে ৭টি চার আর ৬টি ছক্কায় ৯১ রানের বিধ্বংসী এক ইনিংস! এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে চার ম্যাচ খেলে ৬৩.৩৩ গড়ে ১৫০৭৯ স্ট্রাইক রেটে ১৯০ রান করেন তামিম ইকবাল। ২০টি চারের সঙ্গে তার ব্যাট থেকে দেখা মিলে ১০টি ছক্কার।

জল্পনা, গুঞ্জন, কানাঘুষা সব থামিয়ে তামিম ইকবাল ফিরেছেন ব্যাট হাতে। কিন্তু তিনি কি জাতীয় দলে ফিরতে চান? ফিরতে পারবেন? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পনেরো হাজারের বেশি রান করা এই বাঁহাতি যে ফুরিয়ে যাননি, সেই আভাস দিয়েছেন এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে। বিসিবির বর্তমান পরিষদও তাকে জাতীয় দলে ফেরাতে চায়। কিন্তু তামিম নিজে ফিরতে আগ্রহী কি না, সেটা বড় এক প্রশ্ন। কারণ, বিসিবির আগের কমিটির সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা হলেও লাল-সবুজের জার্সিতে দেখা যায়নি তামিমকে। তার ফেরা প্রসঙ্গে জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু গেল মাসের মাঝামাঝি সময়ে বলছিলেন, ‘তামিম ইকবাল খেলা শুরু করেছেন, এটা খুব আশার একটা আলো। আমার বিশ্বাস, খুব দ্রুত আমরা এটা অবহিত হতে পারব যে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য তিনি এভেইলেবল থাকবেন কিনা। যদি থাকেন তাহলে তো দারুণ।’

চলে আসায় এখানেই খেলে দীর্ঘ বিরতির পথে যতিচিহ্ন আঁকেন তিনি।

এনসিএল টি-টোয়েন্টির সব ম্যাচ হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দুটি গ্রাউন্ডে। গত ১১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগের হয়ে রংপুরের বিপক্ষে মাঠে নামেন তামিম ইকবাল। তবে সেদিন তাঁর ফেরাটা ভালো হয়নি। তিনটি সিঙ্গেল, একটি বাউন্ডারি, এরপর ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে একটি ছক্কা–১০ বলে ১৩ রানে শেষ হয় তাঁর ইনিংস। তবে নিজের সেরা রূপ পরদিনই চিনিয়ে দেন এই বাঁহাতি। এবার প্রতিপক্ষ সিলেট বিভাগ। ব্যাটিংয়ে শুরু থেকেই দেখা মিলে আত্মবিশ্বাসী তামিমের। পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ, ইবাদত হোসেন চৌধুরী, আবু জায়েদ রাহী, অফ স্পিনার নাঈম হাসানদের বল আঁচড়ে ফেলেন সীমানার বাইরে। বাঁহাতি স্পিনার মাহফিজুর রহমান রাব্বির বলে পুল করে চার মেরে ২৭ বলে ৫০ করেন তামিম। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটি ছিল তাঁর ৫০তম ফিফটি। অর্ধশতকে পা রাখার পরের দুই বলেই ডাউন দ্য উইকেটে দুটি ছয় মেরে পুরোনো সেই আগ্রাসী সময়কে মনে করিয়ে দেন তামিম। পেসার তোফায়েল আহমদকে ছক্কায় উড়াতে গিয়ে থামে তার ৩৩ বলে ৮টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৬৫ রানের দারুণ ইনিংস। পরের ম্যাচে চট্টগ্রামের প্রতিপক্ষ ঢাকা মাত্র ৬৪ রানে অলআউট হয়। ছোট্ট লক্ষ্য ছুঁতে তাড়াহুড়া করেননি তামিম ইকবাল ও মাহমুদুল হাসান জয়। ১০ উইকেটের জয়ে ২৯ বলে ২১ রানে

নতুন রূপের বিসিবির সঙ্গে তামিমের মতপার্থক্য থাকবে না, এমনটাও আশা করছেন লিপু, ‘আপনারা জানেন আগে ভিন্ন একটা বোর্ড ছিল, মতপার্থক্য ছিল, অনেক বিষয় ছিল। আমার বিশ্বাস, এই নতুন বোর্ডের অধীনে একটা আশার আলো তো দেখাই যাচ্ছে যে তিনি ক্রিকেট মাঠে ফেরত এসেছেন একটা আশা নিয়ে যে বড় টুর্নামেন্টের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। আমরা নিশ্চয়ই তার সঙ্গে আলাপ করার পর্যায়ে চলে গেছি। এখন বোর্ড ও নির্বাচকদের সমন্বিতভাবে বসে আলাপ করাটা, এটার (তামিমের ফেরা) একটা পথ সুগম করবে।’ তবে তামিমের ফিটনেসে ঘাটতি দেখছেন প্রধান নির্বাচক। এখানে তাকে কাজ করতে হবে বলেও মত দিয়েছেন তিনি, ‘তামিমকে আরও শাণিত হতে হবে। ফিটনেস আরও উন্নতি করতে হবে। যখন সে একটা বিষয় আকাঙ্ক্ষা করবে... একটা ক্রিকেটার যখন এতদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছে সে নিশ্চয়ই জানে বৈশ্বিক আসরে খেলার জন্য নিজেকে কিভাবে শাণিত করতে হয়, প্রস্তুত করতে হয়।’ এ ক্ষেত্রে বোর্ড তাঁকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলেও জানান লিপু।

তামিম খেলার মধ্যে ফিরেছেন, রান করেছেন, ফিটনেস নিয়ে কাজ করছেন, বোর্ড তাকে চায়, সহযোগিতা করতে প্রস্তুত–সবই চলছে মসৃণভাবে। দৃশ্যপটের পরের চিত্র কি হবে, আপাতত অপেক্ষায় তোলা থাকছে।

চূড়ায় যিনি, তলানিতেও তিনি!

মো. মাহবুবুর রশিদ

অদ্ভুত এক যুগলবন্দী! টেস্টে বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক সেঞ্চুরি ও সবচেয়ে বেশি 'ডাক'; একই সঙ্গে চূড়া আর তলানিতে মুমিনুল হক!

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের হয়ে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করেছেন কে?

সাদা পোশাকে টাইগার দলের সবচেয়ে বেশি 'ডাক' মারার রেকর্ড কার?

প্রশ্ন দুটি, উত্তর কিন্তু একটিই- মুমিনুল হক!

লাল বলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নামের পাশে ১৬টি শূন্য নিয়ে মোহাম্মদ আশরাফুলের সঙ্গে যুগ্মভাবে রেকর্ড ভাগাভাগি করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিলেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। অ্যান্টিগায় প্রথম টেস্টে ৫০ ও ১১ রান করা মুমিনুল দ্বিতীয় টেস্টে মেরে বসেন 'ডাক', তাও আবার একটা নয়, দুটো! কিংস্টনের স্যাবিনা পার্কে প্রথম ইনিংসে ওয়ানডাউনে নেমে ৬ বল খেলে রানের খাতা খোলার আগেই কেমার রোচের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ তুলে দেন। দ্বিতীয় ইনিংসে 'পরিস্থিতির কারণে' ব্যাটিং অর্ডার বদলে ৮ নম্বরে নামানো হলেও দুর্ভাগ্য বদলায়নি মুমিনুলের, সেই রোচের মুখোমুখি হওয়া চতুর্থ বলেই শূন্য রানে হন ক্যাচ আউট। একজন স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান যদি জোড়া ডাক অর্থাৎ 'চশমা' পেয়ে যান একটা ম্যাচে, তবে তো তাঁর দল ১১ জনের বদলে আসলে ১০ জনের হয়ে যায়! ভাগ্যিস মুমিনুলের দুই শূন্যের পরও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ১০১ রানে হারিয়ে অবিস্মরণীয় এক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের ক্রিকেটের 'প্রথম সুপারস্টার' মোহাম্মদ আশরাফুল তাঁর ৬১ টেস্টের ক্যারিয়ারে ১১৯ ইনিংসে ব্যাটিং করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন ১৬ বার। ২০১৩ সালে শেষবার টেস্ট খেলার আগ থেকেই এই সংস্করণে বাংলাদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশি 'ডাক' মারার রেকর্ড উপভোগ করা আশরাফুলকে প্রায় এক যুগ পর মুমিনুল ছুঁয়ে ফেলেন গত অক্টোবরে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে কিংস্টনে উভয় ইনিংসে রানের খাতা খুলতে না পারা মুমিনুল সব মিলিয়ে ১৮ বার (৬৯ টেস্টের ১২৯ ইনিংসে) 'ডাক' মেরে এককভাবে রেকর্ডের মালিকানা নিজের করে নিয়েছেন। বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন ৩ জন- পেসার সৈয়দ খালেদ আহমেদ (১৫ ম্যাচের ২৬ ইনিংসে), বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম (৫১ ম্যাচের ৮৮ ইনিংসে) ও মুশফিকুর রহিম (৯৪ ম্যাচের ১৭৪ ইনিংসে)।

সর্বাধিক 'ডাক' মারার লজ্জার রেকর্ডের পাতায় নাম লেখানোর আগেই অবশ্য মুমিনুল হক গড়েছেন দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করার রেকর্ড। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ১৩টি শতরান, যা বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ। টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১১টি সেঞ্চুরি করেছেন মুশফিকুর রহিম, তামিম ইকবালের সেঞ্চুরি সংখ্যা ১০।

কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! টেস্টে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরির মালিক যিনি, এই সংস্করণে তিনিই আবার মেরেছেন সর্বাধিক ডাক! মুমিনুল হক অবশ্য বলতেই পারেন, গৌরব ও লজ্জার এমন বিপরীতধর্মী রেকর্ডে তিনি তামিম ইকবালকে 'ফলো' করেছেন! অনেক দিন ধরে স্বেচ্ছায় জাতীয় দলের বাইরে থাকা এই অভিজ্ঞ বাঁহাতি ওপেনার ২৪৩ ওয়ানডের ক্যারিয়ারে সেঞ্চুরি করেছেন ১৪টি, 'ডাক' মেরেছেন ১৯টি। এই সংস্করণে বাংলাদেশের হয়ে উভয়ক্ষেত্রেই যা সর্বোচ্চ। ওয়ানডেতে ৯টি করে সেঞ্চুরি নিয়ে দুইয়ে রয়েছেন সাকিব আল হাসান (২৪৭ ম্যাচে) ও মুশফিকুর রহিম (২৭২)। আর ১৮ শূন্য রানে আউট হয়ে দুই নম্বরে রয়েছেন সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার সুমন (১১১ ম্যাচে)। অবশ্য ৯৪ ওয়ানডেতে ইতিমধ্যেই ১৫টি 'ডাক' মেরে যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন লিটন দাস, যদি এরপরও এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানকে এই সংস্করণের দলে রাখেন নির্বাচকরা; তাহলে তামিম ও হাবিবুলকে টপকে শিগগিরই শূন্যের তালিকার শীর্ষে উঠে যেতে পারে তাঁর নাম!

এত কিছু যখন বলা হলোই, তাহলে টি-টোয়েন্টির কথা বাদ যাবে কেন? সংক্ষিপ্ত সংস্করণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাধিক ১৩ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড সৌম্য সরকারের (৮৭ ম্যাচে), যা যুগ্মভাবে বিশ্ব রেকর্ডও! এ ক্ষেত্রে ৯টি 'ডাক' মেরে তালিকার ২ নম্বরে সাকিব আল হাসান (১২৯ ম্যাচে) এবং তিনে মুশফিকুর রহিম (১০২ ম্যাচে শূন্য ৮টি)। এই ফরম্যাটে ৬টি 'ডাক' মারা তামিম ইকবাল (৭৪ ম্যাচে) বাংলাদেশের একমাত্র টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরিয়ান (ভারতে অনুষ্ঠিত ২০১৬ বিশ্বকাপে ধর্মশালায় ওমানের বিপক্ষে ৬৩ বলে অপরাজিত ১০৩ রান)।

পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, টেস্টে সর্বাধিক ৪৩ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক পেসার কোর্টনি ওয়ালশের (১৩২ ম্যাচের ১৮৫ ইনিংসে), দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৯টি 'ডাক' মেরেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড (১৬৭ ম্যাচের ২৪৪ ইনিংসে)। ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি ৩৪ বার রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন শ্রীলঙ্কার এককালের মারকুটে ব্যাটসম্যান সনাৎ জয়াসুরিয়া (৪৪৫ ম্যাচে), ৩০ শূন্য নিয়ে দুইয়ে পাকিস্তানের শহীদ আফ্রিদি (৩৯৮ ম্যাচে)। টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ১৩টি করে 'ডাক' মেরে তালিকার শীর্ষে যুগ্মভাবে ৫ জন- বাংলাদেশের সৌম্য সরকার, শ্রীলঙ্কার দাসুন শানাকা, আয়ারল্যান্ডের পল স্টারলিং এবং রুয়ান্ডার জাপ্পি বিমেনিমানা ও কেভিন ইরাকোজি। ১২ শূন্য নিয়ে দুইয়ে আয়ারল্যান্ডের কেভিন ও'ব্রায়েন ও ভারতের রোহিত শর্মা।

বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি ও সর্বাধিক শূন্য, বিপরীতধর্মী দুটো রেকর্ডেরই মালিক তামিম ইকবাল!

বিদায়ী বছরের ফিরে দেখা ক্রীড়াঙ্গন

মোরসালিন আহমেদ

বিদায়ী বছরে ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনে আলোচিত ঘটনাবলির মধ্যে ছিল জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা হিসেবে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এর দায়িত্ব গ্রহণ, তাঁর নির্দেশক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সার্চ কমিটি গঠন, ক্রীড়াঙ্গন সংস্কার, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া সংস্থা ভেঙে ফেলা, ৪৫টি ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতিকে অব্যাহতি-অপসারণ করা, বিভিন্ন ফেডারেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও ফেডারেশনগুলো পুনর্গঠন, ফেডারেশনগুলো থেকে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তাদের সরিয়ে আনা, ৩২ ফেডারেশনের অর্থ ছাড় স্থগিত, ক্রীড়া পরিদপ্তর ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে রদবদল, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের নামে উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ ঘোষণা। গত বছর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ক্রীড়াঙ্গনের নানা সেক্টরে সংস্কার কার্যক্রম শুরু হওয়ায় ক্রীড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই নতুন ক্রীড়াঙ্গন গড়ার স্বপ্ন দেখছেন।

এদিকে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া দায়িত্ব পাওয়ার পরপরই ক্রীড়াঙ্গন ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ টাওয়ার মিলনায়তনে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার ক্রীড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে ২ সেপ্টেম্বর ও ২৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংগঠক, কোচ, রেফারি ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে মতবিনিময় করে দেশের ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা কামনা করেন। এর আগে ক্রীড়াঙ্গনে অসঙ্গতি অনুসন্ধানে ২৯ আগস্ট ৫ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করে ফেডারেশনসমূহ সংস্কারের উদ্যোগ নেন। ইতিমধ্যে ৯টি ফেডারেশন ব্রিজ, টেনিস, স্কোয়াশ, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, বাস্কেটবল, দাবা ও হকি বিদ্যমান নির্বাহী কমিটি ভেঙে অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট অ্যাডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সার্চ কমিটির কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

গলফ : ভারতের আসামে ইন্ডিয়ান ওয়েল সার্ভো মাস্টার্স গলফ টুর্নামেন্টে জামাল হোসেন মোল্লা চ্যাম্পিয়ন হন। ভারতের পিজিটিআই টুর্নামেন্টে এটা তাঁর পঞ্চম শিরোপা। ৮৫ লাখ ভারতীয় রুপি প্রাইজমানি টুর্নামেন্টে দেশের অন্যতম গলফার জামাল চ্যাম্পিয়ন হয়ে পেয়েছেন ১২ লাখ ৭৫ হাজার রুপি।

দাবা : ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড় সিক্স ডে বুদাপেস্ট টু ইয়ার্স গ্র্যান্ডমাস্টার্স টুর্নামেন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে অভাবনীয় সাফল্যের পাশাপাশি সবশেষ তৃতীয় নর্ম পূরণ করে আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব লাভ করেন। ভিয়েতনামে হ্যানয় গ্র্যান্ডমাস্টার-৩ টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম অর্জন করেন। এলিগেন্ট ইন্টারন্যাশনাল চেস অ্যাকাডেমি গ্র্যান্ডমাস্টার এসপিরেন্ট-২ টুর্নামেন্ট ও সিক্স ডে বুদাপেস্ট টু ইয়ার্স ২০২৪ গ্র্যান্ডমাস্টার্স 'সি' ক্যাটাগরি দাবায় ফাহাদ চ্যাম্পিয়ন হন। ওয়েস্টার্ন এশিয়ান জুনিয়র টুর্নামেন্টে ফিদেমাস্টার মনন রেজা নীড় ব্রোঞ্জ, ওয়েস্টার্ন এশিয়ান ইয়ুথ টুর্নামেন্ট স্ট্যান্ডার্ড ইভেন্টে সাকলাইন মোস্তফা সাজিদ স্বর্ণ, ওয়ারিসা হায়দার ব্রোঞ্জ, র‍্যাপিডে নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু রৌপ্য এবং ব্লিটজে নীড় রৌপ্য ও খুশবু রৌপ্য পদক লাভ করেন। হাঙ্গেরিতে সিক্স ডে বুদাপেস্ট সেপ্টেম্বর ২০২৪ আন্তর্জাতিক মাস্টার্স টুর্নামেন্টে নারী ফিদেমাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ প্রথম নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্ম পূরণ করেন। ভারতে করিমগঞ্জ আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় ফিদেমাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ইমন রানারআপ। এশিয়া প্যাসিফিক বধির দাবা প্রতিযোগিতায় মো. ওবায়দুল ইসলাম শাহীন অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন। তবে বিশ্বদাবার সর্বোচ্চ দলগত আসর ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে সবচেয়ে বাজে ফল করে বাংলাদেশ জাতীয় দাবা দল। ১১ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে ওপেন বিভাগে ৭৮তম আর নারী বিভাগে ৮১তম হয়ে ১৩ সদস্যের বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট অলিম্পিয়াড শেষ করে। অতীতে দলের উত্থান-পতন থাকলেও এতটা নিম্নমুখী ফল কখনো হয়নি।

কাবাডি : বঙ্গবন্ধু কাপ আন্তর্জাতিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়। লাল-সবুজ দলের এটি টানা চতুর্থ শিরোপা ছিল। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এ আসরে ইউরোপ মহাদেশ থেকে পোল্যান্ড, আফ্রিকা মহাদেশ থেকে কেনিয়া ও উগান্ডা এবং এশিয়া মহাদেশ থেকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও স্বাগতিক বাংলাদেশসহ ১২টি দেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

হকি : বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় হকি দল গত জুনে সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপে অপরাজিত

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা হিসেবে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার দায়িত্ব গ্রহণ

চ্যাম্পিয়ন হয়ে নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওমানের মাসকাটে জুনিয়র এশিয়া কাপে পঞ্চম হয়ে প্রথমবারের মতো জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এদিকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় নারী হকি দল গত জুনে সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপে রানার্সআপ হয়ে দারুণ চমক দেখায়। এর ফলে ডিসেম্বরে ওমানের মাসকাটে প্রথমবারের মতো জুনিয়র এশিয়া কাপে অংশগ্রহণ করে দশ দলের মধ্যে নবম স্থান লাভ করে।

জুডো : ভুটানে জিতা-কিওই আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতায় দিপু দেওয়ান দুটি স্বর্ণপদক জয় করেন।

কারাতে : দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে কমনওয়েলথ কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ৩টি পদক জয় করে। কুমিত ৫২ কেজি ওজন শ্রেণিতে আদম চৌধুরী স্বর্ণ ও ব্যক্তিগত কাতা ইভেন্টে ব্রোঞ্জ এবং ভেটেরান ইভেন্টে সৈয়দ নুরুজ্জামান স্বর্ণপদক লাভ করেন।

বক্সিং : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জিনাত ফেরদৌস দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক ও পোল্যান্ডে আন্তর্জাতিক বক্সিং প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন।

টেনিস : ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৪ টেনিস এককে কাব্য গায়েন চ্যাম্পিয়ন, দ্বৈতে কাব্য গায়েন ও মুশফিকুর রহমান জুটি চ্যাম্পিয়ন এবং আকাশ হোসেন ও রাজীব হোসেন জুটি রানার্সআপ, বালিকা এককে সুমাইয়া আক্তার রানার্সআপ ও দ্বৈতে সুমাইয়া আক্তার ও হুমায়রা হায়দার জারা রানার্সআপ এবং নেপালে এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১২ বালিকা বিভাগে দলগত ব্রোঞ্জপদক জয় করে।

বাশাআপ : চার দেশের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার আন্তর্জাতিক বিজি কারাতে বাংলাদেশ ১২টি স্বর্ণপদকসহ দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়। ভারতে পুনে এশিয়ান গোজোরিউ কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ৩টি স্বর্ণ, দুটি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে।

টার্গেট বল : নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান টার্গেট বল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ ও জাতীয় নারী দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

সাউথ এশিয়ান স্কুল কমব্যাট গেমস : নেপাল, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও স্বাগতিক বাংলাদেশসহ ৪ দেশের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথম সাউথ এশিয়ান স্কুল কমব্যাট গেমসে বাংলাদেশ ১৩টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য ও ১৭টি ব্রোঞ্জসহ ৪৬টি পদক জিতে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

অ্যাথলেটিকস : ইরানে এশিয়ান ইনডোর অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে স্প্রিন্টার জহির রায়হান রৌপ্য ও হাই জাম্পার মাহফুজুর রহমান ব্রোঞ্জপদক জিতেন। মালয়েশিয়ায় ছায়া-মাটা মালয়েশিয়ান ওপেন অ্যাথলেটিকসে ১টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ জয় করে। ভারতে অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দলগত রানার্সআপ হয়েছে।

ভলিবল : আন্তর্জাতিক ভলিবল টুর্নামেন্টে স্বাগতিক বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লাল দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

হ্যান্ডবল : ভারতে অনুষ্ঠিত আইএইচএফ আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা অনূর্ধ্ব-১৮ ও অনূর্ধ্ব-২০ বালক উভয় বিভাগে বাংলাদেশ রানার্সআপ হয়েছে।

আর্চারি : ইরাকে এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র‌্যাংকিং স্টেজ-১ টুর্নামেন্টে ২টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ, তুরস্কে ফাইনাল ওয়ার্ল্ড কোটা প্লেস টুর্নামেন্টে সাগর ইসলাম রিকার্ভ এককে রৌপ্য ও চায়নিজ তাইপে এশিয়ান যুব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে আবদুর রহমান আলিফ রৌপ্যপদক জয় করেন।

উশু : চীনে আমন্ত্রণমূলক উশু টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ২টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জসহ মোট ৬টি পদক জয় করে।

স্কোয়াশ : এনএসআরএ ইন্টার ক্লাব আন্তর্জাতিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্টের তৃতীয় আসরে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশ পুরুষ দল ও নারী দল দলগত রানার্সআপ হয়ে উভয় বিভাগে দুটি রৌপ্যপদক জয় করে।

সেপাক টাকরো : ৩৭তম কিংস কাপ সেপাক টাকরো ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ ২টি রৌপ্য ও ৫টি ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। এর মধ্যে হুপ ইভেন্টে নারী দল এবং মিক্সড ইভেন্টে রৌপ্যজয় করে। তবে কোয়াড ও হুপ ইভেন্টে পুরুষ দল, রেগু ও কোয়াড ইভেন্টে নারী দল এবং মিক্সড রেগু ইভেন্টে ব্রোঞ্জপদক লাভ করে।

মহিলা ক্রীড়া সংস্থা : নারী ক্রীড়া উন্নয়নে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা কাজ করছে। বিভিন্ন সময় এ সংস্থাটি বছরজুড়ে বিভিন্ন ক্রীড়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে।

অলিম্পিক গেমস : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ৩৩তম গ্রী® §কালীন অলিম্পিক গেমসের চার ডিসিপ্লিনে দেশসেরা পাঁচ তারকা ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে আর্চার সাগর ইসলাম ওয়ার্ল্ড কোটা প্লেস রিকার্ভ এককে রৌপ্য জয়ের মধ্য দিয়ে অলিম্পিকে সরাসরি সুযোগ পেয়েছেন। তিনি রিকার্ভ ইভেন্টে লক্ষ্যভেদের নিশানায় বাছাইপর্বেই বাদ পড়েন। অপর চার ক্রীড়াবিদ 'ওয়াইল্ড কার্ড' নিয়ে অলিম্পিকে অংশ নেন। এর মধ্যে অ্যাথলেট ইমরানুর রহমান ১০০ মিটার স্প্রিন্টে, শুটার রবিউল ইসলাম ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে এবং দুই সুইমার সোনিয়া আক্তার ৫০ মিটার ফ্রিস্টাইল ও সামিউল ইসলাম ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু সবাই হিটে বিদায় নেন।

প্যারা অলিম্পিক গেমস : বাংলাদেশ ১৬ বছর পর প্যারা অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে দেশের দুই জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্যারা অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে ঝুমা আক্তার প্রথমবারের মতো যোগ্যতার মাপকাঠিতে সরাসরি খেলার সুযোগ পান। অপর ক্রীড়াবিদ আল আমিন বিশেষ কোটায় অংশ নেন। এ দুই আর্চার বাছাইপর্ব উতরাতে পারেননি। সর্বশেষ লাল-সবুজের দল ২০০৮ সালে অংশগ্রহণ করেছিল।

লিজেন্ড অব এআইপিএস এশিয়া অ্যাওয়ার্ড : এশিয়ার ক্রীড়া সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ সংস্থা এআইপিএস এশিয়া পাক্ষিক ক্রীড়াজগত পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলালকে 'লিজেন্ড অব এআইপিএস এশিয়া অ্যাওয়ার্ড'-এ সম্মানিত করেছে। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে এআইপিএস এশিয়ার কংগ্রেসে এশিয়ার ৬ জন বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিককে তাদের আজীবন কর্মকাণ্ডের জন্য এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। অপর ৫ জন সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত ও নেপালের।

বিবিধ ক্রীড়া : বিদায়ী বছরে শুটিং, সাঁতার, ভারোত্তোলন, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ভলিবল, জিমন্যাস্টিকস, রাগবি, বেসবল-সফটবল, আন্তর্জাতিক পরিসরে অংশগ্রহণ করলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী খুব একটা এগোতে পারেনি। এমনকি তায়কোয়ানডো, সাইক্লিং, রোলার স্কেটিং, ক্যারম, রোইং, কুস্তি, শরীর গঠন, বিলিয়ার্ড অ্যান্ড স্নুকার, ব্রিজ, ফেন্সিং, ঘুড়ি, কিকবক্সিং, মাউন্টেনিয়ারিং, সার্ফিং, ব্যুস্থান ও আন্তর্জাতিক তায়কোয়ানদো খুব একটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পায়নি। এর মধ্যে কিছু কিছু ডিসিপ্লিন সীমিতভাবে অংশগ্রহণ করলেও তেমন সাফল্য পাওয়া যায়নি। এদিকে বাস্কেটবল, খো খো, ইয়োগা, চুকবল, থ্রোবল, জুজুৎসু, বধির ক্রীড়া সংস্থা, মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন ও ন্যাশনাল প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ খুব একটা সরব দেখা যায়নি। অপর দিকে বাংলাদেশ কান্ট্রি গেমস অ্যাসোসিয়েশন ঘরোয়া ক্রীড়াঙ্গনের হারিয়ে যাওয়া নানারকম ক্রীড়াকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি সেগুলো প্রচলনে নতুন করে উদ্যোগ নিতে লক্ষ করা গেছে।

না ফেরার দেশে : স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ও জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু বিদায় বছর পাড়ি জমান না ফেরার দেশে। এর আগে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের আরও চার সদস্য বিদায় নেন এক এক করে আমিনুল ইসলাম সুরুজ, সাইদুর রহমান প্যাটেল, বিমল কর ও ফজলে সাদাইন খোকন। সেই সঙ্গে মোহামেডানের সাবেক অধিনায়ক জহিরুল হক ও জাতীয় নারী ফুটবল দলের রাজিয়া খাতুন। এ ছাড়া কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণজয়ী শুটার আতিকুর রহমান, এস এ গেমসের স্বর্ণজয়ী শুটার সাদিয়া সুলতানা, দেশের দ্বিতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগঠক কে ইউ আকসির, ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক আলমগীর খান আলো, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রথম সচিব কাজী আনিসুর রহমান, দাবা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন রেজা হাই, হকি ফেডারেশনের সহসভাপতি মোহাম্মদ ইউসুফ, ফজলুল ইসলাম ওরফে ফজলু ওস্তাদ, আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন আম্পায়ার ইসমাইল নজীর রাসেল ও দুই ক্রীড়া সাংবাদিক অঘোর মণ্ডল ও মাহমুদুল হক না ফেরার দেশে পাড়ি জমান।

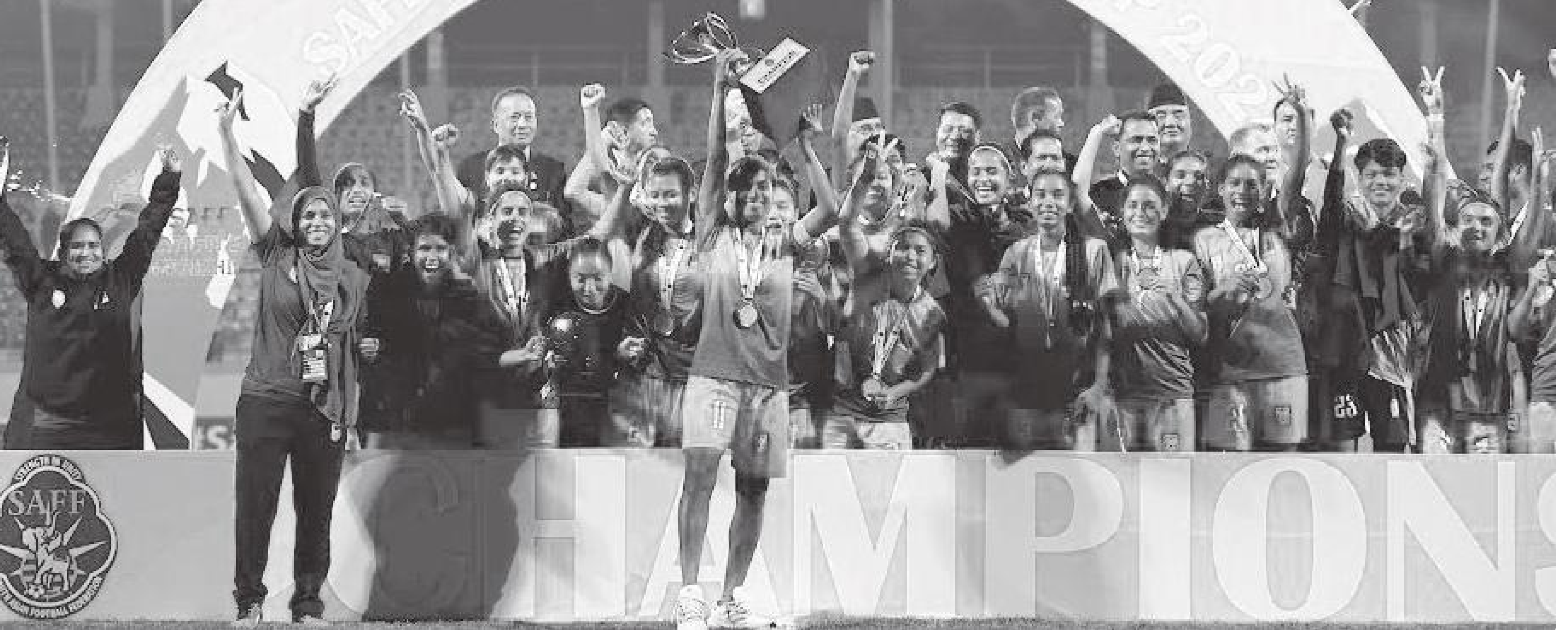

ফুটবলে মেয়েদের সাফল্যের বছর

মো. সামীম সরদার

কালের পরিক্রমায় শেষ হয়েছে আরেকটি বছর। ৩১ ডিসেম্বর সুর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে ২০২৪ সাল। স্বাগতম ২০২৫। বিদায়ী বছরে কেমন ছিল দেশের ফুটবল? ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ফুটবলে দেওয়া যাক একনজর। গত বছর ফুটবলের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল নারীদের প্রতিযোগিতায়। নারী জাতীয় ফুটবল দল দ্বিতীয়বারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নেপালের কাঠমান্ডুতে হওয়া দক্ষিণ এশিয়ার এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখে সাবিনা-ঋতুপর্ণা চাকমারা।

সিনিয়র দলের পাশাপাশি মেয়েদের জুনিয়র দলেরও সাফল্য ছিল ২০২৪ সালে। ঢাকায় হওয়া সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতের সঙ্গে। অনূর্ধ্ব-১৬ সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপেও বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এ বছর সাফ জিতেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ বালক দলও। অর্থাৎ বিদায় নেওয়া বছরে বাংলাদেশ চারটি ট্রফি জিতেছে সাফ অঞ্চলে। যার তিনটিই নারী ফুটবলে।

ফুটবলে এবার ছিল নির্বাচনের বছর। দীর্ঘ ১৬ বছর পর অবসান হয়েছে কাজী মো. সালাউদ্দিনের রাজত্ব। তিনি অবশ্য নির্বাচনই করেননি। নতুন সভাপতি হয়েছেন সাবেক ফুটবলার তাবিথ আউয়াল। নারী ফুটবলে সাফল্য এলেও যথারীতি হতাশার চিত্র পুরুষ জাতীয় দলে। ২০২৪ সালে জাতীয় দল ৮ ম্যাচ খেলে জিতেছে মাত্র দুটি। তাও ভুটান ও মালদ্বীপের বিপক্ষে।

নারী ফুটবল লিগে এবার খেলেনি টানা তিনবারের চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস। জাতীয় দলের সিংহভাগ খেলোয়াড় নিয়ে এবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে চমক দেখিয়েছে নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। ফুটবলে আরেকটি বড় খবর ছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লেস্টার সিটিতে খেলা হামজা চৌধুরীকে বাংলাদেশের জার্সি গায়ে খেলাতে ফিফার অনুমতি দেওয়া।

বিদায়ী বছরে চিরবিদায় নিয়েছেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টু। এ বছরে বাফুফে নিজেদের করে পেয়েছে দেশের অন্যতম ক্রীড়া স্থাপনা চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামকে। সরকার ১০ বছরের জন্য এই স্টেডিয়াম ফুটবলকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

সাবিনাদের সাফ জয়

গত বছর ১৭ থেকে ৩০ অক্টোবর নেপালের কাঠমান্ডুতে বসেছিল নারীদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। চ্যাম্পিয়নের লেবাস পড়ে এবার অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ। যথারীতি চ্যাম্পিয়ন হয়েই ঘরে ফেরেন সাবিনারা। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে ভারতকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। সেমিফাইনালে পাত্তাই পায়নি ভুটান। বাংলাদেশ জিতেছিল ৭-১ গোলে। ফাইনালে বাংলাদেশের কাছে ২-১ গোলে পরাজিত হয় নেপাল।

যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল

গত বছর ২ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বসেছিল সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। চার দলের এই টুর্নামেন্ট হয়েছিল লিগভিত্তিক। নেপালকে ৩-১, ভারতকে ১-০ ও ভুটানকে ৪-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ও ভারতের ফাইনাল লড়াই ছিল ঘটনাবহুল। নির্ধারিত সময়ের খেলা ১-১ গোলে শেষ হলে শিরোপা নির্ধারণ হয় টাইব্রেকারে। সেখানেও ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়নি। দুই দলই করে ১১টি করে গোল। তারপর নানা নাটক। পরে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন বাংলাদেশ ও ভারতকে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে।

কাঠমান্ডু জয় অনূর্ধ্ব-১৬ নারী দলের

১ থেকে ১০ মার্চ নেপালের ললিতপুরে বসেছিল সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। কিশোরীরাও হিমালয়ের দেশ থেকে ফিরেছিলেন ট্রফি হাতে।চার দেশের এই টুর্নামেন্টেও বাংলাদেশ সব ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল। নেপালকে ২-০, ভারতকে ৩-১ ও ভুটানকে ৬-০ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ ফাইনালে উঠেছিল। এই ফাইনালেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল। ভারতের বিপক্ষে ফাইনালের নির্ধারিত সময়ের খেলা ড্র ছিল ১-১ গোলে। টাইব্রেকারে বাংলাদেশ জিতেছিল ৩-২ গোলে।

বালক অনূর্ধ্ব-২০ দলের প্রথম শিরোপা

আগস্টে নেপালে বসেছিল সাফের আরেকটি আসর। বালক অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপও বাজিমাত করে বাংলাদেশ। ৬ দলের লড়াইয়ের ফাইনালে বাংলাদেশের যুবারা ৪-১ গোলে হারায় স্বাগতিক নেপালকে। গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ও ভারতের কাছে হেরে সেমিফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ১-১ গোলে ভারতের বিপক্ষে ড্র করে টাইব্রেকার জেতে ৪-৩ গোলে। ফাইনালে নেপালকে কোনো পাত্তা না দিয়ে এই পর্যায়ের টুর্নামেন্টে প্রথম ট্রফি জেতে বাংলাদেশ।

হতাশার গল্প ক্যাবরেরার দলের

প্রতি বছর শেষে জাতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে যে বিশ্লেষণ করা হয় তার কার্বনকপি ছিল এবারও। ক্যাবরেরার দল নিয়ে ভালো কিছু লেখার সুযোগ নেই। বিদায়ী বছরে বাংলাদেশ জাতীয় দল ৮ ম্যাচ খেলে মাত্র দুটিতে জিতেছে। তাও দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভুটান ও মালদ্বীপের বিপক্ষে। বাংলাদেশের বছর শুরু হয়েছিল সুদানের বিপক্ষে দুটি আন অফিসিয়াল প্রীতি ম্যাচ দিয়ে। সৌদি আরবে কন্ডিশনিং ক্যাম্প করতে গিয়ে খেলা এই ম্যাচ দুটির প্রথমটি গোলশূন্য ড্র করে দ্বিতীয়টি জিতেছিল ৩-০ গোলে। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল ৮টি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২-০, ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ৫-০ ও ১-০, লেবাননের কাছে ৪-০ গোলে হারের পর বাংলাদেশ

দুটি করে প্রীতি ম্যাচ খেলে ভুটান ও মালদ্বীপের বিপক্ষে। দুই সিরিজেই একটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে বাংলাদেশ। থিম্পুতে ১-০ গোলে জয়ের পর একই ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। ঢাকায় মালদ্বীপের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে দ্বিতীয় ম্যাচ ২-১ ব্যবধানে জিতেছে।

কাজী সালাউদ্দিন অধ্যায়ের সমাপ্তি

দেশের ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বড় ধরনের পটপরিবর্তন হয়েছে বিদায়ী বছরে। টানা ১৬ বছর বাফুফের নেতৃত্ব দেওয়া কাজী মো. সালাউদ্দিন যুগের অবসান হয়েছে। গত বছর ২৬ অক্টোবর হয়েছে বাফুফের নির্বাচন। নতুন সভাপতি পেয়েছে দেশের ফুটবল। কিংবদন্তি ফুটবলার কাজী মো. সালাউদ্দিন এবার নির্বাচনই করেননি। অপরিচিত মুখ এ এফ এম মিজানুর রহমান চৌধুকে ১২৩-৫ ভোটে হারিয়ে সভাপতি হয়েছেন তাবিথ আউয়াল। নতুন সভাপতি নির্বাচন হওয়ার পরই অবসান হয় কাজী সালাউদ্দিন যুগের।

২০০৮ সালে দেশের ফুটবলের নেতৃত্ব ওঠেছিল কাজী মো. সালাউদ্দিনের হাতে। কখনো ভোটের লড়াইয়ে জিতে কখনো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। সহসভাপতি থেকে প্রমোশন হয়ে এবার সিনিয়র সহ-সভাপতি হয়েছেন ইমরুল হাসান। সহ-সভাপতি চারজনই নতুন মুখ মো. নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, ওয়াহিদ উদ্দীন চৌধুরী হ্যাপি, সাব্বির আহমেদ আরেফ, এবং ফাহাদ মোহাম্মদ আহমেদ করিম।

কিংসের সরে যাওয়া ও নাসরিনের চমক

নারী ফুটবল লিগে হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়া বসুন্ধরা কিংস এবারের আসরে খেলেনি। কিংস আগের আসরগুলোয় জাতীয় দলের পায় সব খেলোয়াড় নিয়ে প্রতিপক্ষকে ভুরিভুরি গোল দিয়ে একচেটিয়াভাবে লিগের শিরোপা জিতেছিল। খেলোয়াড়রা পারিশ্রমিক বেশি দাবি করায় কিংস সরে যায় নারী লিগ থেকে। কিংস সরে যাওয়ার পর জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের লিগ খেলাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি চমক দেখিয়ে জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে শক্তিশালী দল গঠন করে এবং চ্যাম্পিয়ন হয়।

নাসরিন অপারিজতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয় নারী লিগে। ৮ ম্যাচের মধ্যে একটি ম্যাচ ড্র করেছিল। ২২ পয়েন্ট নিয়ে প্রথমবার নারী লিগে বিজয় উৎসব করে ক্লাবটি। রানার্সআপ হয় আতাউর রহমান ভূঁইয়া মানিক স্পোর্টিং ক্লাব। তৃতীয় হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। দেশের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নারী লিগে নাম লেখানোও ২০২৪ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বাংলাদেশের চার নারী

এশিয়ান নারী ফুটবলের অন্যতম মর্যাদার আসর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। সেই লিগে বাংলাদেশের কোনো ক্লাব না খেললেও প্রথমবারের মতো মাঠে অভিষেক হয়েছে তিন নারী ফুটবলারের। বাংলাদেশের কোনো ক্লাব না খেললেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছিলো ভুটানের ক্লাব রয়েল থিম্পু কলেজ এফসি। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের চার তারকা ফুটবলার অধিনায়ক সাবিনা খাতুন, মারিয়া মান্ডা, মনিকা চাকমা ও ঋতুপর্ণা চাকমাকে নিয়েছিল ভুটানের ক্লাবটি।

সাবিনা খাতুন ছাড়া বাকি তিনজন খেলেছেন। সাবিনা খাতুনের আগের ক্লাব ভারতের কিকস্টার্ট থেকে সময়মতো ছাড়পত্র না পাওয়ায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা হয়নি বাংলাদেশ অধিনায়কের। বিদায়ী বছরে ভারতের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে সে দেশের নারী লিগ খেলেছেন সানজিদা আক্তার।

হামজা চৌধুরীর বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার অনুমতি

২০২৪ সালে দেশের ফুটবলের অন্যতম বড় খবর ছিল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব লেস্টার সিটির ফুটবলার হামজা দেওয়ান চৌধুরীর বাংলাদেশের জার্সিতে খেলতে ফিফার অনুমতি পাওয়া। বাংলাদেশ বংশোদ্ভূত এই ইংলিশ ফুটবলারকে খেলানোর জন্য ফিফার অনুমতি পাওয়ার চেষ্টা বছরখানেক ধরে চলছিল। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসরণের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফিফার অনুমতি চেয়েছিল বাফুফে। ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি সবকিছু পরীক্ষা করে হামজাকে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলার অনুমতি দিয়েছে।

ডেনমার্ক প্রবাসী জামাল ভূঁইয়া, ফিনল্যান্ড প্রবাসী তারিক রায়হান কাজী ও কানাডা প্রবাসী রাহবার খানের পর হামজা হবেন বাংলাদেশের জার্সিতে খেলা চতুর্থ প্রবাসী ফুটবলার। জামাল ভূঁইয়া ২০১৩ সাল থেকে খেলে আসছেন বাংলাদেশে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি লাল-সবুজ দলের নেতৃত্বও দিয়ে আসছেন।

নতুন টুর্নামেন্ট চ্যালেঞ্জ কাপ

বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে নতুন টুর্নামেন্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২০২৪ সালে। আগের মৌসুমের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের চাম্পিয়ন ও ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন দলের এক ম্যাচের এই টুর্নামেন্ট নিয়ে প্রতিবছর খেলা মাঠে গড়ানোর পরিকল্পনা করেছে বাফুফে। গত মৌসুমে তিনটি ট্রফিই জিতেছিল বসুন্ধরা কিংস। তাই ফেডারেশন কাপ রানার্সআপ মোহামেডান খেলেছে এই টুর্নামেন্টে।

গত বছর ২২ নভেম্বর খেলা হয়েছিল বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়। ঘটনাবহুল ম্যাচে মোহামেডানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথম ট্রফিটি ঘরে তুলে নিয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। দর্শক উচ্ছৃঙ্খলতায় দ্বিতীয়ার্ধে প্রায় ২০ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল।

ফুটবল থেকে দুই চ্যাম্পিয়ন দলের সরে যাওয়া

বিদায়ী বছর ছিল দেশের রাজনীতির পটপরিবর্তনের বছর। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট পতন হয় শেখ হাসিনা সরকারের। সেই পট পরিবর্তনের ধাক্কা লেগেছিল ক্রীড়াঙ্গনে। দীর্ঘ সময় ধরে ঘরোয়া ফুটবলে শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র নিজেদেও গুটিয়ে নেয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও একবারের চ্যাম্পিয়ন শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র নেই এবারের ফুটবল মৌসুমে।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর হামলা হয়েছিল আবাহনী ও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবসহ কয়েকটি ক্লাবে। আবাহনীও খেলবে না বলে বাতাসে খবর ভাসছিল। শেষ পর্যন্ত আবাহনী খেলেলেও কোনো বিদেশি নেয়নি তারা। বিদেশিশূন্য আবাহনী খেলছে এবারের ফুটবল মৌসুম।

এটা একটা চ্যালেঞ্জ, ব্যর্থ হওয়া যাবে না : কারেন

মোরসালিন আহমেদ

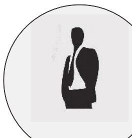

বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশনের দায়িত্ব পেয়েছি সবে। সবাই রাতারাতি একটা পরিবর্তন চাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে দ্রুত সময়ে সম্ভব নয়। অন্তত এতটুকু বলতে পারি, ফেডারেশনের সর্বত্র সংস্কার করা হবে। এ জন্য আমাদের সময় দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। খুশি মনে দায়িত্ব নিয়েছি। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। অনেক প্রত্যাশার এ কমিটি। ব্যর্থ হওয়া যাবে না। এভাবেই বলছিলেন ক্রীড়াঙ্গনে চলমান সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে ফেডারেশনটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আহমেদ কারেন। এক সময় জাতীয় পর্যায় টেনিস ও টেবিল টেনিস খেলেছেন। এই দু'টি ক্রীড়ায় তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' প্রাপ্ত খেলোয়াড়। এমন কি, ওই দু'টি ফেডারেশনে এক সময় সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। ফের টেনিসের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেয়ে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন পাক্ষিক ক্রীড়াজগতকে। টেনিসের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আলাপচারিতার চুম্বক অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : এক যুগ পর আবার প্রিয় আঙিনায় কেমন লাগছে?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : আমার এখন সত্তরের উপর বয়স চলছে। লাইফ স্টাইলে পরিবর্তন এসেছে। ছেলেরা চান এ মুহূর্তে রিলাক্সে থাকি। আমি নিজেও একটু আর্ধটু রিলাক্সে থাকতে পছন্দ করছি। সার্চ কমিটি আমাকে যখন দায়িত্ব দিচ্ছিলেন ছেলেরা তখন এমনটা চাইছিলেন না। কেননা এ বয়সে উত্তরা থেকে রমনা টেনিস কমপ্লেক্স ট্রাভেলিংটা কষ্টকর হয়ে যায়। কিন্তু এটা আমার প্যাশন- আমি খেলতাম, এ সংগঠনের জয়েন্ট সেক্রেটারি, সেক্রেটারি ছিলাম। খেলাটা ভালোবাসি বলে মনের টানে এসেছি। যদিও ব্যক্তিগতভাবে টেনিস থেকে বারো বছর দূরে ছিলাম। ওই সময়টায় উত্তরা ক্লাবে টেনিসে সময় দিয়েছি। বাচ্চাদের ট্রেনিং করিয়েছি। অবসর সময়টা এনজয় করছিলাম। সার্চ কমিটি যখন দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন তখন খুশি মনে নিয়েছি। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। অনেক প্রত্যাশার এ কমিটি। ব্যর্থ হওয়া যাবে না। যে ক'দিনই থাকি না কেনো টেনিসকে একটা ভালো অবস্থানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : নতুন করে শুরু করতে গিয়ে টেনিসের পরিবেশ আগের মতো কি পেয়েছেন?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : ১৪ নভেম্বর অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কয়েক দিনে যা দেখতে পেয়েছি ইনফরমালি বলছি, এখানে অনেক

বিভাজন। প্লেয়ারদের মধ্যে অসন্তোষ, কোচদের মধ্যে দলাদলি, পেরেন্টসদের মধ্যে মান অভিমান, স্টাফদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ। উনারা রাতারাতি সবকিছু পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে খুব দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। তবে সর্বত্রই সংস্কার হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূরকরণে এ মুহূর্তে আমরা টেনিসে পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। সবার মধ্যে আন্তরিকতার বন্ধন গড়তে চাচ্ছি। এখানে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

প্রশ্নন : আচ্ছা, আমাদের টেনিসের মানদণ্ড এখন কোন পর্যায়?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : টেনিসের মানদণ্ড মূলত ডেভিস কাপের রেজাল্টের উপর নির্ভর করে। আমরা যখন দায়িত্বে ছিলাম তখন গ্রুপ ফোর থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গ্রুপ থ্রিতে ছিলাম। এখন আমরা গ্রুপ ফাইভে তাও সিক্স পজিশনে আছি। গ্রুপ ফাইভ হচ্ছে সবচেয়ে লোয়েস্ট গ্রুপ। কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী গ্রুপ থ্রি থেকে টুতে থাকার কথা। পত্র-পত্রিকায় যা দেখেছি, প্লেয়াররা যা বলেছেন তাতে বাহরাইনে সদ্যসমাপ্ত ডেভিস কাপে ভালো প্রিপারেশন ছিল না। অতীত ঘাটলে নিজের প্রসঙ্গ এসে যাবে, আমিত্ব চলে আসবে- সেদিকে যাচ্ছি না। তবে আমার সময় ভারতের খুবই ফেমাস কোচ নন্দন বলকে এনে প্লেয়ারদের কোচিং করিয়েছি। নন্দন বল সেদেশের কোচ ছিলেন, এমন কি তিনি জাতীয় চ্যাম্পিয়নও ছিলেন। সেসময় আমরা তাঁর মতো কোচকে নিতে পেরেছিলাম। যে কারণে আনবিটেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। এমতাবস্থায় আমরা যদি ডেভিস কাপকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে নিশ্চয়ই উন্নতি তেমন হয়নি। আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা ধরে রাখতে পারিনি।

প্রশ্ন : তাহলে মানদণ্ডটা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নিয়েছেন কি?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : প্রথম মিটিংয়ে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি। নানারকম পরিকল্পনার মাধ্যমে পুরো বছরের জন্য একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করেছি। সেখানে কিছুকিছু ব্যতিক্রমও রেখেছি। যেমন ডেভিস কাপ, জুনিয়র ডেভিস কাপ, জুনিয়র বিলি জিন কিং কাপ, সাউথ এশিয়ান জোন টুর্নামেন্ট- এসব টুর্নামেন্টের আগে ক্ষেত্রবিশেষে শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। জুনিয়র বিলি জিন কিং কাপ হচ্ছে যেটা আগে ফেড কাপ নামে পরিচিত ছিল। এটি মেয়েদের টুর্নামেন্ট। ডেভিস কাপ হচ্ছে ছেলেদের টুর্নামেন্ট। আমরা অলরেডি আন্ডার ফোরটিন ও আন্ডার সিক্সটিন এর উপর জোর দিচ্ছি। সিনিয়রদের নিয়ে পরিকল্পনা রয়েছে। এ বছরের শেষ দিকে ডেভিস কাপ হবে। সেখানে দীর্ঘমেয়াদি ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কাজেই যে টুর্নামেন্টই খেলতে যাব তার আগে বিশেষ পরিকল্পনা আর প্রিপারেশন নিয়েই যাব। বর্তমানে যে প্লেয়ার আছেন তাদের ট্রেনিং দিয়ে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে বেস্ট পারফরম্যান্স করার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে মানসম্পন্ন নতুন প্লেয়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করব।

প্রশ্ন : কথা প্রসঙ্গে আপনি মানসম্পন্ন প্লেয়ারের কথা বলছিলেন, এ মুহূর্তে এমন কতজন রয়েছেন?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : আমাদের মেনসে যে খুব ভালো প্লেয়ার আছেন তা বলব না। তবে জারিফ আবরার এ মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো খেলছেন। মাত্র ১৭ বছর বয়স। আমেরিকায় ট্রেনিং করেন। বর্তমানে চীনে রয়েছেন। সত্যি বলতে ডেভিস কাপের যে ফরম্যাট তাতে একজন ভালো প্লেয়ার থাকলে টিমটাকে একাই টেনে নিতে পারেন। কেননা ও' যদি একটা সিঙ্গেল আর ডাবলসে জিতে তাহলে হয়ে গেল, টিম জিতে গেল। যেমন পাকিস্তানে অসিম কোরাইশি নামে একটা প্লেয়ার সার্কিট টুর্নামেন্টে খেলে, একসময় টপ হানড্রেডের মধ্যে ছিল। ও' একাই পাকিস্তানকে গ্রুপ ওয়ানে নিয়ে গেছেন। এখন জারিফের কাছাকাছি আরেকটি প্লেয়ার থাকলে ওই লেবেলে আমরাও পৌঁছে যেতাম। বাস্তবতা হচ্ছে জারিফের মতো প্লেয়ার পাচ্ছি না। তবে চেষ্টা করছি মানসম্পন্ন প্লেয়ার তুলে আনতে। সিনিয়রদের মধ্যে এ মুহূর্তে শান্ত ব্যাপারী, হানিফ মুন্না, রুস্তম আলী, সুবর্ণা খাতুন, সুস্মিতা সেন; আন্ডার ফোরটিনে কাব্য গায়েন, জারিফ মোহাম্মদ ভূঁইয়া, রাকিন রহমান, আকাশ হোসেন, হুমায়রা হায়দার জারা, জান্নাত হাওলাদার, মাসতুরা আফরিন, আন্ডার সিক্সটিনে জাওয়াদ মোহাম্মদ ভূঁইয়া, মোহাম্মদ রাজীব, হালিমা জাহান, জান্নাতুল ফেরদৌস মিতু, সুমাইয়া

আক্তার- এ মুহূর্তে ভালো করছেন। আবার নতুন নতুন কিছু প্লেয়ার তৈরির চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : ভালো প্লেয়ার গড়ে তোলার পেছনে কোচের বিশেষ ভূমিকা থাকে। এক্ষেত্রে দেশীয় কোচিংয়ের মান কেমন?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : ভালো কোচেসরা বাইরে চলে গেছেন। অধিকাংশ কোচই এখন কানাডা ও চীনের বিভিন্ন ক্লাব ও অ্যাকাডেমিতে কোচিং দিচ্ছেন। এর মধ্যে আক্তার হোসেন খুবই নাম কুড়িয়েছেন। হাংঝু এশিয়ান গেমসে তাঁর এক ছাত্রী স্বর্ণপদক জিতেছেন। বর্তমানে আমাদের লেবেল টু কোচ আছেন তিন জন। মুজাহিদুল হক চীনে ও আলী আজহার খান সুমন কানাডা রয়েছেন। তবে রোকন উদ্দিন আহমেদই দেশে আছেন। খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি দেশে লেবেল ওয়ান কোচ আছেন ১৫ জনের মতো। কোচিংয়ের মান আমরা উন্নতি করব। হাইপারফরম্যান্স বিদেশি কোচ দেশে এনে স্থানীয় কোচদের বিশেষ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে মানসম্পন্ন কোচ হিসেবে গড়ে তুলব। টেনিসকে ছড়িয়ে দিতে হলে আমাদের অনেক কোচ প্রয়োজন। যারা আগ্রহী তাদের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে নতুন কোচ তৈরি করব।

প্রশ্ন : যেভাবে মানসম্পন্ন প্লেয়ার ও কোচের সংকট দেখছি, সেক্ষেত্রে রেফারিংয়েও কি সংকট রয়েছে?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : দেশে মানসম্পন্ন রেফারি ও আম্পায়ারের একটা সংকট রয়েছে। হোয়াইট ব্যাজধারী রয়েছেন একমাত্র মাশফিয়া আফরিন। অন্যদিকে হোয়াইট ব্যাজ চেয়ার আম্পায়ারও রয়েছেন একমাত্র সারওয়ার মোস্তফা জয়। তিনি অবশ্য অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন। সত্যি বলতে কি, এসব হোয়াইট ব্যাজ ও হোয়াইট ব্যাজ চেয়ার আম্পায়ার অর্জনের ক্ষেত্রে বিদেশে যেতে হয়, পরীক্ষা দিতে হয়। এশিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া আর ইউরোপেই বেশি হয়। আর্থিক বিবেচনায় এসব অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে দেশের রেফারি কিংবা আম্পায়ারের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য। ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও তাদের ব্যয় মেটানো সম্ভব হয় না। যে কারণে এর সংখ্যা কম। তবে ন্যাশনাল সার্টিফাইড রয়েছেন ২০ জনের মতো। এখানেও উন্নতি করার সুযোগ আছে। এদিকটাও হাত দেব। বিদেশি এক্সপার্ট এনে আমাদের রেফারি আর আম্পায়ারের মান বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রশ্ন : অবকাঠামো প্রসঙ্গে ফিরতে চাচ্ছিলাম, ভেন্যু হিসেবে আমাদের টেনিস কমপ্লেক্স কতটা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : ভেন্যু হিসেবে রমনা টেনিস কমপ্লেক্স আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। আমাদের যেসব ফ্যাসিলিটিজ রয়েছে তা অনেক দেশেই নেই। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি বাহরাইনের কথা। সেখানে অসংখ্য আইটিএফ টুর্নামেন্ট হচ্ছে। কিন্তু ভেন্যু হিসেবে তারা আমাদের ধারে কাছেও নেই। এখানে মোট ৮টি মানসম্পন্ন কোর্ট রয়েছে। ঢাকার বাইরে বিকেএসপি টেনিস কোর্ট খুবই ভালো। রাজশাহীর টেনিস কোর্টও মানসম্পন্ন।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন এলিটদের খেলা টেনিস। তাহলে এ কারণেই কি ঘরোয়া টেনিস একটি গণ্ডির ভেতরে সীমাবদ্ধ?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : আপনি ঠিকই বলেছেন। অনেকটা এ রকমই। সাধারণ মানুষের কাছে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল খেলা। আর্থিক স্বচ্ছলতা ভালো না হলে খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন। কেননা একটি মানসম্পন্ন র‍্যাকেটের দামই ন্যূনতম ত্রিশ হাজার টাকার উপর। কেডস ন্যূনতম ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। প্র্যাকটিস বলের খরচও কম নয়। বেশির ভাগ জেলায় নিজস্ব কোর্ট নেই। প্রাইভেট অনেক কোর্ট রয়েছে। কিন্তু সেখানে প্র্যাকটিস করতে গেলেও বড় অঙ্কের টাকা গুণতে হয়। সবকিছু মিলে খেলাটি একটি গণ্ডির ভেতরে সীমাবদ্ধ- অস্বীকার করার জো নেই। তবে টেনিস ফেডারেশন এর প্রচার, প্রসার ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে। জাতীয় পর্যায় নানারকম টুর্নামেন্ট হচ্ছে। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে টিম পাঠানো হচ্ছে। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে তৃণমূল পর্যায় খেলাটি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স ও বিকেএসপি থেকে মানসম্পন্ন সিংহভাগ খেলোয়াড় উঠে আসছেন। এর পাশাপাশি বেশকিছু জেলা থেকেও প্লেয়ার পাওয়া যাচ্ছে। নানারকম বৈষম্যের কারণে গত এক যুগে বিরাট গ্যাপ পড়ে গেছে। এই গ্যাপ কাটিয়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করেছি।

প্রশ্ন : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিটি সেক্টরের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। তারই পেক্ষপটে আপনি সাধারণ সম্পাদক। টেনিসে সহসাই কি সংস্কার দেখতে পাব?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : আমি কিন্তু আগেই বলেছি, সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার হবে। সর্বপ্রথম ফেডারেশনের গঠনতন্ত্রে কিছু কিছু সংস্কার জরুরি। এ নিয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিগত কমিটি যে বিভাজন তৈরি করে রেখে গেছেন, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। খেলোয়াড়দের আর্থিক কথা বিবেচনা করে টুর্নামেন্টগুলোয় ভালো প্রাইজমানির ব্যবস্থা করা হবে। একটা প্লেয়ার বছরে অন্তত চার পাঁচটি টুর্নামেন্ট খেলে প্রাইজমানি যেনো ভালো পান সেদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের পেশাদারিত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আগে যেটা ভাবা হয়নি, সেটাই আমরা করার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন : সদ্যবিদায়ী কমিটি কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি করেছে কি না এ নিয়ে তদন্ত করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : প্রথম মিটিংয়েই একটি অডিট ফার্মকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তারাই ফাইল-পত্র ঘেটে দেখবেন কোথাও কোনো অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে কি না, কিংবা কোথ াও কোনো অসামঞ্জস্য রয়েছে কি না। অডিটে যদি কোনো ধরনের আর্থিক অস্বচ্ছতা পাওয়া যায় তাহলে তদন্ত সাপেক্ষে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশ্ন : যখন দায়িত্ব নিলেন তখন বিদায়ী কমিটি ফেডারেশনকে কি অবস্থায় রেখে গেছেন?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : মাত্র ৪৭ দিন হলো, এখনো গুছিয়ে উঠতে পারিনি। অতীত কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর নিচ্ছি। ফাইলপত্র ঘেটে ঘেটে দেখছি। ৩০ লাখ টাকার একটি এফডিআর পেয়েছি। এমনটা আগেও ছিল। দীর্ঘদিনে পরিমাণটা আরও বেশি হওয়ার কথা ছিল। পাওনা-দেনা আছে কি না তা অডিট রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে।

প্রশ্ন : সার্চ কমিটির মাধ্যমে টেনিস কমিটি নিয়ে আপনি কতটা হ্যাপি?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : কমিটি নিয়ে আমি হ্যাপি। হ্যাপি এ কারণেই যে ১৯ সদস্যের কমিটিতে টেনিসের সঙ্গে সরাসরি বা প্রাক্তন খেলোয়াড়, কোচ ও সংগঠক রয়েছেন ১২ জনের বেশি। কমিটিতে টেনিস অনুরাগী রয়েছেন, স্পন্সর রয়েছেন। আমাদের সভাপতি ঢাকা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুল হাই সরকার উনিও একজন প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড়। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে টেনিসের উন্নতিকল্পে আমরা নানামুখি পরিকল্পনার মাধ্যমে পিছিয়ে টেনিসকে এগিয়ে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রশ্ন : যে কয়দিনই আপনি ফেডারেশনের দায়িত্বে থাকুন না কেনো, বিদায় বেলায় দেশের টেনিসকে কোথায় রেখে যেতে চান?

ইশতিয়াক আহমেদ কারেন : এ মুহূর্তে টেনিস যে স্টেজে আছে সেখান থেকে তো উন্নতি করতেই হবে। তা করতে না পারলে ব্যর্থ হব। বর্তমানে আমাদের যে রিসোর্স আছে, সেটাকে ঘষেমেজে পারফর্ম করতে হবে। আমরা লং টার্ম ও শর্ট টার্ম এই দুটিকে গুরুত্ব দিয়ে টেনিসের জন্য, টেনিসের ভবিষৎতের জন্য এবং নতুন প্রজন্মের জন্য কিছু একটা করে যেতে চাই। জাতীয় পর্যায়ের বাইরে খেলাটিকে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ইন্টারন্যাশনালি টেনিসের যোগাযোগটা বর্তমানে কেমন আছে জানি না। তবে অতীতে আমার সঙ্গে ওয়ার্ল্ড টেনিস, এশিয়া টেনিস সবার সঙ্গে চমৎকার সর্ম্পক ও যোগাযোগ ছিল। সেটিকে আবার জোড়া লাগাব। এক সময় টেবিল টেনিস ও টেনিসে জাতীয় পর্যায় টপ লেবেলে খেলেছি। মাঝে চাকুরির সুবাদে দেশের বাইরে ছিলাম। পরে আর খেলায় ফেরা হয়নি। দেশে ফিরে ১৯৯৩ সালে সংগঠক হিসেবে আমার পথচলা শুরু। শুরুতে টেবিল টেনিসে ঢুকলাম। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সেক্রেটারি হলাম। একই ইয়ারে টেনিসে জয়েন্ট সেক্রেটারি হলাম। তারপরে ২০০৮ সালে টেনিসে সেক্রেটারি হলাম। এবার আবার দায়িত্ব পেলাম। আমি আমার খেলোয়াড়ি ও সাংগঠনিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে টেনিসকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।

জুনিয়র এশিয়া কাপ নারী হকিতে বাংলাদেশ নবম

মোরসালিন আহমেদ

যদিও আন্তর্জাতিক আঙিনায় বাংলাদেশ নারী হকি দলের পদচারণ অর্ধ যুগও হয়নি। এমনকি, খুব বেশি টুর্নামেন্টও খেলেনি। দলটির সূচনা হয়েছিল ২০১৯ সালে সিঙ্গাপুরে এএইচএফ কাপ হকি টুর্নামেন্টের মাধ্যমে। এরপর ২০২৩ সালে ওমানে নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল ফাইভ-এ-সাইড হকি খেলে। এই দুই টুর্নামেন্টের অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে গত জুনে সিঙ্গাপুরে

সিঙ্গাপুরে গত জুনে এএইচএফ কাপ হকি টুর্নামেন্টে বিকেএসপি (বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) নির্ভর বাংলাদেশ জাতীয় জুনিয়র নারী হকি দল রানার্সআপ হয়ে দারুণ চমক দেখিয়েছিল। সেই সঙ্গে জুনিয়র এশিয়া কাপে কোয়ালিফাই করে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সবার প্রত্যাশী ছিল চূড়ান্ত পর্বেও ওমানে দলটি ঝড় তুলবে, সেই সঙ্গে স্বপ্নের জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপে জায়গা করে নেবে। কিন্তু ৫ ম্যাচে টানা ৪ হার, সান্ত্বনার ১ জয় আর ৪০ গোল খেয়ে বাস্তবতা বুঝেছেন হকির মেয়েরা। ফলে ১০ দলের মধ্যে ৯ম হয়ে দেশে ফিরেছে নারী দল। অথচ মাসকাটে যাওয়ার আগে অর্পিতা, কনা, রিয়া, ফাতেমা, নাদিরা, সোনিয়ারা ১০ দলের মধ্যে পঞ্চম হয়ে ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ময়দানি লড়াই কতটা কঠিন আর কতটা দুঃসাধ্য হতে পারে, সেটা তারা কল্পনাও করতে পারেননি। তবে খেলতে নেমে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন আন্তর্জাতিক মঞ্চ সহজ নয়! যে কারণে তারা স্বপ্নপূরণের ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারেননি।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

বাংলাদেশ 'এ' গ্রুপে খেলেছে। গ্রুপ পর্যায় টানা চার ম্যাচেই পরাজয়ের মুখ দেখেছে। চীনের কাছে ১৯-০ গোলে হার দিয়ে শুরু হয়েছিল। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে ১৩-১ গোলে হেরেছিল ভারতের কাছে। তৃতীয় ম্যাচে জয়ে ফেরার চেষ্টা করেছিল। এমন কি থাইল্যান্ডের সঙ্গে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ২-১ গোলে পরাজিত হয়। গ্রুপের শেষ তথা চতুর্থ ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৬-১ গোলে হেরে যায়। যদিও নবম-দশম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে এসে বাংলাদেশ শান্ত্বনার জয় পেয়েছে। ৮-০ গোলে শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে নবম হয়েছে। মোট পাঁচ ম্যাচে প্রতিপক্ষকে ১১ গোল দিয়ে ৪০ গোল খেয়েছে। দলের হয়ে হ্যাটট্রিকসহ সর্বোচ্চ ৪ গোল করেন আইরিন রিয়া। এ ছাড়া অধিনায়ক অর্পিতা পাল ৩টি, নাদিরা ইমা ২টি ও ১টি করে গোল করেন সোনিয়া খাতুন ও ফাতেম তুজ জোহরা।

অন্যদিকে 'বি' গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চায়নিজ তাইপে, হংকং ও শ্রীলঙ্কা। গত ৭-১৫ ডিসেম্বর এ আসর মাসকাটে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর ফলাফলের ভিত্তিতে ৫টি দল আগামী বছর জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে। দলগুলো হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন ভারত, রানার্সআপ চীন, তৃতীয় দক্ষিণ কোরিয়া, চতুর্থ জাপান ও পঞ্চম স্থান লাভকারী মালয়েশিয়া।

বাংলাদেশ-ভারত

বাংলাদেশ-চীন

এএইচএফ কাপ হকি টুর্নামেন্টে রানার্সআপ হয়ে ডিসেম্বরে ওমানে খেলেছিল এশিয়া কাপ। মাত্র চার টুর্নামেন্টের অভিজ্ঞতার আলোকে নারী দল শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো খেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অভিজ্ঞ দলগুলোর বিপক্ষে পেরে উঠেনি। অনভিজ্ঞতার কারণে হয়ত বেশি গোল খেয়েছে। তবে দিন যত যাবে, যত খেলবে, ততই নারী হকি দল মাঠে নিজেদের উজ্জ্বলতা ছড়াবে। সদ্যসমাপ্ত এশিয়া কাপে বাংলাদেশের পারফরম্যান্সের দিকে এবার চোখ ফেরানো যাক।

গ্রুপ পর্ব

৭ ডিসেম্বর

বাংলাদেশ ০:১৯ চীন

শক্তিশালী চীনের বিপক্ষে বাংলাদেশ গোলের বন্যায় ভেসেছে। চায়নিজরা ১৯-০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ১০-০ গোলে এগিয়ে ছিল। চীনের হাও গোওটিং ৫টি, ওয়াং লিহাং ৪টি, লিয়াং উইঝি ও ঝু ডানডান ২টি করে এবং ১টি করে গোল করেন ট্যান জিনঝুয়াং, মা জিয়াওয়ান, লিউ ট্যানজিই, লি জিঙ্গি, লেই জিয়াজিং ১টি এবং জেং জু।

৮ ডিসেম্বর

বাংলাদেশ ১:১৩ ভারত

বাংলাদেশ শক্তিশালী ভারতের কাছেও বড় পরাজয়ের মুখ দেখে। হেরেছে ১-১৩ গোলে। জয়ী দল প্রথমার্ধে ৫-১ গোলে এগিয়ে ছিল। ভারতের হয়ে মমতাজ খান ৪টি, দীপিকা ও সিওয়াচ কনিকা ৩টি করে এবং ১টি করে গোল করেন মনীষা, বিউটি ও সাকসি রানা। বাংলাদেশের হয়ে অর্পিতা ১টি গোল শোধ করেন।

১০ ডিসেম্বর

বাংলাদেশ ১:২ থাইল্যান্ড

থাইল্যান্ডের সঙ্গে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস ছড়িয়েও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি লাল-সবুজের দল। উল্টো ২-১ গোলে হেরে যায়। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে ড্র ছিল। নু কিউ একাই ২ গোল করে থাইল্যান্ডকে জয় উপহার দেন। তবে বাংলাদেশ অধিনায়ক অর্পিতা ১টি গোল শোধ করে রাইজিং স্টার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার লাভ করেন।

১১ ডিসেম্বর

বাংলাদেশ ১:৬ মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার কাছে ৬-১ গোলে বাংলাদেশ পরাজিত হয়। প্রথ মার্ধে জয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এ ম্যাচে মালয়েশিয়ার জতি আলিয়ানি ৩টি এবং ১টি করে গোল করেন নূর ইমান আদাবিয়াহ, নূর শামীনে আজুরিন ও নূর আশিকিন সাইকিরাহ। বিজিত দলের অর্পিতা ১টি গোল শোধ করেন এবং কনা রাইজিং স্টার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার লাভ করেন।

প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ রিয়া

১৪ ডিসেম্বর

স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

বাংলাদেশ ৮:০ শ্রীলঙ্কা

আইরিন রিয়ার হ্যাটট্রিকের ওপর ভর করে বাংলাদেশ ৮-০ গোলে শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করে এই টুর্নামেন্টে একমাত্র সান্ত্বনার জয় নিয়ে দেশে ফেরে। প্রথমার্ধে লাল-সবুজের দল ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল। একতরফার এ ম্যাচে লঙ্কানরা মোটেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেনি। বিজয়ী দলের আইরিন রিয়া হ্যাটট্রিকসহ ৪ গোল করে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন। এ ছাড়া দলের হয়ে একটি করে গোল করেন ফাতেম তুজ জোহরা, অর্পিতা পাল, নাদিরা ইমা ও সোনিয়া খাতুন।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় নারী হকি দল

ম্যানেজারঃ মো. তারিকুজ্জামান নান্নু। কোচঃ জাহিদ হোসেন রাজু। ফিজিওঃ জয় সাহা। খেলোয়াড়ঃ অর্পিতা পাল (অধিনায়ক), নীলাদ্রি বড়ুয়া নীল (সহকারী অধিনায়ক), সানজিদা আক্তার মনি, সুমাইয়া আক্তার শিমু, ফাতেমা তুজ জোহরা, হিমাদ্রি বড়ুয়া সুখ, শারিকা সাফা রিমন, কনা আক্তার, নিনি সেন রাখাইন, নাদিরা তালুকদার ইমা, আইরিন আক্তার রিয়া, রিয়াশা আক্তার রিশি, তাবাসসুম আক্তার আনিকা, তোনু চিং মার্মা, মহুয়া, রানী আক্তার রিয়া মনি, সোনিয়া খাতুন ও তৃন্নী খাতুন।

বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া

ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ড জিতলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র

আনওয়ার আহমেদ মুন

কিছুদিন আগেই আশ্চর্যজনকভাবেই ব্যালন ডি অর ট্রফি হাতছাড়া হয় ভিনির। ম্যান সিটি ও স্প্যানিশ মিডফিল্ডার রড্রি জিতেছিলেন সেই ট্রফি। তবে এবার ফিফার দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ড জিতে সেই আক্ষেপ মেটালেন এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কারটি উঠল যোগ্য ব্যক্তির হাতেই। রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে ২০২৪ সালের 'দ্য বেস্ট ফিফা মেনস প্লেয়ার' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর কাতারের রাজধানী দোহার বিখ্যাত এস্পায়ার একাডেমির বর্ণিল বলরুমে ভিনির হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে গত ২৯ নভেম্বর মনোনীত মোট ১১ জনের তালিকা প্রকাশ করে ফিফা। এবারের 'দ্য বেস্ট ফিফা মেনস প্লেয়ার' পুরস্কারের জন্য ভিনিসিয়াসকে কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের তালিকায় ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের সতীর্থ দানি কারভাহাল, জুড বেলিংহাম, ফেদেরিকো ভালভার্দে এবং টনি ক্রুস। এ ছাড়া ছিলেন পিএসজি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে, ইন্টার মিয়ামির লিওনেল মেসি, ম্যানচেস্টার সিটির রদ্রি এবং আর্লিং হালান্ড। তবে সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে ২৪ বছর বয়সী এই ব্রাজিলিয়ান তারকাই জিতে নিয়েছেন বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের মুকুট। প্রায় ১৭ বছর পর কোনো ব্রাজিলিয়ানের হাতে উঠল এই পুরস্কার। সর্বশেষ ২০০৭ সালে ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছিলেন কাকা। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ষষ্ঠ ব্রাজিলীয় হিসেবে ফিফা বর্ষসেরার পুরস্কার জিতলেন ভিনি। তার আগে ব্রাজিলিয়ান হিসেবে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন রোমারিও, রোনালদো নাজারিও (৩ বার), রিভালদো, রোনালদিনহো (২ বার), রিকার্ডো কাকা।

লিওনেল মেসির আধিপত্য ভেঙে এবার এই অ্যাওয়ার্ড জিতলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। এর আগে গত দুই সংস্করণে এই খেতাব জয় করেছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। গত মৌসুমে

ভিনিসিয়াস জুনিয়র

ভিনিসিয়াস জুনিয়র সব ধরনের টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৩৯ ম্যাচে ২৪টি গোল করেন, অ্যাসিস্ট করেছেন ১১টি। তিনি রিয়ালের হয়ে লা-লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগও জয় করেছিলেন গত মৌসুমে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে তিনি ইতিমধ্যেই এ বছরের মে মাসে তৃতীয় লা লিগা ট্রফিটি জেতেন এবং জুন মাসে দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিটি জেতেন। এ ছাড়া দেশের জার্সিতে ব্রাজিল দলকে নিয়ে গিয়েছিলেন কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার অব্দি।

গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ এবং বুরুশিয়া ডর্টমুন্ড। সেই ম্যাচে ২-০ গোলে জয় লাভ করেছিল রিয়াল। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে গোল করে জিতিয়ে ছিলেন ভিনি। ফাইনাল ছাড়াও সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে ৪-৩ গোলে সামগ্রিক জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ভিনিসিয়াস। গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৬ গোল করে প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোল স্কোরার হয়েছিলেন তিনি। জানুয়ারিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে সুপারকোপার ফাইনালে ৪-১ গোলে জয় পেয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ।

পুরস্কার জিতে ভিনি বলেন, 'এই জায়গায় আসা অসম্ভব মনে হয়েছিল। অপরাধপ্রবণ অঞ্চল সাও গনসালোর রাস্তায় খালি পায়ে ফুটবল খেলা একটি ছেলে ছিলাম আমি। যাঁরা মনে করে এত দূরে আসা অসম্ভব, তাঁদের জন্য আমার এই পুরস্কার জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সতীর্থদের প্রতি, যাঁদের জন্য এখানে আসা। আমি লম্বা সময় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলতে চাই।'

আইতানা বোনমাতি

ফিফা পুরস্কার জিতলেন যাঁরা

বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার : ভিনিসিয়াস জুনিয়র (ব্রাজিল, রিয়াল মাদ্রিদ)

বর্ষসেরা নারী ফুটবলার : আইতানা বোনমাতি (স্পেন, বার্সেলোনা)

বর্ষসেরা পুরুষ কোচ : কার্লো আনচেলত্তি (ইতালি, রিয়াল মাদ্রিদ)

বর্ষসেরা নারী কোচ : এমা হায়েস (ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র)

বর্ষসেরা পুরুষ গোলকিরক্ষক : এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা, অ্যান্টন ভিলা)

বর্ষসেরা নারী গোলরক্ষক : অ্যালিসা নায়েহার (যুক্তরাষ্ট্র, শিকাগো রেডস্টার্স)

পুসকাস অ্যাওয়ার্ড : আলেসান্দ্রো গারনাচো (স্পেন, ম্যান ইউ)

মার্তা অ্যাওয়ার্ড : মার্তা (ব্রাজিল, অরলান্ডো প্রাইড)

ফিফা ফেয়ার প্লে অ্যাওয়ার্ড : থিয়াগো মাইয়া (ব্রাজিল, ইন্টারন্যাসিওনাল)

ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড : গিলের্মে গানদ্রা মউরা (ব্রাজিল, ভাস্কো দা গামা)

এ ছবি কার-৫৯৪-এর সঠিক উত্তর
জাকারিয়া পিন্টু
ফুটবলার

এ ছবি কার-৫৯৪ বিজয়ী
সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি,
তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা;

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ জানুয়ারি-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

এ ছবি কার?-৫৯৬

এ ছবি কার? বিভাগে ক্রীড়াবিদের আংশিক, উল্টা-পাল্টা কিংবা খণ্ড-বিখণ্ড ছবি ছাপা হবে। পাঠকদের বলতে হবে ছবিটি কার। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। তবে প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। 'এ ছবি কার' বিভাগে অংশ নিতে হলে শুধু নিচের কূপনটি পূরণ করে কেটে আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দফতরে (ক্রীড়াজগত, ৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০) পৌঁছাতে হবে। খামের উপর অবশ্যই লিখতে হবে 'এ ছবি কার'

ছবিটির নাম..

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা...

....

....মোবাইল...

এ ছবি কার-৫৯৪ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ২। মো. মোশাররফ হোসেন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৩। মিসেস নুর জাহান বেগম, ৪৫/১, হাজী ইসমাইল লিংক রোড, খুলনা; ৪। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৫। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়াা, ঢাকা; ৬। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া, ঢাকা; ৭। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ; ৮। অমিত দস্তিদার (মন), মেডিকর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রম; ৯। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেইন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১০। প্রত্যয়ী রায়, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯ নং রামকৃষ্ণ মিশন লেন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১১। সাইফ হাসান, গ্রাম- আলী সাহরদী, পোস্ট- মদনগঞ্জ, থানা- বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ; ১১। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলাবাজা, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ১২। রোকসানা আক্তার, গ্রাম- বাঘিয়া, বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৩। মো. আনিছুর রহমান ফরহাদ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, ৭৮ নং অলংকার, ৩নং গলি, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম; ১৪। আয়েশা আক্তার, ৯/আই ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা; ১৫। মো. মারুফ হাসান, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট- ডাকভবানীপুর, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ১৬। খাদীজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ, চৌধুরী বাড়ি, ধলই, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ১৭। উম্মে হাবিবা, গ্রাম- লামচরী, পোস্ট কাটাখালী, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ১৮। রাশিদা বেগম, গ্রাম- পাইবাজার, থানা+জেলা- লক্ষ্মীপুর; ১৯। মানজুর আরমান দীপ্র বিকম, ১ম বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ি- ১/বি/১, রোড ২৯/এ পল্লবী, ঝিলপাড়, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬; ২০। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ২১। মুক্তা রানী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ২২। অন্যয় নাহা, অনুকূল ভবন-১, রুমঘাটা, দেওয়ান বাজার, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৩। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেইন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২৪। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ২৫। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা;

খুলনায় এবি ব্যাংক সিরাজ স্মৃতি ৩য় বিভাগ ক্রিকেট লীগ উদ্বোধন করছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের খুলনা বিভাগের উপপরিচালক মো. আবুল হোসেন হাওলাদার।

থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর আর ভারতে রেটিং খোয়ানোর হিড়িক

মোরসালিন আহমেদ

থাইল্যান্ডে ১৮তম এশিয়ান স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ১৫ জন বালক বালিকা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সিঙ্গাপুরে ইন্টারন্যাশনাল ওপেন চেস টুর্নামেন্টে খেলেছিলেন ৪ জন। ভারতের ভুবনেশ্বরে ১৫তম কিট ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেস্টিবলে ৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু দেশের দাবাড়ুরা গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ওই তিনটি টুর্নামেন্টে সাফল্য বয়ে আনতে পারেননি। উপরোক্ত ওই সব টুর্নামেন্টে তাদের ব্যক্তিগত রেটিং খোয়ানোর হিড়িক দেখা গেছে। দু-চারজন ছাড়া তাদের হতাশাজনক পারফরম্যান্স ঘরোয়া দাবার মান নিয়ে সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে।

থাইল্যান্ড থেকে শূন্য হাতে ফেরা

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে এশিয়ান স্কুল দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ভালো করার সম্ভাবনা থাকলেও খুদে দাবাড়ুরা নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। অতীতে বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টগুলোয় কিছু না কিছু সাফল্য এলেও এবার তারা শূন্য হাতে দেশে ফিরেছেন।

স্ট্যান্ডার্ড টুর্নামেন্ট

বালক বিভাগ: অনূর্ধ্ব-৭ গ্রুপে আজান মাহমুদ ২০তম হয়ে ৮ রেটিং বৃদ্ধি করেন। তবে অনূর্ধ্ব-৯ গ্রুপে রায়ান রশিদ মুগ্ধ ২৭তম হয়ে ১০৩ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১১ গ্রুপে সাফায়েত কিবরিয়া আজান ২৮তম হয়ে ৩৯ রেটিং, অনিন্দ্য রিক দ্বিগবিজয় ৪৪তম হয়ে ৯০ রেটিং, মুহতাদি তাজওয়ার নাশিদ ৪৭তম হয়ে ৬৭ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে আয়ান রহমান ৩৯ তম হয়ে ৬১ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৫ গ্রুপে আবিদ মাহাদি সাদ ৩৬তম হয়ে ৪২ রেটিং ও অনূর্ধ্ব-১৭ গ্রুপে মো. শাকের উল্লাহ ৩৫তম হয়ে ৪৬ রেটিং খুইয়েছেন।

বালিকা বিভাগ: অনূর্ধ্ব-৯ গ্রুপে ওয়ারসিয়া হায়দার চতুর্থ হয়ে ৯৬ রেটিং বৃদ্ধি করেন। অনূর্ধ্ব-১১ গ্রুপে মারুফা ফেরদৌসী ৩০তম হয়ে ৬৫ রেটিং ও সিদরাতুল মুনতাহা ৩১তম হয়ে ৩৯ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওয়ারসিয়া খুশবু ৯ম হয়ে ২৫ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৫ গ্রুপে জান্নাতুল প্রীতি ২২তম হয়ে ৬৯ রেটিং এবং অনূর্ধ্ব-১৭ গ্রুপে নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার নুশরাত জাহান আলো ২২তম হয়ে ৯৩ রেটিং ও নারী ক্যান্ডিডেটমাস্টার ওমনিয়া বিনতে ইউসুফ লুবাবা ২৮তম হয়ে ৯৮ রেটিং খুইয়েছেন। উল্লেখ্য ৯ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ইভেন্টে ৩১টি দেশের ছয় শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

র‌্যাপিড টুর্নামেন্ট

বালক বিভাগ: অনূর্ধ্ব-৭ গ্রুপে আজান ২৭তম হয়ে ৩৭ রেটিং, অনূর্ধ্ব-৯ গ্রুপে মুগ্ধ ১২তম হয়ে ৩৭ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১১ গ্রুপে সাফায়েত ৪৫তম হয়ে ৬৫ রেটিং, অনিন্দ্য ৫০তম হয়ে ৩৮ রেটিং, নাশিদ ৪৯তম হয়ে ৯০ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে আয়ান ৩৫তম হয়ে ৮০ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৫ গ্রুপে সাদ ৩৫তম হয়ে ৭২ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৭গ্রুপে শাকের ৮ম হয়ে ৪৪ রেটিং খুইয়েছেন। বালিকা বিভাগ: অনূর্ধ্ব-৯ গ্রুপে ওয়ারিসা ১৪তম হয়ে ২৬ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১১ গ্রুপে মারুফা ২৪তম হয়ে ৪১ রেটিং, মুনতাহা ৩২তম হয়ে ৬৭ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৫ গ্রুপে প্রীতি ১৯তম হয়ে ৩৪ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৭ গ্রুপে আলো ১১তম হয়ে ৩১ রেটিং ও লুবাবা ৩৪তম হয়ে ১১৬ রেটিং খুইয়েছেন। তবে অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে খুশবু ৮ম হয়ে ১২ রেটিং বৃদ্ধি করেন।

ব্লিটজ টুর্নামেন্ট

বালিকা বিভাগ : অনূর্ধ্ব-৯ গ্রুপে ওয়ারিসা ১৩তম হয়ে ৮ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১১ গ্রুপে মারুফা ২৬তম হয়ে ৫০ রেটিং, মুনতাহা ৩২তম হয়ে ৫১ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে খুশবু ১০ম হয়ে ১৪ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৫ গ্রুপে প্রীতি ২১তম হয়ে ২২ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৭ গ্রুপে আলো ৯ম হয়ে ৬২ রেটিং ও লুবাবা ১৯তম হয়ে ৪২ রেটিং খুইয়েছেন। বালক বিভাগ: অনূর্ধ্ব-৭ গ্রুপে আজান ৩৬তম হয়ে ৭০ রেটিং, অনূর্ধ্ব-৯ গ্রুপে মুগ্ধ ৭ম হয়ে ৮৮ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১১ গ্রুপে অনিন্দ্য ৫৩তম হয়ে ১০৭ রেটিং, নাশিদ ৭২তম, সাফায়েত ৫১তম হয়ে ৯২ রেটিং, অনূর্ধ্ব-১৫ গ্রুপে সাদ ৩৪তম হয়ে ৬০ রেটিং ও অনূর্ধ্ব-১৭ গ্রুপে শাকের ২১তম হয়ে ৫৬ রেটিং খুইয়েছেন। তবে অনূর্ধ্ব-১৩ গ্রুপে আয়ান ৩৩তম হয়ে ১৪ রেটিং বৃদ্ধি করেন।

সিঙ্গাপুরে ফাহাদ ৫৭, তাহসিন ৬৩, নিয়াজ ১০৮ ও তাশরিক ২২০তম

সিঙ্গাপুর ইন্টারন্যাশনাল ওপেন চেস টুর্নামেন্টে আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান কাঙ্ক্ষিত গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পূরণ করতে পারেননি। তিনি ৪২তম সিডেড হয়ে ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে ১৫ধাপ পিছিয়ে ৫৭তম হয়ে ১০ রেটিং খুইয়েছেন। ৯ ম্যাচে ৩ জয়, ৫ ড্র আর ১ ম্যাচ হেরেছেন। ২৫৯৯ রেটিংধারী গ্র্যান্ডমাস্টার আর্সেনি নেস্টেরভের সঙ্গে কৃতিত্বপূর্ণ ড্র করলেও ২৫৮৮ রেটিংধারী সিঙ্গাপুরের গ্র্যান্ডমাস্টার টিন জিংইয়াওয়ের বিপক্ষে দুর্দান্ত লড়ে হেরে যান। অপর ম্যাচগুলোয় ফাহাদ তাঁর চেয়ে কম রেটেড দাবাড়ুদের সঙ্গে জয় আর ড্র করায় নর্ম অর্জন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফিদেমাস্টার তাহসিন তাজওয়ার জিয়া আন্তর্জাতিক মাস্টার নর্মের চেষ্টা করেও সফল হননি। ৯ ম্যাচে ৫ জয়, ১ ড্র আর ৩ হারসহ ৫.৫ পয়েন্ট পেয়ে ৬৩তম হয়েছেন। ৮৬তম সিডেড হয়ে ২৩ধাপ এগিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেন। তারপরও ২০ রেটিং কমেছে। তাহসিন পোল্যান্ডের ২৪৯১ রেটিংধারী আন্তর্জাতিক মাস্টার জ্যাকব সিমানের সঙ্গে ড্র করার কৃতিত্ব দেখান। গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। ৭৬তম সিডেড হয়ে ৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৩২ ধাপ পিছিয়ে ১০৮তম হয়েছেন। ৪ জয়, ২ ড্র, ২ হার আর ১ ম্যাচ ওয়াকওভার দিয়ে ৫ রেটিং হারিয়েছেন। এ ছাড়া তাশরিক সায়ান শান ৩.৫ পয়েন্ট পেয়ে ২২০ তম হয়ে ১১৬ রেটিং কমিয়েছেন। টুর্নামেন্টে ৩৪টি দেশের ২৮৫ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন।

ভারতে শফিক ৫৮, জুয়েল ১৩০, রানী হামিদ ১৬৩, তনিমা ২১০ ও সূর্য ২৫৬তম

ভারতের ভুবনেশ্বরে ১৫তম কিট ইন্টারন্যাশনাল চেস ফেস্টিবল থেকেও সুসংবাদ বয়ে আনতে পারেননি দাবাড়ুরা। ১০ রাউন্ড সুইস লিগ পদ্ধতির এ টুর্নামেন্টে ক্যান্ডিডেটমাস্টার শফিক আহমেদ ৬ পয়েন্ট পেয়ে ৫৮তম হয়ে ৩৫ রেটিং খুইয়েছেন। মো. আনিচুজ্জামান জুয়েল ৩০ রেটিং কমিয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ১৩০তম হয়েছেন। নারী আন্তর্জাতিক মাস্টার রানী হামিদ ৪.৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ১৬৩তম হয়ে ৪২ রেটিং হারিয়েছেন। নারী ফিদেমাস্টার তনিমা পারভীন ৪ পয়েন্ট পেয়ে ২১০তম হয়ে ৫২ রেটিং খুইয়েছেন। এস এম শরীফুজ্জামান সূর্য ২ পয়েন্ট পেয়ে ২৫৬তম হয়ে ৫৯ রেটিং কমিয়েছেন। সূত্র : চেসরেজাল্টস.কম।

৪৮ বর্ষ ১০ সংখ্যার কুইজমালার সঠিক উত্তর:

১. বসুন্ধরা

২. ২টি

৩. জনি ও পাপন সিং

৪৮ বর্ষ ১০ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

খাদিজাতুল কোবরা

প্রযত্নে- মাহাবু নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

‘পাক্ষিক ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার কুইজ বিভাগে থাকছে তিনটি প্রশ্ন। সঠিক উত্তরদাতা বিজয়ীর নাম ও ছবি ছাপানোর পাশাপাশি পুরস্কার থাকছে ৫০০ টাকা। সঠিক উত্তরদাতা একাধিক হলে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। প্রত্যেক সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে। কুইজ বিভাগে অংশ নিতে হলে অবশ্যই নিচের কুপনটি পূরণ করে আগামী ২৫ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাক্ষিক ক্রীড়াজগত, ৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কুপন ব্যতীত কুপনের ফটোকপি কুইজ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কুপনে স্থান সংকুলান না হলে প্রয়োজনে বাড়তি কাগজ যুক্ত করা যাবে।

‘ক্রীড়াজগত’ কুইজমালা ৪৮ বর্ষ ■ ১২ সংখ্যা ■ ০১ জানুয়ারি ২০২৫

প্রশ্ন : সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ-বাংলাদেশ টি-২০ সিরিজে প্লেয়ার অব দি সিরিজ কে হয়েছেন?

প্রশ্ন : সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ-বাংলাদেশ টি-২০ সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাধিক রান কে করেন?

প্রশ্ন : সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ-বাংলাদেশ টি-২০ সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট কার?

উত্তর : ১) ....

উত্তর : ২)..

উত্তর : ৩) ....

উত্তরদাতার নাম ও ঠিকানা : ....

....

....

মোবাইল :..

৪৮ বর্ষ ১০ সংখ্যার কুইজমালা সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া্যা, ঢাকা; ২। আজাহারুল ইসলাম কচি, অব. কর্মকর্তা অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০; ৩। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ৪। তপন নাহা, গণি স্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ৫। এমএইচ স্বাধীন, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ৬। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া্যা, ঢাকা; ৭। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়া্যা, ঢাকা; ৮। প্রত্যয়ী রায়, দাশগুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেইন, আসকারদিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম-৪০০০; ৯। মুক্তা রানী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১০। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১১। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১২। মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ১৩। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেইন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৪। অমিত দস্তিদার (মন), মেডিকর্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রম; ১৫। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ, ৪৯/৫০ আসকার দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৬। উম্মে হাবিবা, গ্রাম- লামচরী, পোস্ট- কাটাখালী, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ১৭। রোকসানা আক্তার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট- বালিরটেক, থানা+জেলা- মানিকগঞ্জ; ১৮। মো. মারুফ হাসান, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট- ডাক ভবানীপুর, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ১৯। মো. মারুফ হাসান, শ্রীকণ্ঠপুর, ডক ভবানীপুর, পাইকগাছা, খুলনা; ২০। আয়েশা আক্তার, ৯/আই ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা; ২১। রাশিদা বেগম, গ্রাম- পাইবাজার, থানা+জেলা- লক্ষ্মীপুর; ২২। মো. বেলায়েত হোসেন, বাসা-২০, রোড-১১, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; ২৩। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলাবাজার, থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ২৪। খাদিজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু নুরুল্লাহ চৌধুরী বাড়ি, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ২৫। মোহাম্মদ আনিছুর রহমান ফরহাদ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি বাংলাদেশ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসএ) ৭৮ নং অলংকার ৩ নং গলি (মাজার বাড়ি), ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম; ২৬। সাইফ হাসান, গ্রাম- আলী সাহরদী, পোস্ট- মদনপুর, থানা- বন্দর, জেলা- নারায়নগঞ্জ।

৪৮ বর্ষ ৯ সংখ্যার কুইজ বিজয়ী
কচি

বিশেষ ঘোষণা

লেখক, সাংবাদিক, গবেষক, সংগ্রাহক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়ানুরাগীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই পাক্ষিক ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার পুরনো সংখ্যার খোঁজ করেন। কিন্তু সংখ্যাগুলো দুর্লভ হয়ে যাওয়ায় তা সংগ্রহ কিংবা প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের সুবিধার্থে ‘ক্রীড়াজগত’ পত্রিকার পুরনো সংখ্যাগুলো ফেসবুক পেইজে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্টধারীরা তাঁদের আইডিতে ঢুকে A nostalgic journey to Bangladesh sports সার্চ করলে আপলোডকৃত সংখ্যাগুলো দেখতে পারবেন।

মজিবুর রহমান ডিআরইউ’র ক্রীড়া সম্পাদক

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচন-২০২৫ এ ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মো. মজিবুর রহমান। চতুর্থবার এই পদে নির্বাচিত হলেন তিনি। গত ৩০ নভেম্বর ডিআরইউ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, ডিআরইউ’র ক্রীড়া সম্পাদক পদে ৭৯৫ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন দ্য মর্নিং নিউজের মো. মজিবুর রহমান।

ফুটবল উন্মাদনা ও উত্তাল দিনের নানা কথা-৩৯

ইকবাল কবির

শহিদুল ইসলাম বাবুল। পুরান ঢাকার ইসলামবাগে শৈশব ও বেড়ে উঠা। পূর্ব পুরুষ বিক্রমপুরের হলেও ঢাকা এখন স্থায়ী ঠিকানা। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও স্কুল পড়াকালীন সময়েই রক্তে ফুটবল উন্মাদনা মিশে আছে। সত্তরের শেষ দশকে জন্ম। তাই বাবুল ফুটবল উন্মাদনা বলতে স্বাধীনতাত্তোর মোহামেডান-আবাহনী কেন্দ্রিক দেশের ফুটবল জোয়ার দেখেছেন। খেলেছেন নিজেও ফুটবল। নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈশাখী সংঘ নামে ফুটবল ক্লাব। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে পুরান ঢাকার রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির কাউন্সিলর ছিলেন। ইসলামবাগের হাজী ইব্রাহিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাড়া-মহল্লার শিশু-কিশোরদের বিদ্যাপিঠ। বাবুল স্কুলে পড়াকালীন সময়েই ফুটবল নিয়ে পড়ে থাকতেন মাঠে। খেলতেন রাইটউইং পজিশনে। ডান-বাম দুই পায়ে ছিল বলে শট নেওয়ার সমান দক্ষতা, যা সব ফুটবলারদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। নিজে ফুটবলার হওয়ার কারণ ওই সময় ঢাকার ফুটবল উন্মাদনা ও জনপ্রিয়তা। আর এই ফুটবল উন্মাদনার কেন্দ্রবিন্দু মোহামেডান- আবাহনী। দুই ক্লাবের তারকা ফুটবলাররা ছিলেন স্কুল ফুটবলারদের আদর্শ ও মডেল। কারও কারও স্বপ্ন সালাউদ্দিন, চুন্নু, আনোয়ার, আসলাম, মেজর হাফিজ, সালাম, গাফফার, ওয়াসীম, বাবলুর মতো ফুটবলার হওয়া। মূলতঃ ফুটবল সমর্থক থেকেই প্রিয়দলের প্রিয় খেলোয়াড়রা হয়ে উঠেন আইডল। সত্তর দশকের শেষ ভাগ। ঢাকার ফুটবলে বিদেশি কোচের প্রশিক্ষণে আবাহনী আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তন করেছে। ছোট ছোট পাসে চমৎকার টিম ওয়ার্ক। ঢাকার লিগের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ঢাকা মোহামেডান, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স, তৎকালীন বিআইডিসি, রহমতগঞ্জ এমএফএস, ব্রাদার্স, ওয়ারী, আজাদ স্পোর্টিংয়ের নাম ফুটবলপ্রেমীদের মুখে মুখে। আবাহনীর নামও। পাড়া-মহল্লায় উড়তো মোহামেডান, আবাহনী, ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের পতাকা। কিশোর বাবুলও এই ফুটবল জোয়ারের বাইরে ছিলেন না। ছিল ফুটবল খেলা ও দেখার নেশা। আকাশী-নীল হলুদ জার্সির আবাহনীর খেলা ভালো লাগত। নিজেও ছিলেন কিশোর ফুটবলার। উচ্চতা ও বয়সভিত্তিক ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি ১৪ বছরের কিশোর ফুটবলার হিসেবে দাপিয়ে বেড়াতে ঢাকার পাড়া-মহল্লার গণ্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন জেলায় জেলায়। মোহামেডান-আবাহনী কেন্দ্রিক ফুটবল জনপ্রিয়তার উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া। অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। মোহামেডান-আবাহনীর জনপ্রিয় ফুটবল তারকারা সামাজিক অনুষ্ঠান বিয়েসাধি, দাওয়াত খেতে বা মার্কেটিং গেলেও উৎসুক ফুটবল পাগল সাপোর্টাররা হুমড়ি খেয়ে পড়ত প্রিয় তারকা ফুটবলারকে কাছ থেকে এক নজর দেখতে। এমন ফুটবল জনপ্রিয়তার কারণেই পাড়া-মহল্লায় খোলা মাঠে ফুটবলে মেতে উঠতেন শত শত কিশোর ফুটবলার।

ফুটবল উন্মাদনার এমন স্মৃতির বর্ণনায় বাবুল আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন। যে দিন আবাহনীর খেলা থাকত আগের রাতে ঘুম হতো না টেনশনে, খেলার ফলাফল নিয়ে। দুর্বল দল হলে জয় নিশ্চিত থাকলেও গোলের সংখ্যা বা কে কয় গোল দেবে, তা সারাক্ষণ মাথায় ঘুরপাক খেত। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা থেকে ভাবনা নামত না। কি একসময় পার করেছি ভাবলেই অবাক হতে হয় বলছিলেন বাবুল। এখন ফুটবলে আগের মতো উন্মাদনা না থাকলেও জনপ্রিয়তা ঠিকই আছে। এখনো যেখানেই ফুটবল সেখানেই দর্শক হুমড়ি খেয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখার স্মৃতিচারণায় বাবুল বলেন, আশির দশকের কথা। পাড়ার বন্ধু খায়রুল কবির টিপু, শরিফুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, আলী, আলমগীর এই বন্ধুরা মিলেই এক সঙ্গে খেলা দেখতে যেতাম। আবাহনীর খেলার দিন সকালে মহল্লায় পতাকা উড়ানো ছিল প্রথম কাজ। এরপর দুপুরে বা বড় খেলার দিন সকালেই রওনা দিতাম ঢাকা স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে। টান টান উত্তেজনায় গোটা ঢাকা শহরেই মুখে মুখে থাকত আবাহনীর খেলার ফলাফল নিয়ে আলোচনা। বাবুল বললেন, আবাহনীর খেলা ছিল আরামবাগের বিরুদ্ধে। আরামবাগ সাদা-কালো জার্সি পড়ত। মনে হতো মোহামেডানের সঙ্গে খেলছে। ঢাকা স্টেডিয়ামে গিয়ে প্রথম খেলা দেখার অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। যতটুকু মনে পরে আবাহনী সেই দিন আরামবাগের সঙ্গে হেরে গিয়েছিল ১-২ গোলে। সবাই মন খারাপ করে বাড়ি ফিরেছিলাম। খেলা শেষে আবাহনী সমর্থকদের সঙ্গে আরামবাগ সমর্থকদের মারামারি হয়েছিলো। পুলিশের টিয়ার গ্যাসের শেল নিক্ষেপে চোখের জ্বালাপোড়ার কথা মনে হলে এখনো ভাবি ফুটবলের কত না পাগল ছিলাম আমরা। নিজের জীবনের কোনো পরোয়া করতাম না। গ্যালারিতে মারামারি লাগলে ইটপাটকেল মারতে মারতে আবাহনীর গ্যালারি থেকে আক্রমণ করতে করতে আরেক সীমানায় চাপিয়ে দিতাম প্রতিপক্ষকে। পেছন থেকে ঘেরাও দিলে আমাদের পরিণতি কী হবে, তা ভাবতাম না। ফুটবলপাগল বাবুল বলেন, শুধু ফুটবল দেখা নয়, নিজে খেলাটাও ছিল নেশা। একবার ঢাকার বাহিরে কুমিল্লায় খ্যাপ খেলতে গিয়ে হতাশ হয়ে ছিলাম। আমি স্ট্রাইকার পজিশনে খেলি। রাইট, লেফট বা সেন্টার ফরোয়ার্ড আক্রমণভাগে দুই পায়ে জোড়া শট থাকায় কিশোর বয়সেই বহু খ্যাপ খেলার সুযোগ হতো। কমলাপুর থেকে ট্রেনের বগিতে সবাই যখন আনন্দ করতে করতে যাচ্ছিল, আমার মাথায় শুধু ঘুরপাক খাচ্ছে মাঠে নেমে প্রতিপক্ষের রক্ষণসীমা কীভাবে তছনছ করে গোল করব। মনে মনে শুধু সেই পরিকল্পনাই করছিলাম। কিন্তু মাঠ দেখেই মনে হতাশা নেমে আসে। আমার সারাক্ষণ ভাবনার সেই মাঠ তো নয়, ধানখেতে খেলতে এসেছি। তখনো মাঠের পাশে ধান শুকানো, খড়ের ঢিবি দেওয়া। আমরা ঢাকা থেকে যাওয়া খেলোয়াড়েরাই মাঠ থেকে সব সরিয়ে পরিষ্কার করলাম। মাঠ ভালো না হওয়ায় মনমতো খেলতে না পারলেও শত শত ফুটবলপ্রেমী দেখে খেলায় উৎসাহ তৈরি হয়েছিল বাড়তি শক্তি ও অনুপ্রেরণা হিসেবে। হতাশা কেটে আমরা প্রতিপক্ষ কে ৩-১ গোলে হারাই। আমি একাই দুটি গোল করেছিলাম, যা আজও মনে হলে আনন্দিত হই। কারণ, ফুটবল উন্মাদনাকে ঘিরেই ছিল এই আনন্দ। বাবুলের ফুটবল জীবনে ফুটবলারদের দলবদলের মতো সাপোর্টার দল বদলের গল্পও আছে। ছোটবেলা থেকে আবাহনীর সাপোর্টার হলেও নব্বই দশকে দল বদল করে সাদা-কালোর মোহামেডান সাপোর্টার হয়ে যান। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বাবুল বলেন, আবাহনী ক্লাব আস্তে আস্তে আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরা ক্লাবটির জনপ্রিয়তাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা শুরু করে। নেতারা ক্লাব কর্মকর্তা হতে শুরু করে শেখ হাসিনাও তার ভাইয়ের পরিবারিক ক্লাব বানিয়ে ফেলে। তাই আবাহনীর সমর্থন ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। কারণ, আমি আওয়ামী লীগ করি না। ক্লাবকে রাজনীতিকরণ করায় আবাহনীর সমর্থন ছেড়ে দেই। বাবুল বলেন, ফুটবল যখন থেকে মিরপুর চলে যায়, তখন থেকেই এর দর্শক কমতে শুরু করে। এলাকার জনপ্রতিনিধিত্ব ও জনসেবায় নিয়োজিত হওয়ায় স্টেডিয়ামে গিয়ে আর খেলা দেখার সময় পাই না। তবে ইসলামবাগ মাঠসহ আমার এলাকায় ফুটবল খেলায় নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ দিয়ে আসছি আগামীতেও উৎসাহ দেব। কারণ, ফুটবল আমার প্রিয় খেলা আমি নিজেও একজন ফুটবলার ছিলাম। পাইওনিয়ার লিগে আমার নিজের গড়া বৈশাখী সংঘের আমি অধিনায়ক ছিলাম। পোস্তার সরকার জি ছিল আমাদের কোচ। ঢাকা স্টেডিয়ামে দেখা আমার স্মরণীয় খেলা মোহামেডানের বিরুদ্ধে আসলামের দুটি গোলসহ আবাহনীর বিজয়ের ম্যাচটি। আশির দশকের মাঝামাঝি। আবাহনী পিছিয়ে পরেও সেই খেলায় মোহামেডানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ছিল। আসলাম প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত হেডের গোলটি আজও আমার কাছে জীবন্ত মনে হয়। ফুটবল নেতৃত্বে এখন নতুন রাজা তাবিথ আউয়াল। তাবিথ নিজেও একজন ফুটবলার ছিলেন। আশা করি, তার নেতৃত্বে দেশের ফুটবল আবার ঘুরে দাঁড়াবে। সেই সঙ্গে খেলার মাঠ ও নিবেদিত সংগঠক আসতে হবে। ধান্ধাবাজ সংগঠকরা দেশের ফুটবলের সর্বনাশ করে দিয়েছেন। এ থেকে বের হয়ে আসতে সময় ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা লাগবে। সেই সঙ্গে ইন্টার স্কুল কলেজ ফুটবল চালু করতে হবে। উন্মুক্ত খেলার মাঠ বাড়াতে হবে। চুয়ান্ন বছর বয়সী ফুটবলার ও সাপোর্টার শহীদুল ইসলাম বাবুল আশাবাদী, আমাদের ফুটবল আবার ঢাকা স্টেডিয়ামে ফিরে আসবে এবং দর্শকে পরিপূর্ণ হবে গ্যালারি।

শব্দজট-৬১৭

গ্রে	ন	ম্যা	ক্স	ও	য়ে	ল	■	মা
ন	■	■	■	■	■	■	■	হ
ম্যা	■	রো	হি	ত	শ	র্মা	■	মু
ক	■	না	■	■	■	■	■	দ
গ্রা	■	ন	■	বি	রা	ট	■	উ
■	■	দি	■	শ্ব	■	■	■	ল্লা
রা	চি	ন	■	না	হি	দা	■	রি
কি	■	হো	■	থ	■	বা	■	য়া
ব	ল	■	■	■	■	■	সা	দ

শব্দজট-৬১৭ বিজয়ী

প্রত্যয়ী রায়, দাশ গুপ্ত ভবন,
৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেইন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়,
কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম

শব্দজট-৬১৭ বিজয়ীকে অভিনন্দন। তিনি ৫০০ টাকা পাচ্ছেন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্রস চেক অথবা বিকাশের মাধ্যমে। বিজয়ীকে এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২৫-এর মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

শব্দজট-৬১৯

১						■	২	■
	■	■	■	■	■	৩		■
	■	৪				■	■	৫
	■		■	■	■	৬	■	
	■		■	৭	■		■	
	■	■	■		■		■	
■	৮				■		■	
■	■	■	■	■	■		■	
৯							■	

নাম...

ঠিকানা..

....

....

মোবাইল ....

শব্দজট ৬১৯-এর সূত্র

সূত্রঃ পাশাপাশি:
১। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের লেগ স্পিনার; ৩। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের গোলরক্ষক এর নামের শেষ অংশ; ৪। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এর নামের প্রথম অংশ; ৮। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ব্যাটসম্যান; ৯। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় হকি দলের খেলোয়াড়।

সূত্রঃ উপর-নিচ
১। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের ডাক পাওয়া তরুন পেসার; ২। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ১১তম আসরের মাসকটের নাম; ৪। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটসম্যান; ৫। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের ডানহাতি ব্যাটসম্যান; ৬। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার; ৭। বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক।

মোঃ ফরিদ উদ্দিন, ৭/৮ এ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, হাতিরপুল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫। ফোনঃ ০১৮৩৮৫০৩৪৬৪

শব্দজট-৬১৭ এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম ও ঠিকানা-

১। রূপম দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ২। প্রত্যয়ী রায়, দাশ গুপ্ত ভবন, ৯নং রামকৃষ্ণ মিশন লেইন, আসকার দিঘীর পশ্চিম পাড়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ৩। সানজিদা আক্তার সাজিদা, প্রযত্নে- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৪। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৫। বিনিয়া বিথি বন্নি, পিতা- মো. আবদুল মান্নান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড কমন সার্ভিসেস ডিভিশন (কমন), অগ্রণী ব্যাংক লি. প্রধান কার্যালয়, ঢাকা; ৬। উম্মে হাবিবা, গ্রাম- লামচরী, পোস্ট- কাটাখালী, থানা- হাইমচর, জেলা- চাঁদপুর; ৭। আয়েশা আক্তার, ৯/আই ধানমন্ডি-১৫, ঢাকা; ৭। মো. মারুফ হাসান, গ্রাম- শ্রীকণ্ঠপুর, পোস্ট- ডাকভবানীপুর, থানা- পাইকগাছা, জেলা- খুলনা; ৮। খাদীজাতুল কোবরা, প্রযত্নে- মাহাবু, নুরুল্লাহ, চৌধুরী বাড়ি, ধলই, এনায়েতপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম; ৯। আক্কাছ হোসেন, গ্রাম- চরমোল্লাজী, পোস্ট- চতলাবাজার থানা- লালমোহন, জেলা- ভোলা; ১০। রোকসানা আক্তার, গ্রাম- বাঘিয়া, পোস্ট-বালিরটেক, থানা+ জেলা- মানিকগঞ্জ; ১১। রাশিদা বেগম, গ্রাম- পাইবাজার, থানা+জেলা- লক্ষ্মীপুর; ১২। অমিত দস্তিদার (মন), মেডিকের্নার, ৪১৮, জামাল খান বাই লেন, আসকার দিঘীর পাড়, দোস্ত কলোনী মসজিদ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৩। সোমা দস্তিদার, দোয়েল আহম্মেদ টাওয়ার, ৪৯/৫০ জামাল খান বাই লেইন আসকার দিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম পাড় কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম; ১৪। মুক্তা রানী, এনজেল ভিউ-১, ২নং রহমতগঞ্জ, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০; ১৫। রওশন আরা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়্যা, ঢাকা; ১৬। শাবনাজ আক্তার পুতুল, ১৬ শেরেবাংলা (সুরক্ষা ক্লিনিকের বিপরীতে) খুলনা; ১৭। তপন নাহা, গণি স্টোর, চেরাগী পাহাড়, চট্টগ্রাম; ১৮। সাইফ হাসান, গ্রাম- আলী সাহরদী, পোস্ট- মদনগঞ্জ, থানা- বন্দর, জেলা- নারায়ণগঞ্জ; ১৯। সোহেল মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়্যা, ঢাকা; ২০। সোহাগ মোল্লা, ইসলাম ফার্মেসি, তুরাগ, বাউনিয়্যা, ঢাকা; ২০। এমএইচ স্বাধীন, ২ আখতার চেম্বার, ৮১ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা; ২১। নুর-জাহান, সোনাডাঙ্গা, খুলনা-৯১০০।

শব্দজট ৬১৬ বিজয়ী
শাবনাজ আক্তার পুতুল

ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে আবারও ধাক্কা : নিষিদ্ধ সাকিব আল হাসান

পরাগ আরমান

এমনিতেই বিভিন্ন ঝামেলায় 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা দেশ সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর কোনো কিছুই আর সাকিবের হয়ে কাজ করছে না। সবই যেন ফসকে যাচ্ছে হাতের তালু গলে। কোনো কিছুই ঠেকানো যাচ্ছে না। পরিবেশ-প্রতিবেশও বৈরী তাঁর। ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে এসে খেলেন নতুন এক ধাক্কা। সাকিব আল হাসানের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড আগেই সাকিবের বোলিংকে নিষিদ্ধ করেছিল। আইসিসি স্বীকৃত কোনো খেলাতেই বোলিং করতে পারবেন না বাংলাদেশের পোস্টার বয় সাকিব আল হাসান।

অবশ্য সাকিব আল হাসানের লম্বা ক্যারিয়ারে ত্রুটিপূর্ণ বোলিংয়ের এমন অভিযোগ কখনো উঠেনি। সুসময় এবং ক্যারিয়ারের একেবারে সায়াহ্নে এসে ভালোবাসার মুদ্রার উল্টো পিঠও দেখলেন সাকিব। বোলিং অ্যাকশন ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে তাঁকে নিষিদ্ধ করেছে ইসিবি। এখন থেকে ইসিবি আয়োজিত কোনো প্রতিযোগিতায় বোলিং করতে পারবেন না তিনি। ইসিবির কোনো টুর্নামেন্টে কাউন্টি ক্রিকেট বা অন্য কোনো টুর্নামেন্টে বল করতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কি বল করতে পারবেন সাকিব- স্বভাবতই এ প্রশ্ন উঠে আসে। বিপিএল বা কিংবা অন্য কোনো টুর্নামেন্টেও কি নিষিদ্ধের আওতায় থাকবেন তিনি! এক্ষেত্রে দুঃসংবাদ আছে সাকিব আল হাসানের জন্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, ঘরোয়া ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও বল করতে পারবেন না তিনি। তবে ব্যাটিংয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই তাঁর।

বাংলাদেশের ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় নাম সাকিব আল হাসান। ক্রিকেটের তিন ফরমেটেই আইসিসির অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে দীর্ঘদিন শীর্ষে ছিলেন। দেশের ক্রিকেটের এই পোস্টার বয়ের নামের পাশে বেশকিছু রেকর্ডও রয়েছে। আর এসব রেকর্ড গড়ার পথে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। এতসব অর্জনের পরও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের একেবারে শেষ সময়ে এসে পড়েছেন কঠিন পরীক্ষায়। আর এই পরীক্ষায় পাস করতে পারলে খেলা হবে না সাকিবের অলরাউন্ডারের ভূমিকায়। বোলিং থেকে নির্বাসনে এখন সাকিব। শুধু ব্যাটার হিসেবে ২২ গজের সবুজ গালিচায় নামতে পারবেন তিনি। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে একটি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেছে বিসিবি। বাংলাদেশের মাটিতে ঘরোয়া টুর্নামেন্টে বল করতে পারবেন সাকিব আল হাসান। তবে তার জন্য তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হবে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জিতে ইংলিশ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে সারের হয়ে ম্যাচ খেলতে যান বাংলাদেশের জান, বাংলাদেশের প্রাণ, সাকিব আল হাসান। প্রায় ১৩ বছর পর কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে গিয়ে দুর্দান্ত বোলিং করেন তিনি। কাউন্টি দল সারে'র জার্সিতে একটি ম্যাচ খেলেন সমারসেটের বিপক্ষে। ব্যাট হাতে রান না পেলেও দুই ইনিংসে ৯ উইকেট তুলে নিয়ে নিজেকে আবারও প্রমাণ করেন বাংলাদেশের এই পোস্টারবয়। তবে সেই ম্যাচেই তাঁর বোলিং অ্যাকশন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন দুই আম্পায়ার ডেভিড মিলনস ও স্টিভ ও'শনসি। ম্যাচ রিপোর্টে সাকিবের ত্রুটিপূর্ণ বোলিং অ্যাকশনের কথা উল্লেখও করেন তারা। আম্পায়ারদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরেই কড়া অবস্থান নেয় ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড-ইসিবি। বাংলাদেশের সেরা এই অলরাউন্ডারকে বোলিং অ্যাকশন পর্যালোচনা করানোর নির্দেশ দেয় তাঁরা। তাঁদের নির্দেশনা মতো লাফবরো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিসির সহযোগী একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে খতিয়ে দেখা হয় সাবেক বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের বোলিং অ্যাকশন। তবে পরীক্ষায় পাস করতে পারেননি তিনি। এতে করে বোলিং না করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে। অর্থাৎ কোনো ম্যাচে ব্যাটিং করতে অসুবিধা নেই সাকিবের। কিন্তু অ্যাকশন ত্রুটিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বোলিং না করার পরামর্শ দিয়েছে তাঁকে। ১৮ বছরের ক্যারিয়ারে এমন ঘটনা এবারই প্রথম ঘটলো সাকিব আল হাসানের জীবনে।

২ ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের লাফবরো ইউনিভার্সিটির মেডিকেল বিভাগে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দিয়েছিলেন সাকিব। এরপর ১০ ডিসেম্বর সেই পরীক্ষার ফল হাতে পায় ইসিবি। পরীক্ষায় পাস করতে না পারায় ইসিবির প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ করা হয় তাঁকে। সেই নিষেধাজ্ঞাই সাকিবকে ফেলে কঠিন পরীক্ষায়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-বিসিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ইসিবির আওতাধীন কোনো প্রতিযোগিতায় বোলিং থেকে সাকিব আল হাসানকে নিষিদ্ধ করার ফলে বাংলাদেশের বাইরে ঘরোয়া ক্রিকেট ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিং থেকেও নিষিদ্ধ হয়েছেন। যুক্তরাজ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল-আইসিসি স্বীকৃত টেস্টিং সেন্টারে পরিচালিত একটি স্বাধীন মূল্যায়নের ফলাফলের ভিত্তিতে এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। অবৈধ বোলিং অ্যাকশনের জন্য আইসিসির ১১.৩ ধারা অনুসারে, একটি জাতীয় ক্রিকেট ফেডারেশন যদি কোনো বোলারকে তাঁদের নিজস্ব নীতিমালার অধীনে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিষিদ্ধ করে এবং সেই নিষেধাজ্ঞা যদি স্বীকৃত পরীক্ষাগারে মানসম্মত বিশ্লেষণবিধি অনুযায়ী করা হয়, তাহলে সেই নিষেধাজ্ঞাকে আইসিসি আমলে নেবে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আরোপ করবে। এটি আনুষ্ঠানিক নোটিশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রযোজ্য হবে। তার জন্য আর কোনো

আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই।

বিতর্ক যেন পিছু ছাড়তে চায় না সাকিব আল হাসানের। চির সঙ্গী তার জীবনের। ভারত সফর চলাকালে ঘোষণা দিয়েছিলেন, দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ খেলে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চান সাকিব আল হাসান। কিন্তু বাংলাদেশে পটপরিবর্তনের পর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বাংলাদেশ সফরের সময় শেখ হাসিনা সরকারের এমপি সাকিব আল হাসানকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পর্যাপ্ত নিরাপত্তার 'গ্যারান্টি' দিতে না পারায় দেশে ফিরতেই পারেননি তিনি। ফলে আক্ষেপ জিইয়ে রেখেই টেস্ট ক্রিকেটকে গুডবাই জানাতে হয়। ভারতে খেলাকালে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকেও অবসর নিচ্ছেন, শুধু ওয়ানডে ক্রিকেটই খেলতে চান। তবে ওয়ানডে ম্যাচেও সাকিবকে খেলতে দেখা যায়নি। ত্রুটিপূর্ণ বোলিং অ্যাকশনের জন্য ইসিবি নিষিদ্ধ করায় সমস্যা জর্জর সাকিবের ওপর চাপ বাড়ল আরও অনেক।

সাকিব আল হাসান আর বিতর্ক যেন হাত ধরাধরি করে চলে। একসময় ব্যাটে-বলে সমানতালে দক্ষতা দেখিয়ে বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের খেতাব নিজের করে নিয়েছিলেন। তেমনি রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে সাকিব নিজেকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। এতে প্রশংসা যেমন পেয়েছেন তেমনি বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে বারবার জর্জরিত হয়েছেন। মাঠের খেলায় নন্দিত হলেও, আচরণের জন্য হয়েছেন নিন্দিত। একবার তো ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব পেয়েও সেটা আইসিসিকে না জানানোর কারণে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও এ দেশের ক্রিকেটে সাকিব আল হাসান এক অদ্বিতীয় নক্ষত্রের নাম। বলা যায়, বাংলাদেশ ক্রিকেটের একমাত্র বিজ্ঞাপন সাকিব আল হাসান। আলোচিত-সমালোচিত টাইগারদের এই 'পোস্টার বয়' বারবার মাঠ গরম করেন বিতর্কিত সব কর্মকাণ্ডে। বাংলাদেশ ক্রিকেটের মুকুটবিহীন সম্রাট সাকিব আল হাসানের কীর্তিগুলো ক্রিকেট বিশ্বে তাঁকে করে তুলেছে অনন্য। সব ফরম্যাটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অর্জনগুলো ৩৮ বছরে পা দিয়ে রাখা সাকিবকে সেরাদের সেরার কাতারে নিয়ে গেছে। ২০১৯ বিশ্বকাপে আট ম্যাচে মাঠে নেমে দুই সেঞ্চুরিসহ সাকিব করেছিলেন ৬০৬ রান। এর মধ্যে সাত ইনিংসেই ৫০-এর বেশি রান করেন তিনি। তার আগে ২০০৩ বিশ্বকাপে ভারতের মাস্টার ব্লাস্টার শচীন টেন্ডুলকার সাত ইনিংসে ৫০-এর বেশি রানের রেকর্ড গড়েছিলেন। ইংল্যান্ডে ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন সাকিব, তাও আবার শচীনের চেয়ে তিন ম্যাচ কম খেলে। শুধু ব্যাটে নয়, বল হাতেও সমান দক্ষতার পরিচয় দেন সাকিব আল হাসান। তুলে নেন ১১টি উইকেট। এমনকি, টেস্ট, ওয়ানডে, এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একই সঙ্গে বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডারের আসনে আসীন হন সাকিব আল হাসান। বিশ্বে এমন কীর্তি শুধু তারই।

তবে জীবনের অমিমাংসিত সংলাপের মতো এসব মহান কীর্তির সঙ্গে সাকিবের বিতর্কিত আচরণগুলোও জ্যোতির্ময়। এবং সেগুলো বিদ্ধ করে জাতীয় দল থেকে শুরু করে ভক্ত-সমর্থকদেরকেও। কারণ, দলের সবচেয়ে বড় সম্পদটি যখন দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেন তখন রাগ-অভিমান সবই একে একে বিষোদগারে জমা হয়। দূরে চলে যায় সৃষ্টি সুখের উল্লাস। স্বার্থান্ধ এক আনন্দভূবন রচনা করতে দেখে সাকিবের প্রতি ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। সাকিব দলে থাকা মানেই অন্যদের চেয়ে একটু এগিয়ে থেকে শুরু করা। কারণ সাকিবের খেলাকে উপভোগ করা যতটা সহজ, তাঁকে মোকাবেলা করাটা ততটা সহজ নয়। তাঁর মোহময় ঘূর্ণি বলের মাহাত্ম্য বুঝতে না বুঝতেই সাজঘরে ফিরতে হয় প্রতিপক্ষকে।

তবে এ সব কিছুর সুবিধা নিয়ে কি না বোঝা যায় না, সাকিব প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে নানা কাজ দিয়ে সমালোচিত হয়েছে-হচ্ছেন অহরহ। তিনি যতটা বড় খেলোয়াড় ঠিক ততটাই সমালোচিত বিতর্কিত সব কর্মকান্ডে। ২০১০ সালে প্রথমবার মতো বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সাকিব আল হাসান। ভারতের বিপক্ষে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ব্যাট করছিলেন তিনি। কিন্তু সাইড স্ক্রিনের পাশে এক দর্শকের নড়াচড়া তার মনযোগে বিঘ্ন ঘটায়। ইশারায় সাকিব সেই দর্শককে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কিন্তু ইশারা বুঝতে না পেরে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। হঠাৎ ক্রিজ ছেড়ে বাউন্ডারি লাইনে ছুটে যান সাকিব, ব্যাট উঁচিয়ে ওই দর্শককে হুমকিও দিতে দেখা যায়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে সাকিব আল হাসানের গোঁয়ার্তুমি। ২০১৩ সালে বিজয় দিবস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলাকালে এক দর্শক অটোগ্রাফ চান সাকিব আল হাসানের কাছে। তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে মনোক্ষুণ্ন দর্শক কটূক্তি করেন। তখন গ্যালারিতে গিয়ে ওই দর্শকের কলার চেপে ধরেন সাকিব।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষের ম্যাচে ছক্কা মারতে গিয়ে লংঅফে ক্যাচ আউট হন সাকিব। আউট নিয়ে টিভি ধারাভাষ্যকারেরা সমালোচনা করার সময় প্যাভিলিয়নে বসা সাকিব টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েন। ক্যামেরা দেখেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেন তিনি। এই ঘটনায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তিন ম্যাচে নিষিদ্ধ করা হয় সাকিবকে। একই বছর আবারো শাস্তির মুখে পড়েন সাকিব। শৃঙ্খলাভঙ্গ ও আচরণগত সমস্যার অভিযোগে ২০১৪ সালে ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক সব ধরনের ক্রিকেট থেকে ৬ মাস নিষিদ্ধ করা হয় তাঁকে। সে সময় পরবর্তী দেড় বছর দেশের বাইরে কোনো টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে অনাপত্তিপত্র না দেওয়ারও ঘোষণা দিয়েছিলো বিসিবি। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সাকিবের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি কমিয়ে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ৩ মাস করা হয়।

ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি না নিয়েই ২০১৪ সালের জুলাই মাসে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ-সিপিএলে খেলতে যান সাকিব আল হাসান। এনিয়ে কোচ তাঁকে প্রশ্ন করলে জাতীয় দল ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। পরে বোর্ডের নির্দেশে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে দেশে ফিরে পুরো ঘটনার জন্য দায় চাপান সাকিব, সেই সময়কার কোচ হাথুরুসিংহের ওপর। তখন আবার নতুন করে শুরু হয় বিতর্ক। পরের বছরের নভেম্বরে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ-বিপিএলে খেলার সময় আম্পায়ারের সঙ্গে করেন অসদাচারণ। দণ্ড হিসেবে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধও হন। আর তিনবার ম্যাচ পাতানোর প্রস্তাব পেয়েও তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা-আইসিসিকে জানাননি সাকিব আল হাসান। এই অভিযোগে তখনকার অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। এর মাঝে এক বছর স্থগিত নিষেধাজ্ঞাও যোগ করা হয়।

সবকিছু শেষে বাংলাদেশ ক্রিকেটের পোস্টার বয় আবারও ক্রিকেটে ফেরেন সমহিমায়। মাঠের কঠিন পিচে তিনি বারবার ফুটিয়েছেন উইকেটের ফুল। সেই সঙ্গে দেশকে এনে দিয়েছেন সাফল্যের পর সাফল্য। কিন্তু বিতর্ক কিংবা বিতর্কিত ঘটনা পিছু ছাড়েনি সাকিবের। প্রতিভাবানরা কি আসলেই এমন বিতর্ক-কুতর্ক ভালোবাসেন! ২০২২ সালে টানা ক্রিকেট খেলে বিশ্রাম চান সাকিব আল হাসান। যেতে চাননি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। টানা কয়েকদিন চলে বিসিবির সাথে টানাপোড়েন। অবশেষে সাকিবকে ছাড়াই প্রোটিয়া সফরে যায় বাংলাদেশ। আর সেই ফাঁকে সাকিব দুবাই চলে যান বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের জন্য। এমন সব বিতর্কিত ঘটনার জন্য দেয়া সাকিব এবার পড়েছেন ত্রুটিপূর্ণ বোলিংয়ের ফাঁদে। যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হতে পারবেন ততই তার মঙ্গল।

সে যা-ই হোক, পরবর্তী পরীক্ষার পর সাকিবের অ্যাকশন যদি ছাড়পত্র পায়, তাহলেই কেবল বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট সংস্থার আওতায় থাকা টুর্নামেন্টগুলিতে বোলিং করতে পারবেন সাকিব আল হাসান। আপাতত বাংলাদেশের ঘরোয়া টুর্নামেন্টগুলিতে বোলিংয়ের ছাড়পত্র রয়েছে তাঁর। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে আদৌ তিনি দেশে ফিরতে পারবেন কি না তা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার মাত্রই শ্রীলঙ্কার এলপিএল টি-টোয়েন্টি লিগে খেলা শেষে করেছেন। তাঁর দল গল মার্ভেলসের হয়ে দুটি ম্যাচে বোলিংও করেছিলেন। তবে সাকিবের দল গল মার্ভেলসকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় জাফনা কিংস। তবে বোলিং অ্যাকশন শুধরে নিতে শিগগিরই ভারতে আসার কথা রয়েছে তাঁর। সেখানে আইসিসির সহযোগী পরীক্ষা কেন্দ্রে নতুন করে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা হওয়ার কথা তাঁর। ত্রুটিপূর্ণ বোলিং অ্যাকশনের বিষয়টি সামনে আসার পর আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একদিনের সিরিজে সাকিবকে দলে রাখেনি বিসিবি। আগামী ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দুবাই ও পাকিস্তানের মাটিতে ওয়ানডে ফরমেটের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলবে বাংলাদেশ। সেই টুর্নামেন্টে তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান লাল-সবুজের জার্সি গায়ে চড়াতে চাইবেন। বোলিং করার ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত না মিলেলে সেই স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনাও মুখ থুবড়ে পড়বে বলেই মনে করেন ক্রিকেটসংশ্লিষ্টরা।

আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়া তারকাদের গল্প

মেহেদী হাসান জনি

জাতীয় দলের হয়ে ফুটবল খেলতে নামার সৌভাগ্য সবার হয় না। যাঁরা দেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান, তাঁরা ভাগ্যবান বটেই। তবে অনেকেই জাতীয় দলে সুযোগ পেলেও নিজেকে প্রমাণ করার আগেই ঝরে যান। তাঁদের খোঁজই-বা রাখেন কয়জন। আবার অনেকেই নিজেকে বিশ্বসেরাদের কাতারে তুলে ধরেন। নিজ নিজ প্রতিভা ও পারফরম্যান্সে মাতিয়ে রাখেন ফুটবলপ্রেমীদের। যাঁদের প্রস্থান ব্যথিত করে ভক্তদের। শূন্যতা তৈরি করে দলে। তেমনি অনেক রথিমহারথি ফুটবল জগৎকে দুই হাত ধরে দিয়ে ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন।

আনহেল ডি মারিয়া : আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন ডি মারিয়া। তাঁকে ম্যান ইন ফাইনাল নামেও ডাকেন ভক্তরা। আর্জেন্টিনা গত তিন বছরে চারটি শিরোপা জিতেছে। সব কয়টিতেই খেলেছেন এই নাম্বার ইলেভেন। তাঁর একমাত্র গোলেই ব্রাজিলকে হারিয়ে ২০২১ সালে কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছিল আলবেসেলেস্তেরা। এর মাধ্যমে ২৮ বছরের শিরোপা খরাও ঘোচায় আর্জেন্টিনা। পরের বছর ফিনালিসিমায়ও গোল করেন এই উইঙ্গার। আর্জেন্টিনা ৩৬ বছরের আরাধ্য বিশ্বকাপ জেতে ২০২২ সালে ফ্রান্সকে হারিয়ে। সেই ম্যাচেও গোল করেছিলেন ডি মারিয়া। সম্প্রতি তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন। তবে বেনফিকার হয়ে ক্লাব ক্যারিয়ার চালিয়ে যাবেন। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ১৪৫ বার মাঠে নেমেছেন আনহেল ডি মারিয়া। গোল করেছেন ৩১টি। আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে ১১ ম্যাচে ৫ গোল ও অলিম্পিক দলের হয়ে ৬ ম্যাচে দুটি গোল করেছেন এই তারকা।

লুইস সুয়ারেজ : আন্তর্জাতিক ফুটবলকে অবসর জানিয়েছেন উরুগুয়ের তারকা লুইস সুয়ারেজও। বার্সেলোনার সাবেক তারকা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলছেন। তিনি উরুগুয়ে জাতীয় দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সুয়ারেজের গোল ৬৯টি। ম্যাচ খেলেছেন ১৪৩টি। এ ছাড়া উরুগুয়ের বয়সভিত্তিক দলের হয়ে ৮ ম্যাচ খেলে ৫টি গোল করেছেন।

টনি ক্রুস : বর্তমান ফুটবল বিশ্বের সেরা মিডফিল্ডার বলা হয় জার্মানির টনি ক্রুসকে। গত ইউরোর পর সব ধরনের ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই মিডফিল্ডার। জার্মানির জার্সিতে ১১৪ ম্যাচ খেলা ক্রুস গোল করেছেন ১৭টি। জার্মানির হয়ে বয়সভিত্তিক দলে ২৩টি গোল রয়েছে এই তারকার। রিয়ালের হয়ে ৪৬৫ ম্যাচ খেলা ক্রুস ২৮টি গোলের পাশাপাশি ৯৯টি অ্যাসিস্ট করেছেন। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলা ২০৫ ম্যাচে তার গোল সংখ্যা ২৪টি। সহায়তা ৪৯ গোলে। লেভারকুসেনের হয়ে ৪৮ ম্যাচে ১০ গোল ও ১৩ অ্যাসিস্ট রয়েছে ক্রুসের।

গুন্ডোগান : বর্তমান ফুটবলবিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার জার্মানির গুন্ডোগান। গত ১৯ আগস্ট তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন। এই জার্মান মিডফিল্ডার জাতীয় দলের জার্সিতে ৮২ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ১৯টি।

ম্যানুয়েল নয়্যার : জার্মান গোলপোস্টের দেয়ালখ্যাত ম্যানুয়েল নয়্যারও জাতীয় দলকে গুডবাই জানিয়ে দিয়েছেন। এতে থামল তার ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক অধ্যায়। গোলপোস্টের নিচে থেকেও বিশ্বসেরা হওয়া যায়, সেটি বোধহয় নয়্যার খুব ভালোভাবেই সবাইকে বোঝাতে পেরেছিলেন। তিনি ২০১১ থেকে ২০২০ দশকের সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০১৪ বিশ্বকাপের গোল্ডেন গ্লাভসজয়ী নয়্যার গোলকিপার হিসেবে বিশ্বকাপ ও ইউরোতে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা ফুটবলার।

থমাস মুলার : গত বছর যেন অবসরের ঢেউ লেগেছিল জার্মান দলে। সেই ঢেউয়ে দেশের জার্সিকে বিদায় জানিয়েছেন জার্মানির স্ট্রাইকার থমাস মুলার। ইউরো থেকে বিদায়ের পর তাঁর দেওয়া বক্তব্যে ছিল অবসরের সুর। সেই সুরই পরে সত্যি করে জার্মানি দলকে বিদায় জানালেন ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। জাতীয় দলের জার্সিতে ১৩১ ম্যাচ খেলা মুলারের নামের পাশে রয়েছে ৪৫টি গোল।

অলিভিয়ের জিরুদ : ফ্রান্সের জার্সিতে সর্বোচ্চ গোলদাতা অলিভিয়ের জিরুদ। জাতীয় দলের হয়ে ৫৭ গোল করেছেন এই তারকা। কাতার বিশ্বকাপে ছিলেন ফর্মের তুঙ্গে। গত জুলাইয়ে ইউরো টুর্নামেন্টে সেমিফাইনাল থেকে হেরে বিদায় নেয় ফ্রান্স। এরপর নিজেও ফ্রান্স ফুটবলকে বিদায় জানান লস অ্যাঞ্জেলসে সদ্য যোগ দেওয়া এই তারকা।

শাকিরি : জুলাইয়ে শেষ হওয়া ইউরোর পর দেশের জার্সি তুলে রেখেছেন সুইজারল্যান্ডের জেরদান শাকিরি। এতে ১২৫ ম্যাচেই থামে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার। জাতীয় দলের জার্সিতে এই তারকার গোল রয়েছে ৩২টি। এ ছাড়া সুইজারল্যান্ডের বয়সভিত্তিক দলের হয়ে রয়েছে আরও চার গোল।

সুনীল ছেত্রী : ভারতীয় ফুটবলের পোস্টারবয় সুনীল ছেত্রী। তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলে চতুর্থ সর্বোচ্চ গোলদাতা। তাঁর ওপরে রয়েছেন ১৩২ গোল করা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, ১০৯ গোল করা লিওনেল মেসি ও ইরানের আলী দাই। সুনীল ছেত্রী ভারতের জার্সিতে ১৫১ ম্যাচে গোল করেছেন ৯৪টি। গত জুনে তিনি জাতীয় দলের জার্সিতে ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচটি খেলেছেন।

এডিনসন কাভানি : উরুগুয়ে ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা এডিনসন কাভানিও জাতীয় দলকে গুডবাই বলে দিয়েছেন। ক্ষিপ্র গতির এই স্ট্রাইকার যেকোনো দলের রক্ষণে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলেন। তবে ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকেই জাতীয় দলে উপেক্ষিত ছিলেন এই তারকা। সবশেষ কোপা আমেরিকাতেও জায়গা হয়নি উরুগুয়ে দলে। কে জানে হয়তো বুঝে গিয়েছেন জাতীয় দলে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। তাইতো তিনিও বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন উরুগুয়ে দলকে। জাতীয় দলের জার্সিতে কাভানির গোলের সংখ্যা ৫৮টি।

এ ছাড়া গত বছর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন স্পেনের ফুটবলার জেসুস নাভাস, পর্তুগালের সেন্টারব্যাক ডিফেন্ডার পেপে, ইংলিশ ডিফেন্ডার কিরান ট্রিপিয়ার, একই দলের ডিফেন্ডার হ্যারি মাগুইরে, বেলজিয়ামের ডিফেন্ডার জন ভার্টোনহেন, সুইস গোলকিপার ইয়ন সমার, সার্বিয়ার অধিনায়ক দুসান তাদিচ, নেদারল্যান্ডসের দালেই বিইন্ড এবং ক্রোয়েশিয়ান মিডফিল্ডার মার্সেলো ব্রোজোভিচ।

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ব্র্যান্ড টিম সাউদি

ইকরামউজ্জমান

ক্রিকেট বিশ্বে বর্তমান সময়ে যে কয়জন হাতে গোনা ক্রিকেটার অসাধারণ নৈপুণ্যের মাধ্যমে প্রভাবশালী 'ব্র্যান্ড' হিসেবে পরিচিতি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছেছে এবং সব মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন তাদের একজন টিম সাউদি। টিম সাউদি নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে নিউজিল্যান্ড নামটি উচ্চারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং আলোচিত 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর'। নিউজিল্যান্ডের ভাবমূর্তি–খেলার দুনিয়ায়। দেশের গৌরব। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটের সঙ্গে যে নামটি ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে–টিম সাউদি।

ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ড হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করা অনেক বড় স্বীকৃতি। ক্রিকেটার হিসেবে জীবনে অসাধারণ প্রাপ্তি। স্যার হেডলির পর সম্ভবতো নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটে উচ্চারিত হয়েছে টিম সাউদি। তিনি পেরেছেন প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে।

গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় টিম সাউদি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন ১৬ বছর ধরে দেশের হয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলেছি। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখেছি। সেই শৈশব থেকে–সেটি পূরণ হয়েছে। দেশের হয়ে খেলা অনেক বড় সম্মানের বিষয়। দেশ এবং ক্রিকেট আমাকে অনেক দিয়েছে আমার প্রত্যাশার চেয়েও বেশি। দেশের জন্য বারবার মাঠে নেমেছি এটি সব সময় গর্ব এবং আনন্দের বিষয়। ২০০৮ সালের মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নেপিয়ারে আমার টেস্ট অভিষেক হয়েছে। ইতোমধ্যেই ব্ল্যাক ক্যাপসদের সান্নিধ্যে অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আমি ক্রিকেট নিয়ে পরিতৃপ্ত। তবে এটা তো ঠিক এক সময় তো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। আমার মনে হয় এখনি সময়। সর্বোচ্চ শিখরে থেকে টেস্ট ক্রিকেটকে 'গুড বাই' বলা। আর তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় বা শেষ টেস্ট হবে আমার ক্রিকেট জীবনে শেষ অংশগ্রহণ। শুরু করেছিলাম ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলে আর শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলবো তাদের বিপক্ষে। এরপর তো অফুরন্ত অবসর। পরিবার পরিজন নিয়ে সময় কাটানো। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে অনেক বছর ধরে 'বড়দিন' এবং 'নববর্ষ' পরিবারের সবাইকে নিয়ে উদযাপন করতে পারিনি। এবার সেটা পারব। আর এই অনুভূতিটা বলে বোঝানো যাবে না। তবে ক্রিকেটে আমার লম্বা জার্নি সব সময় রোমাঞ্চকর এবং আনন্দদায়ক হয়েছে। ১৭ বছরের ক্রিকেট স্মৃতি তো কখনো বিবর্ণ হবে না।

অসাধারণ পেস বোলার টিম সাউদি। বছরের পর বছর ধরে দেশের জন্য বল করেছেন 'লাইন এবং লেন্থ মেইনটেইন' করে। তিনি ছিলেন পেসারদের অনুকরণীয়। তাঁর 'সুইং' নিয়ে সব সময় আলোচনা হয়েছে বোলারদের মধ্যে। নিবেদিত এই ক্রিকেটার সব সময় চেয়েছেন দলকে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সাহায্য করতে। আর অবদানে দল বারবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে জয়ের স্বাদও পেয়েছে। হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে সাউদির শেষ টেস্টে নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ডকে পরাজিত করেছেন ৪২৩ রানে। রানের হিসাবে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। এটা ছিল বিদায়ের বড় পুরস্কার।

টিম সাউদি মানুষ হিসেবে অসাধারণ। তার মানবিক আচরণ সব সময় স্মরণীয়। ক্রিকেটের তিন সংস্করণে সাউদি যে কীর্তি গড়েছেন–এটি আপাতত অতুলনীয়। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন। টেস্টে নিউজিল্যান্ডের হয়ে তাঁর চেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন শুধু সর্বকালের সেরা অন্যতম অলরাউন্ডার স্যার রিচার্ড হ্যাডলি। ক্যারিয়ারে ১০৭টি টেস্টে উইকেট নিয়েছেন ৩৯১টি। সেরা বোলিং ৬৪ রানে ৭ উইকেট। ১৬১টি ওয়ানডেতে উইকেট নিয়েছেন ২২১টি। সেরা বোলিং ৩৩ রানে ৭ উইকেট। ১২৬টি টি-টোয়েন্টিতে উইকেট পেয়েছেন ১৬৪টি। ম্যাচ সেরা ১৮ রানে ৫ উইকেট। এদিকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেট ও (৭৭৬) নিয়েছেন টিম সাউদি।

সাউদির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি তাঁর ফর্ম দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। শৃঙ্খলিত জীবনের পেছনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। সাউদি ক্রিকেটকে দেখেছেন ধর্মের মতো। ক্রিকেটের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। ৩৬ বছরের এই ক্রিকেটারের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটের বাগান থেকে একটি উজ্জল ফুল ঝরে পড়েছে।

বিওএ ম্যারাথন

মোয়াজ্জেম হোসেন রাসেল

বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) আয়োজনে প্রথমবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 'বিওএ ম্যারাথন-২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর ঢাকার জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে এ ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। সেখানে এলিট ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন মো. আল আমিন ও পাপিয়া খাতুন। এলিট ২১.১০ কিলোমিটার ক্যাটাগরির পুরুষ বিভাগে আল আমিন ১:১১:৪৩.৩২ সেরা হয়েছে। মহিলা বিভাগে পাপিয়া ১:৩৬:৩০.৪২ সময় নিয়ে সেরা হয়েছেন। সাধারণ বিভাগে ২১.১০ কিলোমিটার ক্যাটাগরির পুরুষ বিভাগে মোহাম্মদ সুজন ১:২১:০০.৪৯ সময় নিয়ে এবং মহিলা বিভাগে জান্নাতুল নাঈম ১:৫২:৪৫.০১ সময় নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। সাধারণ ১০.০০ কিলোমিটার ক্যাটাগরির পুরুষ বিভাগে মিরাজ মোল্লা ০০:৩৬:০৪.৮৪ সময় নিয়ে এবং মহিলা বিভাগে মোছা. সামিয়া ০০:৪৭:৪৯.২৪ সময় নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন।

প্রথম স্থান অর্জনকারী দৌড়াবিদরা দুই লাখ টাকা আর্থিক পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ ছাড়া প্রতিটি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন স্থান অর্জনকারীদের জন্যও আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। ম্যারাথ নটিতে দৌড়বিদরা হাফ ম্যারাথন বা ২১.১০ কিলোমিটার এবং ১০.০০ কিলোমিটারের দুটি দৌড় প্রতিযোগিতায় এলিট, সাধারণ ও ভেটেরান ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে

এবারের বিওএ ম্যারাথনে মোট ৫ হাজার ১১৬ জন দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেছেন। ম্যারাথনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন বিওএর মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা। পুরস্কার বিতরণ করেন বিওএ সভাপতি ও সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। এবারের ম্যারাথনে ৫০ বছরের বেশি বয়সী প্রতিযোগীদের জন্যও আলাদা ক্যাটাগরি রাখা হয়। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৯৩ জয়ী দৌড়বিদকে আর্থিক পুরস্কার হিসেবে ৭২ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

ঢাকার ফুটবলের গোড়ার কথা

মো. নূর হোসেন মাসুম

১৯৬৭ *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*

ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ১৯৬৭

দৈনিক আজাদ ১৬ মে ১৯৬৭

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ৪ ইপিজি প্রেস ১

ইপিজি প্রেসের বিরুদ্ধে প্রাণহীন খেলায় ওয়ান্ডারার্সের জয় লাভ।

গতকাল সোমবার স্টেডিয়ামে স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের উত্তেজনা বিহীন খেলায় ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব ৪-১ গোলে পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট প্রেস দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিয়াছে। ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের খ্যাতনামা খেলোয়ারদের অনেকেই এ বৎসর বিভিন্ন দলে খেলায় অংশগ্রহণ করায় পূর্বশক্তি বহুলাংশে লোপ পাইয়াচে। তবে উক্ত দলে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন খেলোয়াড় খেলায় অংশগ্রহণ করেন। নবাগত খেলোয়াড়দের মধ্যে রক্ষণভাগে ইসমাইল রোশো ও রিয়াজ প্রশংসনীয় ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা ক্রমশঃউন্নত খেলা প্রদর্শন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট প্রেস দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়েরা ব্যর্থতার পরিচয় দেন। রক্ষণভাগে আজব আলী, উষাণ ও জিল্লু যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিয়া একটি সুযোগ নষ্ট করেন। খেলার ২৮ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্স দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। প্রথমার্দ্ধে ওয়ান্ডারার্স দল দুই গোলে অগ্রগামী থাকে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২০ মিনিদের সময় প্রেস দলের গোলমুখে একটি জটলার মধ্যে ঢাকা ওয়ান্ডরার্স ক্লাবের লেফট ইন আলাউদ্দিন তীব্রগতিতে গোলে একটি বল মারিলে প্রেস দলের রক্ষকভাগের জনৈক খেলোয়াড়ের পায়ে লাগিয়া বলটি গোলে প্রবেশ করে (৩-০)। বিরতির ৩১ মিনিট পর বিজয়ী দলের লেফট ইন আলাউদ্দিন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বীয় দলের পক্ষে চতুর্থ গোলটি করেন (৪-০)। খেলা শেষ হইবার এক মিনিট পূর্বে প্রেস দলের লেফট ইন নিমাই ঢাকা ওয়ান্ডারার্স দলের গোলমুখে একটি বল পাইয়া গোলরাক্ষক ফেরদৌসকে পরাভূত করেন (৪-১)।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : ফেরদৌস, কুডু মনি, নবী বক্স, আপাজ, রিয়াজ, আরজু মিয়া, ইসমাইল রোশো, হাবিব, আনসার, আলাদ্দিন, সাদেক।

ইপিজি প্রেস : সেলিম, আজব আলী, উষাণ, নওয়াব, জিল্লু, এরশাদ, জালাল, সামাদ, মুক্তার, নিমাই, সেলিম।

রেপারী : ননী বসাক।

ফায়ার সার্ভিসের পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন

ফায়ার সার্ভিস ৩ ঢাকা পুলিশ এসি ০

(জাম্বু-২, ওহাব-১)

আউটার স্টেডিয়ামে গতকাল সোমবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলায় ফায়ার সার্ভিস দল ৩-০ গোলে পুলিশ এসি দলকে পরাজিত করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত খেলা প্রদর্শন করিয়া ফায়ার সার্ভিস দল খেলায় জয়লাভ করে। পুলিশ দলে পুরো ভাগের খেলোয়াড়দের চরম ব্যর্থতার দরুন উক্ত দল শেষ পর্য্যন্ত গোল পরিশোধের বহু সুযোগ লাভ করিয়াও গোল করিতে অক্ষম হয়।

প্রথমার্দ্ধে বিজয়ী দল ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে। খেলার ১৪ মিনিটের সময় ফায়ার সার্ভিস দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড জাম্বু দর্শনীয় ভাবে দিনের প্রথম গোলটি করে (১-০)। বিরতির ১৭ মিনিট পর ফায়ার সার্ভিস দলের ওহাব স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-০)। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৩২ মিনিটের সময় বিজয়ী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড জাম্বু দিনের শেষ গোলটি করেন (৩-০)।

ফায়ার সার্ভিস : সিতাংশু, আবুল, আইনুল হক, জলিল, দিপু, সামাদ, কামাল, শাহাবুদ্দিন, জাম্বু, আশরাফ, ওহাব।

ঢাকা পুলিশ এসি : মালাকার, মইনুদ্দিন, কায়েস, আখতার, নূরু, ফজলু, গফুর, এসএ চৌধুরী, সাত্তার, হাফিজ, মোহাম্মদ আলী।

রেফারী : মোহাম্মদ সোলেমান।

দৈনিক আজাদ ১৭ মে ১৯৬৭

ঢাকা মোহামেডান ৩ ওয়ারী ক্লাব ১

(মুসা-১, জালু-২) (ভুট্টু)

মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের নিকট ওয়ারী ৩-১ গোলে পরাজিত

ঢাকা স্টেডিয়ামে গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-১ গোলে ওয়ারী ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছে। মোহামেডান দলের ইহা দ্বিতীয় খেলা। দুইটি খেলাতেই তাহারা পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করিলেন।

পক্ষান্তরে ওয়ারী ক্লাব দ্বিতীয় খেলায় প্রথম পূর্ণ পয়েন্ট নষ্ট করিলেন। খেলায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব জয়লাভ করিলেও লীগ চ্যাম্পিয়নশীপে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবার মত খেলা উক্ত দলের খেলোয়াড়রা প্রদর্শন করিতে পারে নাই। দীর্ঘ কয়েক বৎসর পর ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে এককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড আশরাফ খেলায় অংশগ্রহণ করেন। পুরোভাগে জালু ব্যতীত কাহারও খেলা উল্লেখযোগ্য হয় নাই। রক্ষণভাগে গফুর, তোরাব আলী, কাদের, জহীর ও পিন্টু যথেষ্ঠ পরিশ্রম করিয়া খেলেন । ওয়ারী ক্লাবের রক্ষণভাগে লেফট ব্যাক নুরুল ইসলাম ও ষ্টপার হামিদ খান প্রশংসনীয় ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। গোলরক্ষক তপন কয়েকটি নিশ্চিত গোল হইবার মত বল রক্ষা করেন। পুরোভাগে জামিল ও আজিজের একক প্রচেষ্টায় খেলায় দলীয় জয়লাভে বাধার সৃষ্টি করে।

খেলার বিবরণ

খেলা শুরু হইবার দুই মিনিটের মধ্যে ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের লেফট আউট মুসা রাইট আউট আবদুল্লাহকে একটি সুন্দর বল ঠেলিয়া দেন, কিন্তু আবদুল্লাহ বলটিকে বারের উপর দিয়া মারিয়া দেন। খেলার ৮ মিনিটের সময় ওয়ারী দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়েরা বিপক্ষ গোলমুখে একটি সম্মিলিত আক্রমণ রচনা করেন।

মোহামেডান দলের তোরাব আলী বলটি আয়ত্বে আনিয়া সম্মুখে ঠেলিয়া দিলে ওয়ারী ক্লাবের রাইট আউট ভুট্টু তরিৎ বেগে দৌড়াইয়া গিয়া বলটি হইতে দিনের প্রথম গোল করেন (১-০)। এক গোলে পশ্চাৎবর্ত্তী থাকিয়া মোহামেডান দল গোল পরিশোধের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। খেলার ২০ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট ইন আবদুল্লাহর নিকট হইতে একটি বল প্রথমার্দ্ধের ২৪ মিনিটের সময় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রাইট আউট জালু দর্শনীয়ভাবে স্বীয় দলের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন (২-১)। প্রথমার্দ্ধে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে অগ্রগামী থাকে।

বিরতির পর

বিরতির ৫ মিনিট পর বিজয়ী দলের রাইট ইন আবদুল্লাহ কোনাকুনি একটি বল রাইট আউট জালুকে দিলে জালু উহা হইতে আরও একটি গোল করেন (৩-১)। খেলার শেষের দিকে ওয়ারী ক্লাবের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়েরা কয়েকবার গোল পরিশোধের ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব : নুরুন্নবী, জহীর, তোরাব আলী, পিন্টু, কাদের, গফুর, জালু, আবদুল্লাহ, আশরাফ, হাফিজ, মুসা।

ওয়ারী ক্লাব : তপন, শওকত, হামিদ, নুরুল ইসলাম, বেলাল, খলিল, ভুট্টু, আজিজ, নিশীথ, জামিল, মাহমুদ।

সেন্ট্রাল স্টেশনারী ও আজাদ স্পোর্টিংয়ের মধ্যে পয়েন্ট বন্টন

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী ১ আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ১

(ইলিয়াস) (আত্মঘাতী)

আউটার স্টেডিয়ামে সেন্ট্রল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী ও আজাদ স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগের অপর খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে।

আজাদ স্পোর্টিং দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়েরা একটি পেনালটিসহ বেশ কয়েকটি নিশ্চিত সুযোগের অপব্যবহার করায় উক্ত দলকে মূল্যবান একটি পয়েন্ট নষ্ট করিতে হইয়াছে। প্রথমার্দ্ধের ১৩ মিনিটের সময় সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড ইলিয়াস একটি গোল করেন (১-০)। বিরতির ১০ মিনিট পর আজাদ স্পোর্টিং দল একটি পেনালটি শটের সুযোগ লাভ করে। লেফট ইন নজরুল পেনালটি শটটি হইতে গোলটি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ২১ মিনিটের সময় আজাদ স্পোর্টিং দলের লেফট আউট বটুর একটি তীব্রশট স্টেশনারী দলের রাইটব্যাক এনতাজের পায়ে লাগিয়া গোলে প্রবেশ করায় খেলায় সমতা আসে (১-১)।

সেন্ট্রাল প্রিন্টিং এন্ড স্টেশনারী : বাচ্চু, এনতাজ, সিরাজ, ইসহাক, মনোয়ার, মোশাররফ, মসিউর, ঝুনু, ইলিয়াস, রফিক, আজিজ।

আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব : আমান, মাহমুদ, মোবাশ্বের, নূরুদ্দিন, ইলিয়াস, লক্ষণ, দেবু, নাসিম, শিবলি, নজরুল, বটু।

রেফারী : মুনির হোসেন।

দৈনিক আজাদ ১৮ মে ১৯৬৭

রহমতগঞ্জ এম এফ এস ১ ফায়ার সার্ভিস ০
(শাহজাহান)

রহমতগঞ্জের নিকট ফায়ার সার্ভিসের পরাজয়

গতকাল বুধবার ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত স্থানীয় ফুটবল লীগের এক প্রাণহীন খেলায় রহমতগঞ্জ দল ফায়ার সার্ভিস দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে। বিগত লীগের প্রায় সমমানে এই দুইটি দল এইবারের লীগে গতকাল প্রথমবারের মতো পারস্পরিক মোকাবেলায় অবতীর্ণ হইয়া উভয়েই নৈরাশ্যজনক খেলা প্রদর্শন করে। স্থানীয় খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত উভয় দলই বল নিয়ন্ত্রণে ও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে খেলা দেখাইতে ব্যর্থ হইয়াছে। ফলে খেলাটি আগা গোড়া উত্তেজনাহীন ও আকর্ষণ শূন্য ছিল। মাঠে অধিক দর্শকেরও সমাগম হয় নাই। গতকালের খেলাটি উভয় দলের জন্যেই চলতি লীগের দ্বিতীয় খেলা। ফায়ার সার্ভিস দল প্রথম খেলাটিতে ভিক্টোরিয়ার সাথে ড্র করেন, গতকাল তাহারা প্রথমবারের মতো পয়েন্ট হারায়।

খেলার বিবরণ

প্রথমার্দ্ধে রহমতগঞ্জ দল আগা গোড়া বিপক্ষ দলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ফায়ার সার্ভিস দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় গাউস (ব্যাক) গতকাল রহমতগঞ্জের পক্ষে খেলে। অপর দিকে রহমতগঞ্জের সাবেক দল নেতা দিপু গতকাল ফায়ার সার্ভিসের রাইট হাফ হিসাবে উল্লেখযোগ্য খেলা দেখাইতে ব্যর্থ হয়। গতকাল রহমতগঞ্জ প্রথমার্দ্ধে প্রাধান্য বিস্তার করিলেও দশ বারোটি সুযোগ হারায়। তেইশ মিনিটের সময় রাইট ইন শাহজাহান একটি আকর্ষণীয় গোল করে। প্রথমার্দ্ধে ফায়ার সার্ভিস দল রহমতগঞ্জের একটি পূর্ণ আক্রমণকে ঠেকাইয়া রাখিতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রহমতগঞ্জ দল ক্রমান্বয়ে তাহাদের শক্তি হারাইয়া ফেলে এবং পক্ষান্তরে ফায়ার সার্ভিস শক্তিশালী হইয়া ওঠে। কিন্তু শক্তি বৃদ্ধি ও সুযোগ লাভ সত্ত্বেও ফায়ার সার্ভিস দল গোল দান করিবার মতো দক্ষতা লাভ করিতে ব্যর্থ হয়। ফায়ার দলের ব্যর্থতার জন্য তাহাদের রক্ষণ ভাগ প্রধানত দায়ী। দ্বিতীয়ার্দ্ধ গোলশূন্য ছিল।

রহমতগঞ্জ এমএফএস : অনাথ, ফারুক, গাউস, হাসনাত, লালু, নাজির, কায়কোবাদ, শাহজাহান, সুলতান, বকুল, নয়া।

ফায়ার সার্ভিস : সিতাংশু, আবুল, আইয়ুব, জলিল, দিপু, সামাদ, কামাল, সরফুদ্দিন, সেলিম, শাহাবুদ্দিন, আশরাফ।

রেফারী : ননী বসাক।

পিডব্লিউডি - প্রেস দলের খেলা অমীমাংসিত

পাকিস্তান পিডব্লিউডি ক্লাব ১ ই পি জি প্রেস ১
(মুখতার) (আবেদ)

গতকাল আউটার স্টেডিয়ামে পিডব্লিউডি ও ইপিপি প্রেস দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত অপর খেলাটি অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। খেলার প্রথমার্দ্ধের তের মিনিটে পিডব্লিউডি দলের মুখতার ও ২৫ মিনিটের সময় প্রেস দলের আবেদ স্ব স্ব দলের পক্ষে একটি করিয়া গোল করেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধ গোলশূন্য ছিল।

দৈনিক আজাদ ১৯ মে ১৯৬৭

ঢাকা ওয়ান্ডরার্স ক্লাব ৫ রেলওয়ে পাইওনিয়ার ৩
(সাদেক-৩, রিয়াজ-১,
আলাউদ্দিন-১) (নূরুল্লাহ-২, আত্মঘাতী-১)

উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ওয়ান্ডারার্সের নিকট রেলওয়ে দলের পরাজয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত চলতি ফুটবল লীগের উত্তেজনাপূর্ণ এবং উভয় পক্ষের আক্রমণ পালটা আক্রমণ মুখর একটি খেলায় ঢাকা ওয়ান্ড্ররার্স ক্লাব ৫-৩ গোলে রেলওয়ে পাইওনিয়ার দলকে পরাজিত করিয়া পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে। প্রথমার্দ্ধে বিপক্ষ দলের উপর ওয়ান্ডারার্স দল প্রভাব বিস্তার করে আক্রমণ চালাইয়া খেলে পক্ষান্তরে তরুণতম খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত রেলওয়ে দলকে অনেকটা বিভ্রানত মনে হয়। তবে প্রথমার্দ্ধে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব গোল দানের কয়েকটি সুবর্ণ সুযোগ হারায়। প্রধানতঃ রাইট আউট আনসারের ব্যর্থতা ইহার জন্য দায়ী। খেলার নবম মিনিটে ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট ইন সাদেক লেফট হাফ রিয়াজের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া স্বীয় দলের পক্ষে প্রথম গোল করেন (১-০)। অতঃপর একুশ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্স দলের লেফট হাফ রিয়াজ প্রায় ত্রিশ গজ দূর হইয়ে শট করিয়া আর একটি সুন্দর গোল করেন (২-০)। চৌত্রিশ মিনিটের সময় রেলওয়ে দল বাম দিক হইতে তীব্র আক্রমণ চালাইলে ওয়ান্ডারার্সের লেফট ব্যাক আসলাম ও সেন্টার হাফ নবী বক্স নিজেদের পক্ষে গোলের সম্মুখে বল লইয়া জটলার সৃষ্টি করিলে রেলওয়ে পাইওনিয়ারের পক্ষে একটি সেমসাইড গোল হইয়া যায় (২-১)। বিরতির পর রেলওয়ে পাইওনিয়ার দল নতুন শক্তিতে ওয়ান্ডারার্স দলের উপর আক্রমণ চালায়। পঞ্চম মিনিটের সময় রেল দলের লেফ আউট নওয়াব ফাকা করেও গোল করিতে পারে নাই। তবে এই পর্য্যায়ে রেল দলের ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন বৃদ্ধি পায়। অষ্টম মিনিটের সময় রেল দলের রাইটইন নুরুল্লাহ স্বীয় দলের রাইট আউটের নিকট হইতে একটি বল পাইয়া বিপক্ষ দলের ব্যূহভেদ করিয়া একটি চমৎকার গোল দান করে (২-২)। পরের মিনিটেও নুরুল্লাহ একইভাবে বল পাইয়া অপর একটি গোল করিয়া তাহার দলকে এক গোলে অগ্রগামী করে (২-৩)। ইহার পরে উভয় দল পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে খেলার গতিবেগ সঞ্চার হয়। তবে ওয়ান্ডারার্স দলকে অনেকটা পর্য্যুদস্ত মনে হয়। এগারো মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্সের তসলিম ও আনসার পর পর গোলদানের দুইটি সুযোগ নষ্ট করে।

বাইশ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্সের সাদেক মাঠের কেন্দ্রস্থল হইতে বল টানিয়া লইয়া প্রায় পঁচিশ গজ দূর হইতে একটি চমকপ্রদ শট করিয়া গোল দান করে (৩-৩)। দুই মিনিট পরে একইভাবে সাদেক আরো একটি গোল দেয় (৪-৩)। সাতাশ মিনিটের সময় ওয়ান্ডারার্সে রাইট ইন আলাউদ্দিন স্বীয় দলের লেফট ইনের কাছ হইতে বল পাইয়া দলের পঞ্চম গোল করে (৫-৩)। রেল দর গোল পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়াও কিছু করিতে পারে নাই।

ঢাকা ওয়ান্ডারার্স ক্লাব : সান্টু, আফাজ, নবী বক্স, আসলাম, ইসমাইল, রিয়াজ,আনসার, আলাউদ্দিন, হাবিব, সাদেক, তসলিম।

রেলওয়ে পাইওনিয়ার : মহিউদ্দিন, অমল, কানাই, শাহাবুদ্দিন, ফজল, গিয়াসউদ্দিন, মনোজ, নুরুল্লাহ, জেমস, আলম, নোয়াব।

রেফারী : নিয়াজ আলম।

পুলিশ দলের পরাজয়

ইপিআইডিসি ৪ ঢাকা পুলিশ এসি ১
(হাসেম, জব্বার, আসলাম, আত্মঘাতী) (ইরশাদ)

গতকাল আউটার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফুটবল লীগের দ্বিতীয় খেলায় ইপি আইডিসি দল ৪-১ গোলে পুলিশ দলকে পরাজিত করে। সমস্ত গোল প্রথ মার্দ্ধে হয়। পুলিশ দলের পক্ষে ইরশাদ এবং ইপিআইডিসি দলের হাশেম, জব্বার ও আসলাম নিজ নিজ দলের পক্ষে একটি করিয়া গোল করে। বিজয়ী দলের পক্ষে চতুর্থ গোল পুলিশ দলের সেইম সাইড ছিল।

রেফারী : মীর রকিবুদ্দিন।

(চলবে)

ম্যানচেস্টার সিটির শেষ পরিণতি কী?

ইকরামউজ্জামান

বর্তমান বাংলাদেশে অগণিত কিশোর, তরুণ ও যুবক আছেন যারা নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল অনুসরণ করেন। আর এই ফুটবলকে ঘিরে আছে তাদের বিশেষ উৎসাহ এবং কৌতুহল। আর এটা সম্ভব হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে। একটি সময়ে বিদেশি লিগ, কাপ ও টুর্নামেন্টের খেলার খবর জানার একমাত্র ভরসা ছিল প্রিন্ট মিডিয়া–অর্থাৎ দৈনিক কাগজগুলো। ইংলিশ ফুটবলের ধারা বিবরণীও কেউ কেউ রেডিওতে শুনতেন। রেডিওতে দেশের মানুষের উৎসাহ হারিয়ে গেছে।

ইউরোপের ফুটবল নিয়ে যাদের বেশি আগ্রহ তাদের মধ্যে এখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যানচেস্টার সিটির মাঠের ফুটবলকে ঘিরে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠ বেড়েই চলেছে। সবার একই কথা ম্যানচেস্টার সিটির শেষ পর্যন্ত কী হতে যাচ্ছে! যে দলটি প্রিমিয়ার লিগে টানা চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যারা পঞ্চমবারের মতো শিরোপা জেতার স্বপ্নে বিভোর ছিল মওসুম শুরুর আগে থেকেই। একটার পর একটা খেলায় হারার পর এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে লিগ জেতা এবং ঘরে ট্রফি ধরে রাখার বিষয়টি অনিশ্চিত। ম্যারাথন দৌড়ে বেশি পিছিয়ে পড়লে তো পরে কভার করা সত্যি মুশকিল হয়ে পড়ে।

গত ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সিটি তালিকায় ছয়ে নেমে গেছে। সিটির পয়েন্ট ১৭ ম্যাচে ৮ জয়, ৩ ড্র এবং ৬টি পরাজয়ে ২৭। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে ২ ম্যাচ বেশি খেলে সিটি পিছিয়ে আছে ৯ পয়েন্টে। কোচ পেপ গার্দিওলা কিং কর্তব্য বিমুঢ়! মাঠে দলের এত ছন্দপতন! কিছুতেই বুঝতে পারছে না কেনো দল তলানির দিকে ছুটছে। খেলায় হার-জিত আছে। তাই বলে ম্যানচেস্টার সিটি ১৭ ম্যাচের মধ্যে ৯টিতে হারবে। শিরোপা জেতার জন্য তো ভারসাম্যময় দল গঠন করেছে–এরপরও মাঠে ভিন্ন ছবি সবাই দেখছে। সবাই জানেন ফুটবল কিন্তু সব সময়ে সরল রেখা অনুযায়ী চলে না। ফুটবলে যা চাওয়া হয়–সেই হিসেব যে মিলে সব সময় তাও নয়। কেউ কেউ বলছেন ফুটবল স্রেফ রসিকতা করছে ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে–এটি হয়তো তাদের ক্লাবের প্রতি ভালোবাসা এবং আবেগের বহিঃপ্রকাশ। তবে ফুটবলের সঙ্গে ভাগ্যের সম্পর্ক আছে।

ফুটবলে আসল উপাদান হলো গোল। গোল না করতে পারলে খেলা মূল্যহীন। ক্লাব সমর্থক এবং ভক্তরা অস্বস্তিতে ভুগতে রাজি নয়। তাদের তো একমাত্র পণ্য 'জয়'। আর এর জন্যই তো তাদের এত ব্যাকুলতা। ক্লাবের পরাজয় তো কোনো সমর্থক বা ভক্ত পছন্দ করে না। মেনে নিতে পারে না। তারা সব সময় চান জয়ের ঢেউয়ে দোল খেতে।

ম্যানচেস্টার সিটির স্প্যানিশ কোচ পেপ গার্দিওলা এখন ভীষণ চাপে আছেন। কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবেন এর কোনো সমাধান তো তার জানা নেই। খেলোয়াড়রা মাঠে দলগত নৈপুণ্যের মাধ্যমে পারেন একমাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবলে অনেক পেছনে পড়ে যেয়ে আবার সামনে চলে আসা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্প্রতি এএফপির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পেপ গার্দিওলা ক্লাব ফুটবলে নিজের ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথা হলো ম্যানচেস্টারার সিটি নিজের কোচিং ক্যারিয়ারের শেষ ক্লাব। এরপর আর তিনি কোনো ক্লাবের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন না। সুযোগ পেলে কাজ করবেন জাতীয় দলের হয়ে। এটা কি তাঁর ব্যক্তিগত হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

বার্সোলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখে সাফল্য পাওয়ার পর ২০১৬ সালে ইংলিশ লিগে পাড়ি জমান ৫৩ বছর বয়সী গার্দিওলা। সিটিতে যোগ দিয়ে দলটিতে এনেছেন অভাবনীয় শিরোপা–চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ১৮টি ট্রফি। চলতি বছর ক্লাব তাঁর চুক্তির মেয়াদ আবার বাড়িয়েছে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। এদিকে গত ১১ ডিসেম্বর গার্দিওলা ক্লাবকে জানিয়ে দিয়েছেন এই মওসুমের পর তিনি আর ক্লাবের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন না। যদি সুযোগ মিলে তাহলে কোনো দেশের জাতীয় দলের প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। ক্লাবের প্রশিক্ষণের সঙ্গে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণে অনেক পার্থক্য আছে। কয়েক মাস আগে বিবিসি জানিয়েছিল ইংল্যান্ড ও ব্রাজিল জাতীয় দলের জন্য নতুন কোচ খোঁজ করছে। তাহলে কি গার্দিওলা এই দুই দেশের মধ্যে যে কোনো একটি দেশের কোচের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী।

ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে প্রতিপক্ষের বিপক্ষে সুযোগ তৈরি করছে ঠিকই কিন্তু বল জালে প্রবেশ করাতে পারছে না–এটি অবশ্যই ফরোয়ার্ড লাইনের ব্যর্থতা। কোচ গার্দিওলা কিন্তু বিষয়টিকে সহজভাজে নিতে পারছেন না। তাঁর কাছে পুরো বিষয়টা স্পষ্ট নয়। একটি নিটোল দল হারতে পারে–কিন্তু ধারাবাহিকতার সঙ্গে হারার মিছিলে থাকবে কেন?

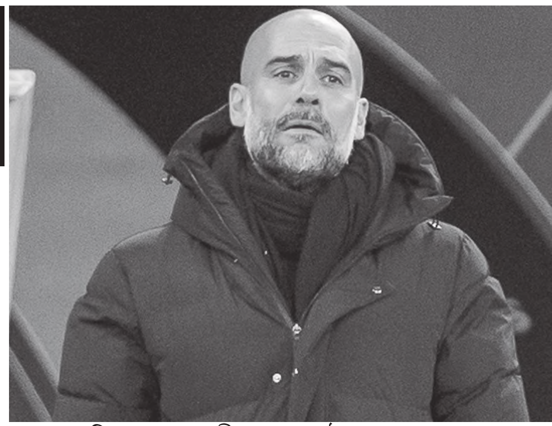

যে দল শিরোপা প্রত্যাশী তারা মাঠে অচেনা মনে হওয়া অবশ্যই চিন্তার বিষয়। খেলার তাল এভাবে কাটবে এটা তো চিন্তার বাইরে। আর এটা তো শুধু কোচ নয় সচেতন ফুটবল পিপাসুদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। ক্লাব সমর্থক ও ভক্তরা নিয়মিতভাবে তাদের হতাশা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

তবে কোচ গার্দিওলা কিন্তু চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নয়–তার কথা হলো খেলোয়াড়ই একমাত্র পারেন প্রধান স্রোতে নিয়ে আসতে। তাদের সামর্থ্য আছে।

ফুটবলে ভালো দিক আর খারাপ দিক দুটোই আছে। বিষয় হলো জয়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে চলা।

সিটি বড় খারাপ সময় পার করছে। আর এটা তো ঠিক এই খারাপ সময়টা কখনো চিরস্থায়ী নয়। জীবনের পথ কোনো অবস্থাতেই সর্বদা সহনীয় নয়। মাঝে মাঝে নিরানন্দের শূন্যতায় চলার পথে বাধা আসবে–এরপরেও চেষ্টা করতে হবে আনন্দ দিয়ে জীবনের সভা ভরিয়ে তুলতে।

ম্যান সিটির পরিবেশটা এখন 'গোষ্ঠী'। ব্যর্থতা হলো সব সময় মানুষের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। তাই বলে ব্যর্থতাকে ভয় পেলে হবে না। কেননা ব্যর্থতা থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। আছে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ। আর এই অভিজ্ঞতা আগামীতে সংশোধিত হতে সবচেয়ে বেশি কাজ করে। ক্লাব জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফুটবলময় জীবন। আর এই জীবনে যেমন আছে আনন্দ, তেমনি আছে বেদনা।

সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ

মোরসালিন আহমেদ

নানা রকম তর্ক-বির্তক আর ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ পেছনে ফেলে বিশ্ব দাবায় সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়েছেন ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার গুকেশ ডোম্মারাজু। বিশ্ব দাবার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ১৪ ম্যাচের সিরিজে গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চীনের গ্র্যান্ডমাস্টার ডিং লিরেনকে ৭.৫-৬.৫ পয়েন্টে হারিয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করেন। চেন্নাইয়ের ছেলে গুকেশ মাত্র ১৮ বছর ৮ মাস ১৪ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে নজির গড়েন। এর আগে ১৯৮৫ সালে রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার গ্যারি কাসপারভ সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ২২ বছর ৬ মাস ২৭ দিন বয়সে। সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার ম্যাগনাস কার্লসন ভক্ত গুকেশ মাত্র ৭ বছর বয়সে খেলা শুরু করেন। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক মাস্টার খেতাব লাভ করেন। এরপর ২০১৯ সালে ১২ বছর ৭ মাস ১৭ দিন বয়সে বিশ্বের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হন। বর্তমানে তিনি বিশ্ব দাবার র‌্যাঙ্কিয়ে পঞ্চম স্থানে অবস্থান করছেন। এ মুহূর্তে তাঁর স্ট্যান্ডার্ড রেটিং ২৭৮৩, র‌্যাপিড রেটিং ২৬৫৪ ও ব্লিটজ রেটিং ২৬১৫। প্রতিভাবান এ দাবাড়ু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগেই প্রিয় মাতৃভূমিকে গত বছর দাবা অলিম্পিয়াডে চ্যাম্পিয়ন করে অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। তিনি নিজেও বিশ্ব দাবায় অসংখ্যবার সাফল্য পেয়েছেন।

বিশ্ব দাবার খেতাবি লড়াইয়ে মোট ১৪ ম্যাচের মধ্যে গুকেশ ৩টি ও লিরেন ২টি জয় পেয়েছেন। অবশিষ্ট ৯টি ম্যাচে ড্র হয়েছে। চৌষট্টি খোপের দাবার জমিনে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হওয়ার আগে তারুণ্যের বিবেচনায় গুকেশকে ফেবারিট ভাবা হলেও অভিজ্ঞতায় এগিয়ে ছিলেন লিরেন। এমন কি এ চায়নিজ প্রথম ম্যাচে ৪২ চালে জয় তুলে শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখার মিশন শুরু করেছিলেন। তাতে চাপের মুখে পড়ে গিয়েছিলেন গুকেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে উভয়ে মাত্র ২৩ চালে ড্র করলেও তৃতীয় ম্যাচে গুকেশ ৩৭ চালে লিরেনকে হারিয়ে সমতায় ফেরেন। এরপর টানা সাত ম্যাচ কেউ কাউকে হারাতে পারেননি। চতুর্থ ম্যাচ ৪২ চালে, পঞ্চম ম্যাচ ৪০ চালে, ষষ্ঠ ম্যাচ ৪৬ চালে, সপ্তম ম্যাচ ৭২ চালে, অষ্টম ম্যাচ ৫১ চালে, ৯ম ম্যাচ ৫৪ চালে ও ১০ম ম্যাচ ৩৬ চালে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। একাদশ ম্যাচে এসে লিরেনের ভুলের সুযোগে জয় হাতছাড়া করেননি গুকেশ। ২৯ চালে জয় তুলে নিয়ে লিড নেন ভারতীয় এ দাবাড়ু। কিন্তু সমতায় ফেরতে লিরেন মোটেও কালবিলম্ব করেননি। পরের ম্যাচেই তিনি ৩৯ চালে গুকেশকে হারিয়ে শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখার সুপ্ত বাসনা ফের জাগিয়ে তুলেন। শেষ দুই ম্যাচ নিয়েও জল্পনা কম ছিল না। এমতবস্থায় এয়োদশ ম্যাচ ৬৯ চালে ড্র হয়। ফলে চতুর্দশ তথা শেষ ম্যাচ ঘিরে সবার আগ্রহ দৃষ্টি হয়।

কাজেই চতুর্দশ ম্যাচটি ড্র হবে নাকি কেউ জয় পাবে- এ নিয়ে গোলকধাধার মধ্যে পড়ে যান সবাই। মানে লিরেনজয়ী হলে শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখবেন। অন্যদিকে গুকেশ জয়ী হলে দাবার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ হয়ে শিরোপা জিতবেন। এ রকম নানা জল্পনার মধ্যে লিরেন-গুকেশ ম্যাচ শুরু হয়। উভয় সতর্কতার সঙ্গে ভেবেচিন্তে এক অপররের বিপক্ষে চাল দিচ্ছিলেন। এমন কি, ম্যাচটি ক্রমশ: ড্রয়ের পথে হাঁটছিল। কিন্তু লিরেন দাবা বোর্ডে এমন এক চাল ঠেলে দিলেন যা গুকেশকে জয়ী করে তোলে। এ নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়, যা তাঁকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে!

কেননা আগের টানা তের ম্যাচ ঠিকঠাক থাকলেও শেষ ম্যাচে এসে ফিক্সিংয়ের গন্ধ পান রাশিয়ান চেস ফেডারেশনের প্রধান গ্র্যান্ডমাস্টার আন্দ্রেই ফিলাতোভ। রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা তাস'কে তিনি বলেন, লিরেন যে পজিশনে ছিলেন- সেখান থেকে একজন প্রথম শ্রেণির দাবাড়ুর পক্ষে হেরে যাওয়া কঠিন। এটি ম্যাথমেটিক্যালি ড্র-ই ছিল। এ ম্যাচের অধিকতর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এটাকে ইচ্ছাকৃত মনে হচ্ছে। ফিলাতোভের এমন মন্তব্য যেমন বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে, ঠিক তেমননি সদ্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়া গুকেশকেও অস্বস্তির মধ্যে রেখেছেন।

এদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শেষ হওয়ার পরপরই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার গ্র্যান্ডমাস্টার ভ্লাদিমির ক্রামনিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছিলেন, 'কোনো মন্তব্য নেই, বেদনাহত... শিশুতোষ একটি চালের সাংঘাতিক ভুলে এর আগে কখনো বিশ্ব দাবার শিরোপা নির্ধারণ হয়নি।' অপরদিকে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার বিশ্ব নাথন আনন্দ একটা লাইভ স্ট্রিমে বলেন, যেকোনো ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে প্রচণ্ড প্রেশার কাজ করে। ভুল খেলারই অংশ। কাজেই এটাকে আমি এচিভমেন্ট হিসেবে দেখতে চাইব। উল্লেখ্য সিঙ্গাপুরে গত ২৫ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর বিশ্ব দাবার এ শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়।

একনজরে ফিদে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা...

নাম	দেশ
উইলহেম স্টেইনিজ	অস্ট্রিয়া/হাঙ্গেরি/মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
ইমানুয়েল লাস্কার	জার্মানি
হোসে রাউল ক্যাপাব্লাঙ্কা	কিউবা
আলেকজান্ডার আলেখাইন	ফ্রান্স
ম্যাক্স ইউওয়ে	নেদারল্যান্ডস
মিখাইল বতভিনিক	সোভিয়েত ইউনিয়ন
ভ্যাসিলি স্মিসলভ	সোভিয়েত ইউনিয়ন
মিখাইল তাল	সোভিয়েত ইউনিয়ন
টাইগ্রান পেট্রোসিয়ান	সোভিয়েত ইউনিয়ন
বরিস স্পাসকি	সোভিয়েত ইউনিয়ন
ববি ফিশার	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
আনাতোলি কারপভ	সোভিয়েত ইউনিয়ন
গ্যারি কাসপারভ	সোভিয়েত ইউনিয়ন/রাশিয়া
ভ্লাদিমির ক্রামনিক	রাশিয়া
বিশ্ব নাথন আনন্দ	ভারত
ম্যাগনাস কার্লসেন	নরওয়ে
ডিং লিরেন	চীন
গুকেশ ডোম্মারাজু	ভারত।

ক্রীড়াঙ্গনে তৃণমূলের নায়কেরা

মো. জোবায়ের হোসেন

রাজধানী ঢাকা থেকে খুব দূরের জেলা নয় শরীয়তপুর। এরপরও বাংলাদেশের ক্রীড়া মানচিত্রে পদ্মা তীরবর্তী জেলাটি খুব বড় অবস্থানে নেই। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এই বেশ কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি খেলোয়াড় তৈরি ও খেলা আয়োজনে নিরলস পরিশ্রম করছেন।

আশি-নব্বই দশকে দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলারদের একজন রকিব হোসেন। জাতীয় দলে খেলেছেন দীর্ঘদিন। বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম আন্তর্জাতিক ট্রফি ১৯৯৫ সালে মিয়ানমারে চার জাতির টুর্নামেন্টে। সেই আসরে রকিব ছিলেন সেরা পারফর্মারদের একজন। জাতীয় দলের পাশাপাশি ঘরোয়া ফুটবলও দাপিয়ে বেড়িয়েছেন অনেক দিন। সেই রকিবের বেড়ে উঠা শরীয়তপুর থেকেই। এরপর আর রকিবের মতো তারকা আসেনি পদ্মার পাড়ের এলাকা থেকে।

শরীয়তপুরের ক্রীড়াঙ্গন নিয়ে কাজ করেন সাবেক ফিফা রেফারি মো. মোশাররফ হোসেন মিলন। তিনি শরীয়তপুরের ক্রীড়াঙ্গনের অতীত ও বর্তমান নিয়ে বলেন, 'শরীয়তপুরের ক্রীড়াঙ্গনে নিঃস্বার্থভাবে কয়েকজন কাজ করেন। এ জন্য এখনো শরীয়তপুরে খেলাধুলা চলছে এবং মাঝেমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় আসছে। যদিও নানা কারণে সিনিয়র জাতীয় দলে শরীয়তপুরের প্রতিনিধিত্ব কম।'

মোশাররফ অনেক দিন থেকেই অ্যাথলেটিক্স, হ্যান্ডবল, কাবাডি অনেক খেলায় কাবাডি দল শরীয়তপুর থেকে ঢাকায় নিয়ে আসার দায়িত্ব পালন করছেন। জেলার খেলোয়াড়দের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার ব্যবস্থাপনা ও ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের কাজ করছেন। নিজেও এক সময়ে অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনে ছিলেন।

শরীয়তপুরের তারকা ক্রীড়াবিদ বলতে প্রথমে রকিব এরপর হকির টুটুল নাগ। সাবেক জাতীয় হকি খেলোয়াড় টুটুল নাগ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। শরীয়তপুর থেকে জাতীয় পর্যায়ে তারকা উঠে না আসার কারণ সম্পর্কে বলেন, 'শরীয়তপুর রাজধানী ঢাকা থেকে কাছে হলেও দীর্ঘদিন অবহেলিত জেলা ছিল। বিশেষ করে যোগাযোগব্যবস্থা একটু দুরুহ ছিল আবার অনেক অঞ্চল ছিল পদ্মা ভাঙনের মধ্যে। জেলার গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়াবিদ সেই অর্থে আগে আসেনি।' টুটুল নিজের খেলোয়াড় হওয়ার পেছনে শরীয়তপুরের নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক অরুনের নাম উল্লেখ করলেন কৃতজ্ঞ চিত্রে, 'আমি হকির টুটুল হয়েছি মূলত বিকেএসপিতে ভর্তি হতে পেরে। বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়া এবং অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে অরুণ দার অবদান অনেক। তার দেখানো পথেই আমি হেটেছি।'

টুটুল কুমার নাগের পরিবার ক্রীড়ামনস্ক। তার চাচা প্রয়াত সন্দীপ নাগও জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও শরীয়তপুরের ক্রীড়াঙ্গনে বেশ সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। নিজ চাচা সম্পর্কে বলেন, 'শরীয়তপুরের ক্রীড়াঙ্গনে সালাম ভাই (জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক) ও আমার চাচা সন্দীপ নাগ একসঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছেন। এই দুজনই মূলত শরীয়তপুরের বিভিন্ন খেলা আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকায় ছিল সব সময়। এখন চাচা নেই কিন্তু সালাম ভাই কাজ করে যাচ্ছেন।'

আবদুস সালাম

মোশাররফ

ক্রীড়াঙ্গনে শরীয়তপুর ও আব্দুস সালাম অনেকটা সমার্থক শব্দ। কয়েক যুগ ধরে তিনি শরীয়তপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে জড়িত। জেলা ক্রীড়া সংস্থা মূলত পরিচালনা করে সাধারণ সম্পাদক। সেই পদেও তিনি প্রায় দুই দশকের বেশি। নিজ জেলায় খেলা আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন খেলায় জাতীয় পর্যায়ে শরীয়তপুরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সালামের ভূমিকা অনবদ্য। জেলার গণ্ডি পেরিয়ে তিনি ঢাকা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষসহ নানা পদে ছিলেন অনেক সময়। বিভিন্ন ফেডারেশনের নির্বাচনে শরীয়তপুরের প্রতিনিধি ও নির্বাহী কমিটিতেও ছিলেন। শরীয়তপুর ক্রীড়াঙ্গনে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির তালিকায় আরও রয়েছেন উজ্জ্বল শিকদার, রাজ্জাক ও দুলাল খান।

সাইফুর রহমান রাজ্জাক

অন্য জেলার মতো শরীয়তপুরেও অবকাঠামো এবং পৃষ্ঠপোষকতার সংকট রয়েছে। পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে শরীয়তপুরের খেলাধুলা চালিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক ও শরীয়তপুর জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য মোজাম্মেল হক চঞ্চল। টুটুল কুমার নাগ ও মোশাররফ দুজনই চঞ্চলকে কৃতিত্ব দিয়ে বলেন, 'ফুটবল ও ক্রিকেট দুটি প্রধান ও বড় খেলা। এই দুই খেলার পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা চঞ্চলই করে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে'।

লেখক ও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

পাক্ষিক 'ক্রীড়াজগত' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রায়শই দেখা যায়, কেউ কেউ 'ক্রীড়াজগত'-এ পাঠানো লেখা প্রকাশের আগেই অন্যত্র ছাপিয়ে থাকেন কিংবা কখনো কখনো অনলাইনে প্রকাশিত লেখা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে কপিপেস্ট করে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে থাকেন, যা মোটেও কাঙ্ক্ষিত নয়। সংশ্লিষ্ট সবাই আগামীতে এ বিষয়ে সতর্ক থাকবেন বলে আশা করা যায়।

একনজরে ক্রিকেটার জাহানারা

নাম	:	জাহানারা আলম
পিতা	:	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
মাতা	:	সালমা বেগম
জন্ম তারিখ	:	১ এপ্রিল ১৯৯৩
জন্মস্থান	:	খুলনা
উচ্চতা	:	৫ ফুট ৫ ইঞ্চি
ওজন	:	৫৭ কেজি
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	ইংরেজিতে অনার্স
ভাই/বোন	:	পাঁচ ভাই-বোন
জার্সি নম্বর	:	২৬
বর্তমান দল	:	বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল
কোন দলে খেলেছেন	:	বাংলাদেশ জাতীয় দল ফ্র্যাঞ্চাইজ-(নারী আইপিএল, নারী পিএসএল, ফেয়ারব্রেক ইনভাইটেশনাল টুর্নামেন্ট)। ঘরোয়া দল-আবাহনী নারী ক্রিকেট দল, শেখ জামাল নারী ক্রিকেট দল, খুলনা জেলা দল, মৌলভীবাজার জেলা দল, খুলনা বিভাগ দল, সিলেট বিভাগ, ময়মনসিংহ বিভাগ দল। অস্ট্রেলিয়া সিডনি ক্লাব ক্রিকেট ক্রিকেট দল।
আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	:	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা-২০০৮ থেকে ২০২৪ (১৬ বছর)।
স্মরণীয় খেলা	:	এশিয়া কাপ জয় ২০১৮। এশিয়ান গেমস রৌপ্যপদক ২ বার ২০১০ ও ২০১৪। সাউথ এশিয়ান গেমস এ স্বর্ণপদক জয় ২০১৯।
প্রিয় খাবার	:	বিরিয়ানি
প্রিয় রং	:	কালো
অবসর কাটে	:	বই পড়ে, অঙ্কন করে
পছন্দ	:	ঘুরাঘুরি, রান্না বান্না
ক্রিকেটে প্রিয় খেলোয়াড়	:	মাশরাফি বিন মুর্তজা
অন্য প্রিয় খেলা	:	ফুটবল ও ভলিবল
প্রিয় ফুটবলার	:	লিওনেল মেসি
প্রিয় প্রশিক্ষক	:	শেখ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
খেলোয়াড়ি জীবনে আদর্শ	:	আমার নানি ও মন্টি
খেলোয়াড় না হলে	:	শেফ বা গৃহিণী
ভবিষ্যৎ লক্ষ্য	:	ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা।
স্বাক্ষর	:	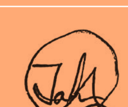

গ্রন্থনা : মো. ফরিদুল ইসলাম

বদলে যাওয়া নতুন বাংলাদেশ

মো. মুলতানুর রহমান

মাঝেমধ্যে পাওয়া টুকটাক 'চমক' বাদ দিলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেহেতু সিনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়েও আহামরি কিছু করতে পারছিল না বাংলাদেশ, বরং সময় সময় কপালে জুটছিল মানহানিকর ও লজ্জাজনক সব পরাজয়। তাই এই সংস্করণের দলটা পুরোপুরি তরুণদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। কিন্তু নানা কারণে ওই পথে হাঁটেনি বিসিবি। শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি 'সিনিয়রমুক্ত' হয়ে গেল টাইগারদের টি-টোয়েন্টি দল। যদিও পরিকল্পনামাফিক নয়, ঘটনাচক্রে। তবে যেভাবেই হোক না কেন, তারুণ্য-নির্ভর বাংলাদেশ দল প্রথম মিশনে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে যে অবিশ্বাস্য কীর্তির জন্ম দিয়েছে, তাতে তৈরি হয়েছে সম্ভাবনাময় আগামীর অন্য দিগন্ত। দুই বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদেরই মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে নতুন চেহারার লাল-সবুজ বাহিনী গেয়ে উঠেছে নতুন দিনের জয়গান। তারুণ্যের ঝলকে উদ্দীপ্ত এই বাংলাদেশ সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের ক্রিকেটে সবসময় এমন সাফল্য পাবে, সেটা তো অসম্ভব। তবে এটা খুবই সম্ভব যে, অন্তত অতীতের জীর্ণতার দেয়াল ভেদ করে সোনালি দিনের রঙিন আলোর ঝলকানির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।

মাশরাফি মুর্তজা, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম, সাকিব আল হাসান ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ–বাংলাদেশের ক্রিকেটের আলোচিত-সমালোচিত পঞ্চপান্ডবের যুগ টি-টোয়েন্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি হওয়ার ঠিক পরের সিরিজেই এমন বিস্ময়কর অর্জন অন্য রকম তাৎপর্যপূর্ণ। যাঁরা এত দিন বলে আসছিলেন 'পঞ্চপান্ডবকে ছাড়া বাংলাদেশ দল কেনিয়া হয়ে যাবে' তাঁরা অন্তত নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়। কেবল একটি সিরিজ জয়ের আনন্দের আতিশয্যে বাড়াবাড়ি নয়, বরং বাস্তবিক চিন্তা থেকেই বলা যায়, টি-টোয়েন্টিতে যেমনটা করছিল বাংলাদেশ; এরচেয়ে আর খারাপ করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তা যে সারির দলই মাঠে নামানো হোক না কেন। ফলে সত্যিকার অর্থে পুরো দলের খোলনলচে বদলে ফেলা উচিত ছিল অনেক আগেই।

মনে আছে নিশ্চয়, সাকিব আল হাসান ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের মতো দুই 'বড় তারকাকে' নিয়ে গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে লজ্জাজনকভাবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ হেরেছিল বাংলাদেশ। এরপর যুগ্মভাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে আফগানিস্তানের বিপক্ষে কিংসটাউনের আর্নস ভেল গ্রাউন্ডে ১২.১ ওভারে ১১৬ রান তাড়া করতে পারলেই সেমিফাইনালে ওঠার হাতছানির ম্যাচে সাকিবের অবদান ছিল ১ বলে ০ এবং মাহমুদউল্লাহ ৯ বল 'খেয়ে' করেছিলেন ৬ রান! এবার সেই একই মাঠে ওই দুই পান্ডবকে ছাড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টানা তিন ম্যাচেই হারিয়েছে বাংলাদেশ। মাশরাফি, তামিম ও মুশফিকের পর ভাগ্যিস গত মাসে সাকিব ও মাহমুদউল্লাহ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন। নইলে 'সিনিয়র' ও 'অভিজ্ঞ' এসব মান্ধাতা আমলের দোহাই দিয়ে হয়তোবা তাঁদের আরও কিছুদিন বয়ে বেড়ানো লাগত বিসিবির।

সাকিব ও মাহমুদউল্লাহর সরে যাওয়ার পাশাপাশি ফর্মহীন নাজমুল হোসেন শান্তর চোটের কারণে ছিটকে যাওয়াও বাংলাদেশের জন্য শাপেবর হয়েছে। এ ছাড়া পিতৃত্বের কারণে ছুটি নেওয়া মোস্তাফিজুর রহমানের অনুপস্থিতিও স্বস্তি দিয়েছে দলকে। টি-টোয়েন্টিতে 'অটো চয়েস' হিসেবে নিয়মিত খেলানো হয় যাঁকে, সেই 'কাটার মাস্টারের' বোলিংয়ে ধার নেই অনেক দিন ধরে। দিনকে দিন নিজের বোলিংয়ের উন্নতি ও অস্ত্রে শাণ দেওয়ার তাড়না সেভাবে দেখা যায় না মোস্তাফিজের মধ্যে। অপরিহার্য 'তকমা' না দিয়ে ফর্মহীন যে কাউকেই বাদ কিংবা বিশ্রামের আওতায় আনার সুফল কী হতে পারে, তা তো দেখাই গেছে।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের চরিত্রটাই এমন যে এটা 'ইম্প্যাক্ট' ও 'ইনটেন্ট' দেখানোর খেলা। আপনি কেবল রান করলেই কিংবা উইকেট নিলেই হবে না। এখানে ছোট ছোট মোমেন্টামের অদল-বদলে ম্যাচের চিত্রনাট্য পাল্টে যায়। ব্যাটিং কিংবা বোলিংয়ে মাত্র একটা ওভারের সাফল্য-ব্যর্থতায় নির্ধারিত হতে পারে ম্যাচের ফল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বিশেষ করে প্রথম দুই ম্যাচে অল্প পুঁজি নিয়েও যেভাবে স্নায়ুচাপ সামলে রেখে বোলিং ও ফিল্ডিং করেছে বাংলাদেশ, তা ছিল অনবদ্য। নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে নতুন চেহারার বাংলাদেশ কী এক জাদুমন্ত্রবলে পেয়েছে নতুন দিনের দেখা।

ব্যাটে রান না পেলেও গ্লাভস হাতে ও চতুর নেতৃত্বে তা পুষিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের বদলে যাওয়ার পথে দারুণ ভূমিকা রেখেছেন লিটন দাস। ডরভয়হীন সাহসী ব্যাটিং করেছেন জাকের আলী অনিক ও শামীম হোসেন পাটোয়ারি। বোলারদের মধ্যে ছিল নিজেদের ছাড়িয়ে যাওয়ার তাড়না। অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসান ও পেসার তাসকিন আহমেদ সামনে থেকে পথ দেখিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছেন ক্যারিবীয়দের ব্যাটিং লাইনআপ। রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব ও হাসান মাহমুদ বল হাতে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পছন্দমতো সেরা দলটা খেলাতে না পারলেও বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি সিরিজে সেরা সাফল্যই পেয়েছে। তার মানে 'বড় তারকা' আর 'অভিজ্ঞ খেলোয়াড়' ইত্যাদির দিকে এত দিন তাকিয়ে নির্ভর করার ফর্মূলা ভুল ছিল, নাকি? ওয়ানডে ও টেস্টে অভিজ্ঞতার কদর থাকতে পারে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ক্রিকেট গেয়ে যায় তারুণ্যের জয়গান। কথিত পান্ডব কেউ নেই, 'অটোমেটিক চয়েস' বলতে কিছু নেই; এতসব নেই-এর মধ্যে কম অভিজ্ঞ দলটার মধ্যে ফুরফুরে মেজাজে দেখা গেছে অন্য রকম শরীরী ভাষা এবং নিজেদের নিংড়ে দিয়ে প্রমাণ করার তাড়না। টিম স্পিরিটও ছিল টপক্লাশ। কারও একক নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর না করে 'দশে মিলি করি কাজ' ফর্মুলায় ক্যারিবীয়-বধ করেছে বাংলাদেশ।

এখান থেকে আর পেছনে ফিরে তাকানোর সুযোগ নেই, প্রয়োজনও নেই। সব সময় তো আর জয় আসবে না, সেটা সম্ভবও নয়। কখনো সখনো গোহারা হবে, চরম খারাপ সময়ও আসতে পারে। কিন্তু তরুণ দলের ওপর ধৈর্যহারা হলে চলবে না। খেলোয়াড়দেরকে সময় দিতে হবে, নির্ভরতা জোগাতে হবে। তবেই না আস্তে আস্তে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেতে শুরু করবে বাংলাদেশ। অমুক সিনিয়র ভাইয়ের পরামর্শে ভালো করেছেন তমুক তরুণ ব্যাটসম্যান, ওই অভিজ্ঞ বোলারের টিপস নিয়ে সাফল্য পেয়েছেন সেই তরুণ বোলার; কৃতিত্বে ভাগ বসানোর এমন সংস্কৃতির অবসান হোক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে নামার পর কে অভিজ্ঞ আর কে অনভিজ্ঞ কিংবা সিনিয়র-জুনিয়র এটা ভাবার সময় নেই, সুযোগও নেই। যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই তো আসতে হয় জাতীয় দলে, সুতরাং বুকে সাহস নিয়ে লড়াই করতে জানলে সাফল্য আসতে বাধ্য। আজ নাহয় কাল। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জিততে পারে বাংলাদেশি যুবারা, ছিনিয়ে আনতে পারে এশিয়া কাপের শিরোপা, পারে সেটি ধরে রাখতেও। তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের কোনো বৈশ্বিক ট্রফি নেই কেন? সিনিয়র ও তারকারা একটা পর্যায়ে নিয়ে গেছেন বাংলাদেশকে, তাঁদের কীর্তির প্রতি সম্মান রেখেই বলা যায়, এখন অন্তত টি-টোয়েন্টিতে ব্যাপকহারে তরুণদের সুযোগ করে দেওয়া উচিত। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অভাবনীয়ভাবে হোয়াইটওয়াশ করার পর অন্তত এই সংস্করণের দলটা নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত।

বাংলাদেশের ১৫টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের তালিকা...

নং.	প্রতিপক্ষ	সময়কাল	স্বাগতিক	ম্যাচ	সিরিজের ফল
১.	জিম্বাবুয়ে	নভেম্বর ২০০৬	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী
২.	ও. ইন্ডিজ	অক্টোবর ২০১১	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী
৩.	আয়ারল্যান্ড	জুলাই ২০১২	আয়ারল্যান্ড	৩	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী
৪.	পাকিস্তান	এপ্রিল ২০১৫	বাংলাদেশ	১	বাংলাদেশ ১-০ তে জয়ী
৫.	ও. ইন্ডিজ	জুলাই-আগ/১৮ ও.ই/	যুক্তরাষ্ট্র	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
৬.	জিম্বাবুয়ে	মার্চ ২০২০	বাংলাদেশ	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী
৭.	জিম্বাবুয়ে	জুলাই ২০২১	জিম্বাবুয়ে	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
৮.	অস্ট্রেলিয়া	আগস্ট ২০২১	বাংলাদেশ	৫	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী
৯.	নিউজিল্যান্ড	সেপ্টেম্বর ২০২১	বাংলাদেশ	৫	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী
১০.	আ.আমিরাত	সেপ্টেম্বর ২০২২	আ.আমিরাত	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী
১১.	ইংল্যান্ড	মার্চ ২০২৩	বাংলাদেশ	৩	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী
১২.	আয়ারল্যান্ড	মার্চ ২০২৩	বাংলাদেশ	৩	বাংলাদেশ ২-১ এ জয়ী
১৩.	আফগানিস্তান	জুলাই ২০২৩	বাংলাদেশ	২	বাংলাদেশ ২-০ তে জয়ী
১৪.	জিম্বাবুয়ে	মে ২০২৪	বাংলাদেশ	৫	বাংলাদেশ ৪-১ এ জয়ী
১৫.	ও. ইন্ডিজ	ডিসেম্বর ২০২৪	ও. ইন্ডিজ	৩	বাংলাদেশ ৩-০ তে জয়ী

১৫তম সিরিজ জয়, ষষ্ঠ হোয়াইটওয়াশ সাফল্য

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১, ২, ৩ ও ৫ ম্যাচের মিলিয়ে ১৫তম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জিতল বাংলাদেশ। এর মধ্যে ১২টি একাধিক ম্যাচের এবং ৩টি ১ ম্যাচের সিরিজ। ঘরের মাঠে সিরিজ জয় এসেছে ১০টি, ৪টি প্রতিপক্ষের মাটিতে এবং ১টি নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। একাধিক ম্যাচের সিরিজে বিপক্ষকে ৬ বার হোয়াইটওয়াশ করার কীর্তি গড়েছে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষের মাঠে অমন সাফল্য এসেছে ৩ বার এবং অন্য ৩ বার নিজেদের আঙিনায়। এবারের আগে টাইগাররা যে ৫ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের আনন্দ পেয়েছিল, তার মধ্যে ২টি সিরিজ ছিল ৩ ম্যাচের- একটি আয়ারল্যান্ড এবং অন্যটি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ২০২৩ সালের মার্চে তখনকার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংলিশদের নিজেদের মাঠে হোয়াইটওয়াশ করাটা সম্ভবত বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসেরই সেরা অর্জন। এর আগে ২০১২ সালের জুলাইয়ে আয়ারল্যান্ডকে তাদেরই মাটিতে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবার একাধিক ম্যাচের সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। তারপর প্রতিপক্ষের মাঠে তিন ম্যাচ সিরিজে ধবলধোলাইয়ের স্বাদ পেতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় এক যুগ। এ ছাড়া লাল-সবুজ দল এই সংস্করণে ২ ম্যাচের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে জিম্বাবুয়ে (২০২০), সংযুক্ত আরব আমিরাত (২০২২) ও আফগানিস্তানকে (২০২৩)। এর মধ্যে আরব আমিরাতের বিপক্ষে সিরিজ জয় এসেছে তাদেরই মাঠে।

উল্লেখ্য, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বোচ্চ ৪টি সিরিজ জিতেছে টাইগাররা, এবারসহ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে ৩টি সিরিজে। এ ছাড়া আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এসেছে ২টি সিরিজ জয় এবং পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তানকে ১ বার করে হারিয়ে সিরিজ জয় করেছে বাংলাদেশ। এই সংস্করণে বাংলাদেশ মোট ৯ দলের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। অধিনায়ক হিসেবে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও সাকিব আল হাসান ৪টি করে সিরিজ জিতেছেন, ৩টি সিরিজ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুশফিকুর রহিম এবং শাহরিয়ার নাফিস, নুরুল হাসান সোহান, নাজমুল হোসেন শান্ত ও লিটন দাস একটি করে সিরিজ জয়ে অধিনায়কত্ব করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে বাংলাদেশের আরেক ইতিহাস

মো. মাহবুবুর রশিদ

একেই বলে মধুর প্রতিশোধ! ওয়ানডে ক্রিকেট তুলনামূলক ভালো খেলা বাংলাদেশ সেই ২০১৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টানা ১১ ম্যাচে ছিল অপরাজিত। অথচ এবার কি না টাইগাররা নিজেদের পছন্দের সেই সংস্করণেই মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বে ক্যারিবীয়দের কাছে সিরিজ হেরেছে। তা-ও আবার যেনতেন হার নয়, হয়েছে ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ! এরপর লিটন দাসের অধিনায়কত্বে তারুণ্যদীপ্ত দল নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩-০ তে 'ধবলধোলাই' করে ওয়ানডে সিরিজ হারের 'বদলা' দুর্দান্তভাবেই নিয়েছে বাংলাদেশ। যথাক্রমে ৭ রান, ২৭ রান ও ৮০ রানের ব্যবধানে পরপর তিন জয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে টাইগাররা রচনা করেছে সাফল্যের আরেক গৌরবময় ইতিহাস। এবারের আগে ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজ জেতার পর এই প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তাদেরই মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হারানোর কীর্তি গড়েছে লাল-সবুজ বাহিনী। ইতিপূর্বে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ২০১৮ সালের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতলেও ওই সিরিজে টাইগারদের জয় পাওয়া শেষ দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের লাউডারহিলে। বাংলাদেশ যে সংস্করণে অনেকটাই দুর্বল বলে চিহ্নিত, 'টি-টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা' খ্যাত দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এবার তাদেরই ঘরে টানা তিন ম্যাচে হারিয়ে দেওয়া সত্যিই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এটা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে যে মাঠে, সেই কিংসটাউনের আর্নস ভেলের স্লো ও লো 'মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম টাইপ'-এর উইকেট বাংলাদেশের চমকপ্রদ অর্জনে বড় ভূমিকা রেখেছে। বলা চলে, হোম এডভান্টেজ বুমেরাং হয়েছে ক্যারিবীয়দের জন্য। এর আগে সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কের রান-প্রসবা স্পোর্টিং উইকেটে ওয়ানডে সিরিজে পাত্তাই পায়নি বাংলাদেশ। বিশেষ করে বাংলাদেশের বোলাররা তো লাইন-লেন্থই খুঁজে পায়নি। কিন্তু টি-টোয়েন্টি সিরিজে অনুকূল উইকেটের পুরো ফায়দা তুলে নিয়ে দুর্ধর্ষ বোলিং করেছেন বাংলাদেশের বোলাররা। পেসার ও স্পিনাররা একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিতব্যয়ী বল করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছেন। যে কারণে নিজেদের সেরা দলটা নিয়ে খেলতে না পারলেও বিস্ময়করভাবে ষোলআনা সাফল্য পেয়েছে টাইগাররা। কার্যত বোলারদের দাপটে ১৪৭ ও ১২৯ এর মতো ছোট স্কোর ডিফেন্ড করেও প্রথম দুই ম্যাচে স্নায়ুক্ষয়ী জয় তুলে নিয়ে এক ম্যাচ আগেই সিরিজ নিজেদের করে নিতে সমর্থ হয় লিটন বাহিনী। আর শেষ ম্যাচে নিজেরা ১৮৯ রানের বড় সংগ্রহ গড়ার পর বাংলাদেশ পেয়েছে ৮০ রানের জয় যা এই সংস্করণে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড।

ঐতিহ্যগতভাবেই পাওয়ার ক্রিকেটের প্রদর্শনী দেখানো যাদের জন্য মামুলি ব্যাপার, সেই ক্যারিবীয়

ব্যাটসম্যানদের উইকেটে বেঁধে রাখার কাজটা তিন ম্যাচেই নিপুণভাবে করেছেন বাংলাদেশের বোলাররা। রানের জন্য হাঁসফাঁস করতে করতে পরে স্বাগতিকরা উইকেট বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কাকতালীয় ব্যাপার হলো, ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচেই প্রথমে ব্যাটিং করেছিল বাংলাদেশ, টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ঠিক তা-ই! ওয়ানডেতে কোনো ম্যাচেই অলআউট না হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচেই অলআউট করেছে বাংলাদেশ, এমনকি পুরো ওভার খেলতে দেয়নি একটা ম্যাচেও।

ভারতের বিপক্ষে সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলা বেশ কয়েকজনের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ দল প্রধানত বোলারদের নৈপুণ্যের ওপর ভর করে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধরাশায়ী করলেও সে ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানদের ভূমিকাও কিন্তু কম ছিল না। উইকেটের চরিত্র বুঝে ব্যাটিং করেছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা। বিশেষ করে শামীম পাটোয়ারির কথা তো না বললেই নয়। ১৩ বলে ২৭ ও ১৭ বলে অপরাজিত ৩৫- প্রথম দুই ম্যাচে এমন কঠিন উইকেটেও ফিনিশারের ভূমিকায় যে ব্যাটিং ক্যারিশমা দেখিয়েছেন এই তরুণ ডানহাতি ব্যাটসম্যান, তা ছিল উভয় ম্যাচের 'এক্স ফ্যাক্টর'। শুরুর দুই ম্যাচে (২৭ ও ২১) সময়ের দাবি মেটানোর পর তৃতীয় ম্যাচে জাকের আলী অনিক খেলেছেন ৪১ বলে ৩ বাউন্ডারি আর ৬ ছক্কায় সাজানো অপরাজিত ৭২ রানের একটি বিস্ফোরক ইনিংস, যেখানে আলজারি জোশেফের করা শেষ ওভার থেকেই ২৫ রান তুলে ক্যারিবীয়দের কফিনে ঠুকে দেন শেষ পেরেক! ইনজুরির কারণে ছিটকে যাওয়া সৌম্য সরকারের বদলি হিসেবে শেষ টি-টোয়েন্টিতে ওপেনিং করতে নেমে ২১ বলে ৩৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে বাংলাদেশকে রান-পাহাড়ে চড়ার মতো শক্ত ভিত গড়ে দেন তরুণ পারভেজ হোসেন ইমন। বাংলাদেশের বোলারদের মধ্যে সবাই ভালো বল করেছেন। তবে তিন ম্যাচেই ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত বল করে সর্বোচ্চ ৮ উইকেট শিকার করে সিরিজসেরার পুরস্কার জেতা অফস্পিন অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসান অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবেন অবশ্যই। পেসারদের মধ্যে তাসকিন আহমেদ ৭ উইকেট পেয়ে বছরের শেষটাও রাঙিয়েছেন সাফল্যের আলোয়। লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন আস্থার প্রতিদান দিয়ে ৬ উইকেট নিয়ে ভালোই ভুগিয়েছেন ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানদের। অন্য দুই পেসার হাসান মাহমুদ ও তানজিম হাসান সাকিবও প্রয়োজনের সময় ব্রেক থ্রু এনে দিতে দেরি করেননি।

বাংলাদেশের বিশ্ব রেকর্ড!

টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিন ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অলআউট করে অন্য রকম এক বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। এই সংস্করণে তিন ম্যাচের সিরিজে এর আগে কোনো দল প্রতিপক্ষের ইনিংস তিনবার গুটিয়ে দিতে পারেনি। বাংলাদেশের বোলার-ফিল্ডারদের সৌজন্যে এমন ঘটনা প্রথমবার দেখল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট। ইতিপূর্বে কোনো দল নিতে পেরেছিল সর্বোচ্চ ২৯ উইকেট। গত নভেম্বর মাসে সফরকারী পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ওই রেকর্ড গড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম দুই ম্যাচে অজি বোলাররা পাকিস্তানিদের অলআউট করতে পারলেও শেষ ম্যাচে পাকিস্তান হারিয়েছিল ৯ উইকেট। এ ছাড়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে প্রতিপক্ষের ২৮ উইকেট দখলের ঘটনা আছে ৮টি।

উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশ দল তিন ম্যাচের সিরিজে সর্বোচ্চ ২২ উইকেটের পতন ঘটাতে পেরেছিল ৩ বার- ২০১২ সালে আয়ারল্যান্ড সফরে, ২০১৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে এবং ২০২৩ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের আঙিনায়। টি-টোয়েন্টিতে চার বা এর বেশি ম্যাচের সিরিজে প্রতিপক্ষকে প্রত্যেক ম্যাচে অলআউট করার কোনো নজির নেই।

প্রথম টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪
- টস জয় : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ফিল্ডিং)
- বাংলাদেশ ইনিংস : ২০ ওভারে ১৪৭/৬ (সৌম্য সরকার ৪৩, জাকের আলী ২৭, শামীম পাটোয়ারি ২৭, শেখ মেহেদী অপরাজিত ২৬; আকিল হোসেন ২/১৩, ওবেদ ম্যাকয় ২/৩০, রোস্টন চেজ ১/২৯, রোমারিও শেফার্ড ১/৩৩)
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস : ১৯.৫ ওভারে ১৪০ রানে অলআউট (রোভম্যান পাওয়েল ৬০, রোমারিও শেফার্ড ২২, জনসন চার্লস ২০; শেখ মেহেদী ৪/১৩, হাসান মাহমুদ ২/১৮, তাসকিন আহমেদ ২/২৮, রিশাদ হোসেন ১/৩২, তানজিম সাকিব ১/৪৭)
- ফল : বাংলাদেশ ৭ রানে জয়ী
- প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : শেখ মেহেদী হাসান (বাংলাদেশ)

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- তারিখ : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪
- টস জয় : ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ফিল্ডিং)
- বাংলাদেশ ইনিংস : ২০ ওভারে ১২৯/৭ (শামীম পাটোয়ারি অপরাজিত ৩৫, মেহেদী মিরাজ ২৬, জাকের আলী ২১, সৌম্য সরকার ১১, শেখ মেহেদী ১১; গুড়াকেশ মোতি ২/২৫, রোস্টন চেজ ১/৮, আকিল হোসেন ১/১৬, আলজারি জোসেফ ১/২১)
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস : ১৮.৩ ওভারে ১০২ রানে অলআউট (রোস্টন চেজ ৩২, আকিল হোসেন ৩১, জনসন চার্লস ১৪, ব্র্যান্ডন কিং ৮; তাসকিন আহমেদ ৩/১৬, রিশাদ হোসেন ২/১২, শেখ মেহেদী ২/২০, তানজিম সাকিব ২/২২, হাসান মাহমুদ ১/২৩)
- ফল : বাংলাদেশ ২৭ রানে জয়ী
- প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : শামীম হোসেন পাটোয়ারি (বাংলাদেশ)

তৃতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর...

- তারিখ : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪
- টস জয় : বাংলাদেশ (ব্যাটিং)
- বাংলাদেশ ইনিংস : ২০ ওভারে ১৮৯/৭ (জাকের আলী অপরাজিত ৭২, পারভেজ ইমন ৩৯, মেহেদী মিরাজ ২৯, লিটন দাস ১৪; রোমারিও শেফার্ড ২/৩০, রোস্টন চেজ ১/১৫, গুড়াকেশ মোতি ১/৩০)
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংস : ১৬.৪ ওভারে ১০৯ রানে অলআউট (রোমারিও শেফার্ড ৩৩, জনসন চার্লস ২৩, নিকোলাস পুরান ১৫, গুড়াকেশ মোতি ১২; রিশাদ হোসেন ৩/২১, শেখ মেহেদী ২/১৩, তাসকিন আহমেদ ২/৩০, হাসান মাহমুদ ১/৯, তানজিম সাকিব ১/৩১)
- ফল : বাংলাদেশ ৮০ রানে জয়ী
- প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ : জাকের আলী অনিক (বাংলাদেশ)
- প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ : শেখ মেহেদী হাসান (বাংলাদেশ)
- সিরিজের ফল : ৩ ম্যাচের সিরিজ বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে জয়ী

** সিরিজের তিনটি ম্যাচই অনুষ্ঠিত হয়েছে কিংসটাউনের আর্নস ভেল গ্রাউন্ডে।*

ইউনেক্স-সানরাইজ সিনিয়র ব্যাডমিন্টনে পাঁচ দেশের শিরোপা জয়

ওমর ফারুক রুবেল

ইউনেক্স-সানরাইজ জুনিয়র আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের পাঁচ বিভাগেই সেরা হয়ে স্বর্ণপদক জিতে নিয়েছিল ইন্দোনেশিয়া। কিন্তু ১৭ থেকে ২১ ডিসেম্বর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সিনিয়র বিভাগে সেই সুযোগ ইন্দোনেশিয়াকে দেয়নি অন্য দেশগুলো। ফলে পাঁচ দেশের শাটলাররা জিতে নিয়েছেন পাঁচ ইভেন্টের স্বর্ণপদক। যেখানে জুনিয়র বিভাগের মতো স্বাগতিক বাংলাদেশের শাটলারদের কপালেও জুটেছে দুটি ব্রোঞ্জপদক। ইউনেক্স-সানরাইজ বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ নামের সিনিয়র ব্যাডমিন্টনের আসরে ১১২ জন পুরুষ ও ২৮ জন মহিলা শাটলার খেলেছেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আবদুল হাফিজ।

পাঁচ দেশের শাটলারদের পাঁচ স্বর্ণজয়

পুরুষ এককে শ্রীলঙ্কার বীরেন নেতাসিংহে, মহিলা এককে ইউক্রেনের পোলিনা বুরুভা, পুরুষ দ্বৈতে মালয়েশিয়ার লাও উই শিং ও লি উই বো জুটি, দ্বৈতে থাইল্যান্ডের কোদচাপর্ণ চাইচানা ও পানাভি পোলিয়াম জুটি, মিশ্র দ্বৈতে ইন্দোনেশিয়ার হি ইয়ং কাই ও জিন জু জিয়া জুটি স্বর্ণ জিতে নেয়।

বাংলাদেশের দুই ব্রোঞ্জ

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের নতুন নিয়ম, সেমিফাইনালে উঠলেই ব্রোঞ্জ নিশ্চিত। সেই নিয়মে ইউনেক্স সানরাইজ ব্যাংলাদেশ চ্যালেঞ্জে দুটি ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন স্বাগতিক শাটলাররা। পুরুষ দ্বৈতে রাহাতুন নাঈম ও মিজানুর রহমান জুটি এবং আরেক দ্বৈতে বাংলাদেশের আল আমিন জুমার ও মোয়াজ্জেম হোসেন জুটি সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নেয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন নাহার ডানা, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সার্চ কমিটির আহ্বায়ক জোবায়েদুর রহমান রানা।

জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে ইন্দোনেশিয়াই সেরা

ওমর ফারুক রুবেল

ইউনেক্স-সানরাইজ জুনিয়র ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সবকটি বিভাগে আধিপত্য দেখিয়ে সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছে ইন্দোনেশিয়া। ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর তিন দেশের শাটলারদের ভিড়ে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে সেরার সব পুরস্কার জিতে নিয়েছে এই দেশের শাটলাররা। যেখানে সব সূচকেই পিছিয়ে ছিল স্বাগতিক বাংলাদেশের শাটলাররা। পাঁচ ইভেন্টের স্বর্ণই জিতেছে ইন্দোনেশিয়া। মিশ্র ও পুরুষ এককে হয়েছে অল ইন্দোনেশিয়া ফাইনাল। অন্য তিন ইভেন্টে ভারতের শাটলাররা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইন্দোনেশিয়া।

১৩ ডিসেম্বর পল্টনের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ ইনডোর স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম এনডিসি। সভাপতিত্ব করেন ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কামরুন নাহার ডানা। প্রতিযোগিতায় তিন দেশের ৬৮ জন বালক ও ২৫ জন বালিকা শাটলার অংশ নেন।

পাঁচ ইভেন্টেই ইন্দোনেশিয়ার জয়জয়কার

ইউনেক্স-সানরাইজ জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে পাঁচটি ইভেন্টে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষ, নারী একক ও দ্বৈত এবং মিশ্র দ্বৈতের সব কটি ইভেন্টেই বিজয়ী হয় ইন্দোনেশিয়ার শাটলাররা। পুরুষ এককে ডেনিস আজায়ারা, পুরুষ দ্বৈতে মোহাম্মদ ভিটো আন সাফা ও গ্রেনডালি আলকাটিব জুটি, মহিলা এককে থালিতা রামাধানী, মহিলা দ্বৈতে আনিসা পুত্রি ও লিওনা লুৎফিয়া জুটি এবং মিশ্র দ্বৈতে ভিটো আনফাসা ও আনিসা পুত্রি জুটি স্বর্ণপদক জিতেছেন। ইন্দোনেশিয়া দলের কোচ প্রস্তুতি সম্পর্কে বলেন, 'খেলোয়াড়রা এই টুর্নামেন্টের জন্য দুই মাসের প্রস্তুতি নিয়েছে। ভালো খেলেই তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।' জুনিয়রদের প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান।

বাংলাদেশের দুই ব্রোঞ্জ জয়

এক সময় এই টুর্নামেন্ট থেকে নিয়মিত স্বর্ণপদক জিততেন বাংলাদেশের জুনিয়র শাটলাররা। এবার সেখানে এসেছে মাত্র দুটি ব্রোঞ্জ। সেমিফাইনালে হেরে ব্রোঞ্জের খাতায় নাম লিখিয়েছেন মেয়েদের এককে ম্যাথেনা মাধুর্য এবং মেয়েদের দ্বৈতে নওরিন ও আনমোল জুটি। ওয়ার্ল্ড ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের নতুন নিয়মে সেমিফাইনালে পরাজিত দলকে তৃতীয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

বিদেশি শাটলারের চোখে বাংলাদেশের দুর্বলতা

ভারতের সাবেক জুনিয়র নারী চ্যাম্পিয়ন ইশিতা নেগীর চোখে বাংলাদেশের শাটলারদের সম্ভাবনা ও দুর্বলতা দুটিই চোখে পড়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা মেধাবী। তাদের উন্নতির অনেক জায়গা রয়েছে। বিশেষ করে আরও অনেক টুর্নামেন্ট খেললে তাদের খেলা আরও বেশি পরিণত হবে। খেলোয়াড়দের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে'। ভারতের হয়ে জুনিয়র এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টন ডিসিপ্লিনে অংশ নেওয়া নেগী আরও বলেন, 'খেল ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ফেডারেশন থেকে আমি মাসে ৩০ হাজার রুপি পেয়ে থাকি। এখানে খেলতে এসেছি, সেটাও একটা স্পন্সরের মাধ্যমে। আমাদের অনেক খেলোয়াড়ই ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকে'।

বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টনের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাডমিন্টনে সেই অর্থে সফলতা নেই। শহর ও গ্রামীণ উভয় পর্যায়ে খেলাটির প্রচলন রয়েছে। শাটলারদের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা নেই বললেই চলে। র‍্যাঙ্কিং বাড়াতে কখনো পারিবারিক অর্থে, কখনো আবার ক্রীড়াঙ্গনের শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে দেশের বাইরে টুর্নামেন্টে খেলেন। ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাবেক জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কামরুন নাহার ডানা বলেন, 'ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনে ফিরলাম ২৬ বছর পর। দীর্ঘ সময় এখানে প্রকৃত সংগঠকরা আসতে পারেননি। ফলে কাজও সেভাবে হয়নি। যে ফেডারেশনে লিগ ও জাতীয় প্রতিযোগিতা নিয়মিত হয় না, সেখান থেকে খেলোয়াড় উঠে আসবে কীভাবে?।'

বিজয় দিবসের খেলাধুলা

কাবাডিতে ম্যাচ সেরার পুরস্কার বিতরণ করছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। পাশে কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এসএম নেওয়াজ সোহাগ।

কাবাডি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মো: আমিনুল ইসলাম, এনডিসি।

শহীদ জুয়েল একাদশ এবং শহীদ মুশতাক একাদশের হয়ে প্রদর্শনী ক্রিকেটে অংশগ্রহণকারী সাবেক খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা।

লাল আর সবুজ দলে ভাগ হয়ে প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশ নেন সাবেক ফুটবলাররা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি তাবিথ আউয়াল।

আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন নৌবাহিনীর আন্তর্জাতিকমাস্টার মনন রেজা নীড়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন গ্র্যান্ডমাষ্টার এনামুল হোসেন রাজীব। ৯ সুইস লিগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ ইভেন্টে ২৫০ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। বিমানের আন্তর্জাতিকমাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল রানার-আপ এবং ফিদেমাস্টার আনসারের তাহসিন তাজওয়ার জিয়া তৃতীয় হন।

পুরুষ কুস্তিতে চ্যাম্পিয়ন বিজিবি'র খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা।

নারী কুস্তিতে চ্যাম্পিয়ন সেনাবাহিনীর খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজন করে ব্যাডমিন্টন এবং রোলার স্কেটিং প্রতিযোগিতা।

বাংলাদেশের পেসারদের স্বর্ণালি বছর

মো. মাহবুবুর রশিদ

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাফল্য আর ব্যর্থতার যুগলবন্দীতে অম্লমধুর একটা বছর কাটিয়েছে বাংলাদেশ। তবে ২০২৪ সালে তিন সংস্করণেই দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন বাংলাদেশের পেস বোলাররা। স্পিনারদের দীর্ঘদিনের আধিপত্য ভেঙে নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়েছেন পেসাররা। কতটা অবিস্মরণীয় সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছোট্ট এই পরিসংখ্যানে, কোনো এক নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার ইয়ারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পেসাররা দুই শ উইকেটের মাইলফলক পেরিয়েছেন এবারই প্রথম। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের পেস বোলিং ইউনিটের সেরা অর্জন ছিল ২০২৩ সালে পাওয়া ১৯৫ উইকেট। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের পেসাররা যে ২২৩ উইকেট নিয়েছেন, এর আগে কোনো বছর এমনকি স্পিনাররাও এতগুলো উইকেট পাননি। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের স্পিন বোলাররা মিলে দখল করেছিলেন আগের সর্বোচ্চ ২১০ উইকেট।

পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, তিন সংস্করণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মিলিয়ে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের পেসাররা যে ২২৩ উইকেট শিকার করেছেন, এর মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে তাঁরা নিয়েছেন ৯৮ উইকেট (তাসকিন ১৯ ম্যাচে ৩০ উইকেট, মোস্তাফিজ ১৮ ম্যাচে ২৭ উইকেট, তানজিম সাকিব ১৬ ম্যাচে ২২ উইকেট, সাইফউদ্দিন ৪ ম্যাচে ৮ উইকেট, শরীফুল ৮ ম্যাচে ৬ উইকেট, হাসান মাহমুদ ৪ ম্যাচে ৪ উইকেট, সৌম্য ১২ ম্যাচে ১ উইকেট)। টেস্টে পেসারদের উইকেট সংখ্যা ছিল ৮২ (হাসান

মাহমুদ ৯ ম্যাচে ৩০ উইকেট, নাহিদ রানা ৬ ম্যাচে ২০ উইকেট, তাসকিন ৪ ম্যাচে ১৯ উইকেট, খালেদ ৩ ম্যাচে ৭ উইকেট, শরীফুল ৩ ম্যাচে ৬ উইকেট)। আর বিদায়ী বছরে ওয়ানডেতে ৪৩ উইকেট দখল করেছেন তাঁরা (তাসকিন ৭ ম্যাচে ১৪ উইকেট, মোস্তাফিজ ৪ ম্যাচে ১০ উইকেট, শরীফুল ৭ ম্যাচে ৭ উইকেট, তানজিম সাকিব ৪ ম্যাচে ৫ উইকেট, নাহিদ রানা ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট, সৌম্য ৯ ম্যাচে ২ উইকেট, হাসান ১ ম্যাচে ১ উইকেট)।

অন্যদিকে ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মোট ১৪৯ উইকেট নিয়েছেন বাংলাদেশের স্পিনাররা। ফরম্যাটওয়ারী চিত্রটা এ রকম- টেস্টে স্পিনারদের ৬৯ উইকেট (মিরাজ ১০ ম্যাচে ৩১ উইকেট, তাইজুল ৭ ম্যাচে ২৫ উইকেট, সাকিব ৫ ম্যাচে ১৩ উইকেট)। টি-টোয়েন্টিতে ৬১ উইকেট (রিশাদ ২৪ ম্যাচে ৩৫ উইকেট, শেখ মেহেদী ১৩ ম্যাচে ১২ উইকেট, সাকিব ১২ ম্যাচে ৯ উইকেট, মাহমুদউল্লাহ ২০ ম্যাচে ৩ উইকেট, মিরাজ ৪ ম্যাচে ১ উইকেট, তানভীর ইসলাম ২ ম্যাচে ১ উইকেট)। আর ওয়ানডেতে স্পিনারদের উইকেট সংখ্যা ১৯ (মিরাজ ৯ ম্যাচে ৮ উইকেট, রিশাদ ৫ ম্যাচে ৫ উইকেট, নাসুম ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট, আফিফ ৩ ম্যাচে ১ উইকেট, তাইজুল ২ ম্যাচে ১ উইকেট)।

পুরো বছর পেসারদের জয়জয়কারের সুবাদে হয়েছে বেশ কিছু রেকর্ডও। যেমন, বাংলাদেশের পেস বোলারদের মধ্যে কোনো এক বর্ষপঞ্জিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ৬৩ উইকেট (৩০ ম্যাচের ৩৪ ইনিংসে ১৯.২৩ গড়ে) নেওয়ার নতুন রেকর্ড গড়েছেন তাসকিন আহমেদ। ডানহাতি এই পেসার ভেঙেছেন ২০১৮ সালে গড়া মোস্তাফিজুর রহমানের ৫৭ উইকেটের (৩৫ ম্যাচের ৩৮ ইনিংসে, গড় ২৩.৬১) রেকর্ড। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের প্রথম পাঁচ বছরে তাসকিনের উইকেট সংখ্যা ছিল ৬৪, আর শুধু ২০২৪ সালেই পকেটে পুরেছেন ৬৩ উইকেট, যা তাঁর পুরো ক্যারিয়ারের উইকেটের ২৬.২৫ শতাংশ। উল্লেখ্য পেসার-স্পিনার, সব মিলিয়ে এক বছরে বাংলাদেশের সর্বাধিক উইকেট শিকারি বোলার সাকিব আল হাসান (২০১০ সালে ৩৭ ম্যাচের ৪৩ ইনিংসে ৩০.০৭ গড়ে ৭৭ উইকেট), এরপরই তাসকিন।

টেস্টে বাংলাদেশের পেসারদের মধ্যে এবার সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ডের জন্ম দিয়েছেন হাসান মাহমুদ (৯ ম্যাচের ১৬ ইনিংসে ২৮.৩০ গড়ে ৩০ উইকেট)। আগের রেকর্ড ছিল ২০০৮ সালে শাহাদাত হোসেন রাজীবের ৯ ম্যাচের ১৪ ইনিংসে ৩৭.৫২ গড়ে

২০২৪ সালে বাংলাদেশের পেসারদের অর্জন...				
খেলোয়াড়	ম্যাচ	ইনিংস	উইকেট	গড়
তাসকিন আহমেদ	৩০	৩৪	৬৩	১৯.২৩
মোস্তাফিজুর রহমান	২২	২২	৩৭	১৮.৯১
হাসান মাহমুদ	১৪	২১	৩৫	২৭.৭১
তানজিম সাকিব	২০	২০	২৭	২৫.৮১
নাহিদ রানা	৯	১৪	২৪	৩৫.৭০
শরীফুল ইসলাম	১৮	২১	১৯	৪৬.০৫
মো. সাইফউদ্দিন	৪	৪	৮	১৮.৬২
খালেদ আহমেদ	৩	৫	৭	৩৮.০০
সৌম্য সরকার	২১	১০	৩	৩৯.৩৩

** তিন সংস্করণ মিলিয়ে*

২৩ উইকেট। এ ছাড়া টি-টোয়েন্টিতে এবার ৩০ উইকেট (১৯ ম্যাচে ১৬.৬০ গড়ে) দখল করেছেন তাসকিন আহমেদ, যা এক বছরে কোনো বাংলাদেশি পেসারের এই সংস্করণে সবচেয়ে বেশি উইকেটের রেকর্ড। এ ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ২৮ উইকেট (২০ ম্যাচে ১৭.৩৯ গড়ে) নিয়ে পূর্ববর্তী রেকর্ডের মালিক ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান।

টি-টোয়েন্টি ও টেস্টে বছরের রেকর্ড ভেঙে গেলেও ওয়ানডেতে বাংলাদেশ মূলত কম ম্যাচ খেলার কারণেই অক্ষত রয়েছে মাশরাফি মুর্তজার রেকর্ড। জাতীয় দলের এই সাবেক অধিনায়ক ও পেসার ২০০৬ সালে ২৭ ওয়ানডেতে ২০.৪৬ গড়ে ৪৯ উইকেট নিয়েছিলেন, যা বাংলাদেশ তো বটেই এমনকি সেটি ওই বছর পুরো বিশ্বের মধ্যেই সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের রেকর্ড ছিল। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ খেলেছেই মাত্র ৯টি ওয়ানডে ম্যাচ। এই সংস্করণে ৭ ম্যাচে সর্বোচ্চ ১৪ উইকেট পেয়েছেন তাসকিন, মোস্তাফিজ ৪ ম্যাচে নিয়েছেন ১০ উইকেট।

কেবল একজন দুজন নয়, বাংলাদেশের পুরো পেস বোলিং ইউনিটই বছরজুড়ে তিন সংস্করণে দারুণ পারফর্ম করেছে। তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমানের মতো পুরোনোদের সঙ্গে তানজিম সাকিব ও নাহিদ রানারা যোগ হয়ে তৈরি করেছেন বৈচিত্র্য, নতুন করে নিজেকে চিনিয়েছেন হাসান মাহমুদ। ব্যাটসম্যানরা একটু ধারাবাহিক হয়ে রান করতে পারলে আরও কত ম্যাচ যে জিতত বাংলাদেশ...।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশের বোলারদের বছরওয়ারী পারফরম্যান্স...

- ২০২৪ সাল : পেসারদের ২২৩ উইকেট, স্পিনারদের ১৪৯ উইকেট
- ২০২৩ সাল : পেসারদের ১৯৫ উইকেট, স্পিনারদের ১৫৭ উইকেট
- ২০২২ সাল : পেসারদের ১৬৮ উইকেট, স্পিনারদের ১৮৯ উইকেট
- ২০২১ সাল : পেসারদের ১৬৬ উইকেট, স্পিনারদের ১৮১ উইকেট
- ২০২০ সাল : পেসারদের ৪১ উইকেট, স্পিনারদের ৩৪ উইকেট
- ২০১৯ সাল : পেসারদের ১২৬ উইকেট, স্পিনারদের ৭২ উইকেট
- ২০১৮ সাল : পেসারদের ১৫৭ উইকেট, স্পিনারদের ২১০ উইকেট
- ২০১৭ সাল : পেসারদের ১০৯ উইকেট, স্পিনারদের ১০৩ উইকেট
- ২০১৬ সাল : পেসারদের ১০০ উইকেট, স্পিনারদের ১০১ উইকেট
- ২০১৫ সাল : পেসারদের ১০৭ উইকেট, স্পিনারদের ৯৭ উইকেট
- ২০১৪ সাল : পেসারদের ১০১ উইকেট, স্পিনারদের ১৭২ উইকেট
- ২০১৩ সাল : পেসারদের ৬৬ উইকেট, স্পিনারদের ৮৯ উইকেট
- ২০১২ সাল : পেসারদের ৪৪ উইকেট, স্পিনারদের ৯৭ উইকেট
- ২০১১ সাল : পেসারদের ৬৬ উইকেট, স্পিনারদের ১২৮ উইকেট
- ২০১০ সাল : পেসারদের ৯৫ উইকেট, স্পিনারদের ১৫৭ উইকেট
- ২০০৯ সাল : পেসারদের ৭৯ উইকেট, স্পিনারদের ১৪১ উইকেট
- ২০০৮ সাল : পেসারদের ১০২ উইকেট, স্পিনারদের ১৩২ উইকেট
- ২০০৭ সাল : পেসারদের ৮৭ উইকেট, স্পিনারদের ১০০ উইকেট
- ২০০৬ সাল : পেসারদের ১১৭ উইকেট, স্পিনারদের ১৩৭ উইকেট
- ২০০৫ সাল : পেসারদের ৭১ উইকেট, স্পিনারদের ৬৩ উইকেট
- ২০০৪ সাল : পেসারদের ১০২ উইকেট, স্পিনারদের ৬৯ উইকেট
- ২০০৩ সাল : পেসারদের ৯৩ উইকেট, স্পিনারদের ৮৯ উইকেট
- ২০০২ সাল : পেসারদের ৮৫ উইকেট, স্পিনারদের ৪৩ উইকেট
- ২০০১ সাল : পেসারদের ৫৬ উইকেট, স্পিনারদের ২০ উইকেট
- ২০০১ সাল : পেসারদের ৫৬ উইকেট, স্পিনারদের ২০ উইকেট
- ২০০০ সাল : পেসারদের ৪ উইকেট, স্পিনারদের ১৪ উইকেট।

ফাইনালে পারল না জুনিয়র টাইগ্রেসরা

মো. রেজাউল হক

অনূর্ধ্ব-১৯ নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটে রানার্সআপ হয়েছে বাংলাদেশ। ফাইনালে উঠলেও ভারতের কাছে হেরে শিরোপা জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হয় জুনিয়র টাইগ্রেসদের। পুরো টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের মেয়েরা পরাজিত হয় দুই ম্যাচে এবং উভয় হারই ভারতের বিপক্ষে। অন্য তিন প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিলেও বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ভারতের সঙ্গে দুই সাক্ষাতেই এতটুকু লড়াই জমাতে পারেনি, ব্যাটিং ব্যর্থতায় হেরেছে বাজেভাবে।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) ব্যবস্থাপনায় মালয়েশিয়ায় এবারই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো যুব মেয়েদের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। ভেন্যু ছিল কুয়ালালামপুরের বায়ুইমাস ওভাল। অনূর্ধ্ব-১৯ নারী এশিয়া কাপে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে মোট ৬ দল- ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও স্বাগতিক মালয়েশিয়া। গ্রুপ পর্বের সেরা ২টি করে মোট ৪টি দলকে নিয়ে সেমিফাইনালের পরিবর্তে রাখা হয় সুপার ফোর ফরম্যাট, যেখানে বিপরীত গ্রুপ থেকে আসা দুই দলের সঙ্গে মোকাবেলা করে দলগুলো।

প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ২৮ রানে হারিয়ে শুভসূচনা করে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। বৃষ্টির কারণে ২০ ওভার থেকে কমিয়ে ১৭ ওভারে নামিয়ে আনা ম্যাচে সাদিয়া আক্তারের ৩১, আফিয়া আসিমার ২৫, সুমাইয়া সুবর্ণার ২৪ ও মোসাম্মৎ ইভার ১৮ রানের কল্যাণে বাংলাদেশের মেয়েরা ৯ উইকেটে সংগ্রহ করে ১২২ রান। লঙ্কান পেসার রাস্মিকা সেবান্দি ২৩ রানে তুলে নেন ৪ উইকেট, ২টি করে উইকেট পান প্রামুদি মাথসারা ও আসেনি থালাগুনে। পরে সুমাইয়া আক্তার ৩টি এবং নিশিতা আক্তার ও ফারজানা ইয়াসমিন ২টি করে উইকেট নিয়ে নামা শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে ৯৪ রানের বেশি করতে দেননি।

দ্বিতীয় ম্যাচে মালয়েশিয়াকে ১২০ রানের বিশাল ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দেয় বাংলাদেশের মেয়েরা। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে জুনিয়র টাইগ্রেসদের ১৪৯ রানের দলীয় সংগ্রহে জান্নাতুল মাওয়ার ৪৫ বলে অপরাজিত ৪৫ রান ছাড়াও সাদিয়া আক্তারের ১৯ বলে হার না মানা ৩১ রানের ঝড়ো ইনিংস ছিল উল্লেখযোগ্য। রান তাড়ায় ১৪.৫ ওভারে ২৯ রানে অলআউট হয়ে যায় স্বাগতিক মেয়েরা। মালয়েশিয়ার কোনো ব্যাটার দুই অংকের কোটায় যেতে পারেননি। অফস্পিনার নিশিতা আক্তার ৩.৫ ওভারে মাত্র ৩ রান দিয়ে শিকার করেন ৫ উইকেট! এ ছাড়া হাবিবা ইসলাম ৩টি ও আনিসা আক্তার ২ উইকেট নেন।

টানা দুই জয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দলকে সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে ৮ উইকেটে হারিয়ে দেয় ভারত। আয়ুশি শুক্লা (৩/৯), সোনম যাদব (২/৬), শবনম শাকিল (১/১৩) ও মিথিলা বিনোদের (১/২৮) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ৮ উইকেটে ৮০ রানে থমকে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। সর্বোচ্চ ১৪ রান আসে ইভার ব্যাট থেকে, ফাহমিদা ছোঁয়া ও নিশিতা আক্তার করেন ১০ রান। ওপেনার গঙ্গাদি ত্রিশার অপরাজিত ৫৮ রানের ইনিংসে ১২.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়েই জয় নিশ্চিত করে ভারত।

সুপার ফোরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাটে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল। বৃষ্টির কারণে ১১ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে জুনিয়র টাইগ্রেসদের দুর্দান্ত বোলিং-ফিল্ডিংয়ের সামনে ৮ উইকেটে ৫৪ রানের বেশি করতে পারেনি নেপালের মেয়েরা। ফারজানা, আনিসা, ফাহমিদা ও হাবিবা প্রত্যেকে পান ১টি করে উইকেট এবং নেপালের ৪ ব্যাটার হন রানআউট! ফাহমিদা ছোঁয়ার অপরাজিত ২৬ ও সুমাইয়া আক্তারের অপরাজিত ১০ রান মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে যায় জয়ের বন্দরে।

যেভাবে রানার্সআপ বাংলাদেশের মেয়েরা...

- **প্রথম ম্যাচ :** বাংলাদেশ ১২২/৯ (১৭), শ্রীলঙ্কা ৯৪/৮ (১৭), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ২৮ রানে জয়ী, ম্যাচসেরা- নিশিতা আক্তার নিশি
- **দ্বিতীয় ম্যাচ :** বাংলাদেশ ১৪৯/৫ (২০), মালয়েশিয়া ২৯/১০ (১৪.৫), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ১২০ রানে জয়ী, ম্যাচসেরা- জান্নাতুল মাওয়া
- **সুপার ফোর :** বাংলাদেশ ৮০/৮ (২০), ভারত ৮৬/২ (১২.১), ফল- ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৮ উইকেটে জয়ী, ম্যাচসেরা- গঙ্গাদি ত্রিশা (ভারত)
- **সুপার ফোর :** নেপাল ৫৪/৮ (১১), বাংলাদেশ ৫৮/১ (৯.৫), ফল- বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৯ উইকেটে জয়ী, ম্যাচসেরা- ফাহমিদা ছোঁয়া
- **ফাইনাল :** ভারত ১১৭/৭ (২০), বাংলাদেশ ৭৬/১০ (১৮.৩), ফল- ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ নারী দল ৪১ রানে জয়ী, ম্যাচসেরা- গঙ্গাদি ত্রিশা (ভারত)

মেহেদী রাঙানো সিরিজ

মো. মনির উদ্দিন

একেই বলে আস্থার প্রতিদান দেওয়া। প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগিয়ে কী দুর্দান্তভাবেই না নিজেকে ফিরে পেয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের হোয়াইটওয়াশ কীর্তিতে সামনে থেকে অবদান রাখার মূলনায়ক ৩০ বছর বয়সী এই অফস্পিন অলরাউন্ডার। প্রত্যেক ম্যাচেই ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানদের ভুগিয়ে মাত্র ৪.১৮ স্ট্রাইকরেটে আর অবিশ্বাস্য ৫.৭৫ গড়ে সিরিজে সর্বোচ্চ ৮ উইকেট শিকারের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ১৮.৫০ গড়ে ৩৭ রান করার সুবাদে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথমবার হাতে পেয়েছেন প্লেয়ার অব দ্য সিরিজের পুরস্কার।

অথচ মাঝের সময়টা খুবই বাজে কেটেছে মেহেদীর। যাঁকে মনে করা হয় টি-টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট, লাল-সবুজ জার্সি গায়ে তিনি ব্যাট হাতে রান তো পাচ্ছিলেনই না, এমনকি বোলিংটাও হচ্ছিল না যুতসই। সেই মে মাসে জিম্বাবুয়ে সিরিজ থেকে শুরু করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়ে সর্বশেষ ভারত সিরিজ পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে খেলতে নেমে টানা ৫ ম্যাচে ছিলেন উইকেটশূন্য! সাম্প্রতিক ছন্নছাড়া পারফরম্যান্সের পাশাপাশি স্কোয়াডে আরেক অফস্পিন অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ থাকায় তাঁর একাদশে জায়গা পাওয়া নিয়ে ছিল প্রবল অনিশ্চয়তা। কিন্তু কিংসটাউনের আর্নসভেল গ্রাউন্ডের উইকেটের চরিত্র বুঝতে পেরে মিরাজকে বসিয়ে শেখ মেহেদীকে প্রথম ম্যাচে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্ট। তাতেই বাজিমাত! রংপুর রাইডার্সের হয়ে গ্লোবাল সুপার লিগে ভালো খেলার আত্মবিশ্বাসে ভর করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দুঃসময়কে পেছনে ফেলে ঝলসে ওঠেন তিনি। প্রথমে ৬ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নেমে স্লো উইকেটে খেলেন ২৪ বলে অপরাজিত ২৬ রানের সময়োপযোগী ইনিংস। পরে ক্যারিশমা দেখান বল হাতে, করেন ক্যারিয়ারসেরা বোলিং, ৪-০-১৩-৪। বাংলাদেশ ৭ রানে নাটকীয়ভাবে ম্যাচ জিতে সিরিজে শুভ সূচনা করে। অলরাউন্ডিং নৈপুণ্য দেখানো শেখ মেহেদীর হাতে ওঠে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। উল্লেখ্য, তৃতীয় বাংলাদেশি হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির একই ম্যাচে ২৫ রান ও ৪ উইকেট নিয়েছেন শেখ মেহেদী। অন্য দুজন সাকিব আল হাসান ও মাশরাফি মুর্তজা। সাকিব এই কীর্তি একাই করেছেন ৪ বার, ক্রিকেট বিশ্বেই যা সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে টি-টোয়েন্টিতে একবারই ম্যাচসেরা হয়েছিলেন মেহেদী, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে নেপিয়ারে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ৫ উইকেটের জয়ে অবদান রেখে (১৪ রানে ২ উইকেট ও ১৬ বলে অপরাজিত ১৯ রান)।

ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচেও ১১ বলে ১১ রানের পর ৪ ওভারে ২০ রানের বিনিময়ে জনসন চার্লস ও নিকোলাস পুরানের গুরুত্বপূর্ণ ২ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশকে ২৭ রানে জিতিয়ে ম্যাচসেরার দাবিদার ছিলেন মেহেদী, যদিও শেষ পর্যন্ত সেটি পান ১৭ বলে ৩৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলা শামীম পাটোয়ারি। তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে জাকের আলীর সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝিতে কোনো বল মোকাবিলার আগেই রান আউট হয়ে গেলেও পরে 'আসল কাজ' বোলিংয়ে ৩ ওভারে ১৩ রান খরচ করে টপ অর্ডারের ২ উইকেট তুলে নিয়ে ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন মেহেদী। অথচ গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এই কিংসটাউনে বাংলাদেশ দল ৩টি ম্যাচ খেললেও একটিতেও সুযোগ পাননি তিনি।

হয়তো কখনো সাফল্য পান, আবার কখনো ব্যর্থ হন। তবে শেখ মেহেদীকে অনেকেই বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে স্মার্ট, কার্যকর এবং বুদ্ধিমান অফস্পিনার মনে করেন। সাদা চোখে তাঁর বোলিং সাদামাটা মনে হতে পারে আপনার কাছে। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যায়, মেহেদীর বোলিংয়ে বেশ কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। যেমন, গতির বৈচিত্র্য। ৮৪/৮৫ কি.মি/ঘণ্টার ফ্লাইটেড ডেলিভারির পরপরই ৯৭/৯৮ গতির আর্ম ডেলিভারিতে ব্যাটসম্যানকে বোকা বানাতে পারেন। আর্ম বোলিংয়ে চমৎকার পারদর্শিতা রয়েছে তাঁর। লেন্থের ভেরিয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে গতি পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকায় খুব তাড়াতাড়ি উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন। বল স্কিড করাতে পারেন, বাঁহাতিকে বল ভিতরে ঢুকাতে পারেন, ব্লকহোলে বোলিং করতে পারেন। টাইট লাইনে একটানা বোলিং করতে পারেন বলে ডট বল আদায় করা তাঁর জন্য বেশ সহজ হয়। মেহেদীর আরেকটা গুণ হলো, নতুন বলে প্রতিপক্ষের টপ অর্ডারে ফাটল ধরিয়ে ক্যাপ্টেনকে ভরসা দিতে পারেন। সেটা যেকোনো কন্ডিশন আর উইকেটেই হোক না কেন।

বৈচিত্র্যময় বোলিংয়ের পাশাপাশি রয়েছে ব্যাটিং পারদর্শিতা। ধরে খেলতে পারেন, মেরেও খেলতে পারেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রায় ৩৭ গড় ও ৬টি সেঞ্চুরি প্রমাণ করে ব্যাট হাতে তাঁর সামর্থ্য। পাশাপাশি দুর্দান্ত ফিল্ডিং তো আছেই। মাঠে লক্ষ করা যায় প্রাণবন্ত উপস্থিতি। সব মিলিয়ে সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য আদর্শ এক প্যাকেজ শেখ মেহেদী।

জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস

ওমর ফারুক রুবেল

মানব সেবায় আগমন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের। সেই প্রতিষ্ঠানটি এখন খেলাধুলাতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিভিন্ন খেলায় তারা এগিয়ে আসছে, সেরার স্বীকৃতিও কুড়িয়ে নিচ্ছে। গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জিমন্যাশিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকসের খেলা। দেশের ৪৮টি স্কুল ও দুটি মাদ্রাসার প্রায় দুই শতাধিক খুদে জিমন্যাস্টদের নিয়ে এই আয়োজন করেছিল জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন। ৬টি ক্যাটাগরির ৩৪টি ইভেন্টে অংশ নেয় খুদে জিমন্যাস্টরা।

সেরা লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল

জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকসের বালক ও বালিকা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বান্দরবানের কোয়ান্টাম কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজ। বালক বিভাগে ১৪৩.৩৫ পয়েন্ট পেয়ে কোয়ান্টাম চ্যাম্পিয়ন হয়। ১১৫ পয়েন্ট পেয়ে রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)। ব্যক্তিগতভাবে এই বিভাগে ৫২.৭০ পয়েন্ট পেয়ে সেরা হয় কোয়ান্টাম স্কুলের ওয়ে ওয়ে সাই মারমা। অন্যদিকে বালিকা বিভাগে দলগতভাবে ১২৭.২৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ১২১.৯০ পয়েন্টে রানার্সআপ হয় বিকেএসপি। ব্যক্তিগতভাবে এই বিভাগে ৪২.৯৫ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টামের সিংমেনু মারমা। ছয়টি ক্যাটাগরিতে ৩৪টি ইভেন্টে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১২০টি পদকের মধ্যে ৯৬টিই জিতে নিয়েছে লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের জিমন্যাস্টরা। যার মধ্যে ৪১টি স্বর্ণ, ৩০টি রৌপ্য ও ২৫টি ব্রোঞ্জ। ছয় ক্যাটাগরির ৩৪টি ইভেন্টের সবকটি স্বর্ণই জিতেছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। বালকদের বিভাগে ৫টি ব্যক্তিগতসহ সর্বোচ্চ ৬টি সোনা জিতেছে ওয়েওয়েসাই মার্মা। মেয়েদের মধ্যে সিংমেনু মার্মা জিতেছে সর্বোচ্চ ৩টি স্বর্ণ। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহসভাপতি আহমেদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান।

পুরোনো আঙিনায় ফুটবলার মামুনুল

গত দুই দশকে বাংলাদেশের সেরা ফুটবলারদের একজন মামুনুল ইসলাম। জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়কের ক্রীড়াঙ্গনে পথচলা শুরু হয়েছিল জিমন্যাস্টিকস দিয়ে। বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) তিন বছর জিমন্যাস্টিকসে থাকার পর নবম শ্রেণিতে সেটি ছেড়ে ফুটবলে যান মামুন। ফুটবলে যশ-খ্যাতি পেলেও এখনও মামুনের হৃদয়ে রয়েছে জিমন্যাস্টিকসে। জুনিয়র জিমন্যাস্টদের খেলা দেখে নস্টালজিক হয়ে পড়েন তিনি। মামুনুল বলেন, 'ক্রীড়াঙ্গনে আমার জন্ম জিমন্যাস্টিকসে। বিকেএসপিতে পঞ্চম শ্রেণিতে ফুটবল ছিল না, তাই জিমন্যাস্টিকসে ভর্তি হই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জিমন্যাস্টিকসে ছিলাম। ক্লাস নাইনে ট্রায়াল দিয়ে ফুটবলে যাই। পেশাদার ফুটবলার হলেও জিমন্যাস্টিকস আমার শেকড়। সময়-সুযোগ পেলে জিমন্যাস্টিকসে ছুটে যাই।'

স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড

২০২৩ সালের ম্যাক্স-বিএসপিএ জার্নালিস্ট অব দ্য ইয়ার হয়েছেন ‘সকালসন্ধ্যা ডটকম’-এর ডেপুটি স্পোর্টস এডিটর রাহেনুর ইসলাম। ১৩ ডিসেম্বর পল্টনের ফারস হোটেলের সিন্দুরপুর হলে বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন (বিএসপিএ) টানা নবমবার আয়োজন করে ক্রীড়া সাংবাদিকদের স্বীকৃতি প্রদানের অনুষ্ঠান ম্যাক্স-বিএসপিএ জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড। বরাবরের মতো স্বাধীন বিচারক প্যানেলের মার্কিংয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে তওফিক আজিজ খান ট্রফি এবং ৫০ হাজার টাকার চেক জিতে নেন রাহেনুর ইসলাম। রানার-আপ হয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সিনিয়র রিপোর্টার সাদমান সাকিব ও ঢাকা পোস্ট ডটকমের সিনিয়র রিপোর্টার আরাফাত জোবায়ের।

বিএসপিএ সভাপতি রেজওয়ান উজ জামান রাজিবের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সিনিয়র সহসভাপতি পৃষ্ঠপোষক ম্যাক্স গ্রুপের কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর।

এবারও আটটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে বদি-উজ-জামান ট্রফি জিতেছেন ‘সকালসন্ধ্যা ডটকম’-এর ডেপুটি স্পোর্টস এডিটর রাহেনুর ইসলাম। রানার-আপ হয়েছেন ঢাকা পোস্টের সিনিয়র রিপোর্টার আরফাত জোবায়ের ও ঢাকা ট্রিবিউনের স্টাফ রিপোর্টার শিশির হক। সিরিজ রিপোর্টে আবদুল হামিদ ট্রফি জিতেছেন ফ্রিল্যান্সার তরুণ সরকার। রানার-আপ হয়েছেন ঢাকা পোস্টের সিনিয়র রিপোর্টার আরাফাত জোবায়ের ও একাত্তর টিভির সিনিয়র রিপোর্টার মেহেদি নাঈম। সাক্ষাৎকারে প্রিন্ট ও অনলাইন বিভাগে আতাউল হক মল্লিক ট্রফি জিতেছেন দৈনিক প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ। রানারআপ হয়েছেন দৈনিক দেশ রূপান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার সুদীপ্ত আহমদ আনন্দ ও ক্রিকবাজের বাংলাদেশ প্রতিনিধি আতিফ আজম। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার বিভাগে আতাউল হক মল্লিক ট্রফি জিতেছেন টি-স্পোর্টসের সিনিয়র রিপোর্টার মাহফুজ আলম। রানারআপ হয়েছেন মাছরাঙা টিভির সিনিয়র রিপোর্টার সাকির রুবেল ও চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের মো. ইকরাম হোসাইন।

ফিচার/ডকুমেন্টরি বিভাগে প্রিন্ট ও অনলাইন রণজিৎ বিশ্বাস ট্রফি জিতেছেন দৈনিক সমকালের ক্রীড়া সম্পাদক সঞ্জয় সাহা পিয়াল। রানারআপ হয়েছেন প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম ও সকালসন্ধ্যা ডটকমের রাহেনুর ইসলাম। ফিচার/ডকুমেন্টরিতে ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভাগে রণজিৎ বিশ্বাস ট্রফি জিতেছেন টি-স্পোর্টসের স্টাফ রিপোর্টার রিফাত এমিল। রানার-আপ হয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সাদমান সাকিব ও আরিফুল ইসলাম। স্পোর্টস ফটোগ্রাফি ক্যাটাগরিতে সেরা হয়ে বদরুল হুদা ট্রফি জিতেছেন প্রথম আলোর বিশেষ ফটোসাংবাদিক শামসুল হক টেংকু। রানারআপ হয়েছেন ডেইলি সানের তানভীন তামীম ও দৈনিক ডেইলি স্টারের ফিরোজ আহমেদ । বিচারক প্যানেলে ছিলেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের ক্রীড়া সম্পাদক দিলু খন্দকার, পাক্ষিক ক্রীড়াজগত পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদ হোসেন খান দুলাল, এটিএন বাংলার স্পোর্টস এডিটর পরাগ আরমান, স্পোর্টস বাংলা সম্পাদক এম এম কায়সার, সকালসন্ধ্যা ডটকম-এর স্পোর্টস এডিটর সনৎ বাবলা ও প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব আজাদ মজুমদার। বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে তিনজন ক্রীড়া লেখক ও সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক পরাগ আরমান, জাহিদ রহমান ও চিন্ময় সাহাকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

অভিষেকে নজর কাড়লেন অভি

মোরসালিন আহমেদ

প্রিমিয়ার ডিভিশন হকি লিগে গত বছর মোহামেডানে (মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেড) নাম লিখিয়েই সবার নজর কেড়ে ছিলেন মেহেদি হাসান অভি। ঘরোয়া হকির সর্বোচ্চ ওই আসরে বিকেএসপির (বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) এ ছাত্রের পারফরম্যান্সই তখন বলে দিচ্ছিল জাতীয় জুনিয়র দলে (বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২১ জাতীয় দল) খেলাটা তাঁর সময়ের ব্যাপার মাত্র। বাস্তবতার নিরিখে রাজশাহীর এ ছেলে সত্যি সত্যিই তাই করেছিলেন। বিদায়ী বছর নভেম্বরে ওমানের মাসকাটে জুনিয়র এশিয়া কাপে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। এমন কি, উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক ওমানের বিপক্ষে গোলও করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, টুর্নামেন্ট জুড়ে দারুণ পারফরম্যান্সও দেখিয়ে ছিলেন। এখানেই শেষ নয়। শক্তিশালী ওই টুর্নামেন্টে প্রিয় বাংলাদেশকে তিনি যেমন পঞ্চম করে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন, ঠিক তেমননি কোয়ালিফাই করে স্বপ্নের জুনিয়র বিশ্বকাপেও দলকে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক আঙিনায় অভিষেকে নজর কেড়ে অভির লক্ষ্য দ্রুত সময়ে জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া। এক প্রশ্নে তিনি বলেন, যেকোনো খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন থাকে জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা। আলহামদুলিল্লাহ, জাতীয় জুনিয়র দলে জায়গা পেয়েছি। এ বছর ভারতে বিশ্বকাপ হবে। সেখানেও নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। অপর প্রশ্নে বলেন, আমার স্বপ্ন জাতীয় দলের হয়ে খেলা। আমি এখন শিক্ষানবিস। ওই পর্যায় যেতে হলে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি সেটাই করে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে দেশকে অলিম্পিক পর্যায় নিয়ে যেতে চাই। অভি বলেন, 'আমরা যদি নিয়মিত লিগ খেলতে পারি, বছরে একাধিক টুর্নামেন্ট খেলতে পারি, দেশের বাইরের টুর্নামেন্টগুলো যদি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে পারি এবং নিবিড় চর্চায় থাকি তাহলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।'

দেশসেরা অভিজ্ঞ কোচ পেয়ে ব্যাকরণ সিদ্ধভাবে একটু আর্ধটু করে দীক্ষা নিয়ে নিয়েই হকির আধুনিক কলাকৌশলের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেন। শুধু তা-ই নয়, মাঝে মালয়েশিয়ান কোচ ইমান গোবিনাথন কৃষ্ণমূর্তির প্রশিক্ষণেও তাঁর অনেক আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। এভাবে পূর্ণতা পেতে পেতেই আজকের এ অভির আত্মপ্রকাশ। হকি স্টিকের আর গোলাকৃতি বলের জাদুকরী ছন্দ ও নৈপুণ্য দেখিয়ে তিনি এখন ঘরোয়া হকিরও পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন।

বয়সকে পেছনে ফেলে ১৮ বছর বয়সী এ খেলোয়াড় স্টাইকার পজিশনে ঢাকার মাঠকাঁপানো উদীয়মান তারকা হিসেবে ইতিমধ্যে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এমনকি চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ওমান ও থাইল্যান্ডের বিপক্ষে খেলে অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজেকে মেলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে অভি বলেন, দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় সুনাম অর্জন করতে চাই এবং সাফল্য এনে দিতে চাই। অভি সম্পর্কে তাঁর বর্তমান কোচ মওদুদুর রহমান শুভ বলেন, ও অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী খেলোয়াড়। নিজে যেমন গোল করেন, তেমননি সতীর্থদেরও অ্যাসিস্ট করেন। অভিষেকে অভি প্রত্যাশার চেয়ে দুর্দান্ত খেলেছেন।

একনজরে...

নাম	: মেহেদি হাসান
ডাক নাম	: অভি
পিতা	: মোহাম্মদ মিলন
মাতা	: ইতি বেগম
জন্ম তারিখ	: ২২.০৩.২০০৬
জন্মস্থান	: ডিঙ্গাডোবা
জেলা	: রাজশাহী
ভাই-বোন	: ১ ভাই, ১ বোন
নিজ অবস্থান	: সবার ছোট
উচ্চতা	: ৬ ফুট ১ ইঞ্চি
ওজন	: ৬২ কেজি
শিক্ষাগত যোগ্যতা	: প্রথম বর্ষ, মানবিক
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
ক্রীড়ায় পরিচিতি	: হকি খেলোয়াড়
হকিতে না এলে	: ডাক্তার হতাম
খেলার পজিশন	: ফরোয়ার্ড
খেলা শুরু	: ২০১৮
জাতীয় পর্যায়	: ২০২২
আন্তর্জাতিক পর্যায়	: ২০২৪
হাতেখড়ি	: মনিরুজ্জামান ছানা
প্রথম ক্লাব	: বৈকালী সংঘ, রাজশাহী
প্রিয় খেলোয়াড়	: রাসেল মাহমুদ জিমি
প্রিয় কোচ	: মওদুদুর রহমান শুভ
হকিতে প্রিয় দেশ	: বেলজিয়াম
অন্য প্রিয় খেলা	: ফুটবল
প্রিয় খাবার	: গরুর গোস্ত
প্রিয় রং	: কালো
প্রিয় শখ	: বিদেশ ভ্রমণ
পছন্দ	: সৎ পথে চলা
অপছন্দ	: মিথ্যা বলা
অবসরে	: বই পড়া
আদর্শ	: মা-বাবা

ক্লাব পর্যায় সাফল্য : ২০২৪ সালে মোহামেডানের হয়ে প্রিমিয়ার লিগে রানার্সআপ

জাতীয় পর্যায় সাফল্য: ২০২২ সালে শেখ কামাল বাংলাদেশ দ্বিতীয় যুব গেমসে রানার্সআপ

আন্তর্জাতিক পর্যায় সাফল্য : ২০২৪ সালে জুনিয়র এশিয়া কাপে পঞ্চম হওয়া এবং জুনিয়র বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা

স্মরণীয় মুহূর্ত : অভিষেক ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে গোল দেওয়া

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য : অলিম্পিকে খেলা।

Cute

দেশীয় প্রসাধনীর উপর আস্থা

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে

দেশীয় পণ্যের ব্যবহারে দেশ হবে স্বনির্ভর

NO.1 QUALITY AC
Used Panasonic Compressor
minister
Air Conditioner
FAST COOLING
MORE SAVINGS
WITH DUAL SMART INVERTER TECHNOLOGY
12 YEARS COMPRESSOR GUARANTEE
জাপান ব্র্যান্ড
Panasonic
কম্প্রেসার দ্বারা তৈরী
DUAL SMART INVERTER Technology
Anti Bacterial Filter
100% BTU Capacity
www.ministerbd.com
/Minister.Bangladesh
Hotline: 09606 700700

KRIRAJAGAT (A Bengali Sports Fortnightly) Reg. No. DA-422. TK. 20.00

Editor: Mahmud Hossain Khan Dulal, Published by Secretary, National Sports Council, 62/3 Purana Palton, Dhaka-1000, Bangladesh